Brought to you by:

STAR আনন্দ

এগিয়ে থাকে। এগিয়ে রাখে।

প্রতীচী

The West | 2010

Bengali Association of Greater Atlanta

With Best Compliments from

Databazaar Media Ventures

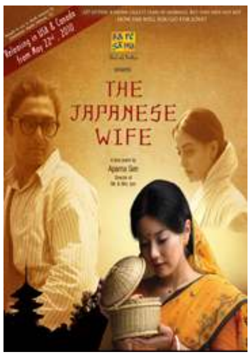

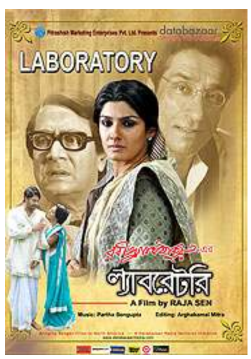

databazaar MEDIA VENTURES, LLC

The US Gateway For Bengali Films

Meena Jewelers
Buy 22Kt Gold
Gemstones &
Diamond Jewelry
Online ...
Free Shipping *
Fast, Secure and Easy
BEST WISHES TO
BAGA
FOR
DURGA
PUJA
GET A FREE
SILVER GIFT
ON EVERY
PURCHASE...
** Present this at the
time of purchase
(No cash value.
While quantities last.)
MEENA Jewellers
ATLANTA - 404 477 1004
Nakshatra Diamond Jewelry
available
at
MeenaJewelers
www.MeenaJewelers.com
1745 Church Street - Ste A - Decatur, GA 30033
(Atlanta) - Phone: (404) 477 1004
Lowest Prices Guaranteed

MIRCH MASALA

BANQUET FACILITIES AVAILABLE
CATERING FOR ALL OCCASIONS
WITH FULL SERVICE OF TANDOOR

LUNCH BUFFET

Mon- Fri $ 8.95
Sat & Sun $ 9.95
11.30 AM - 5.00 PM

DINNER BUFFET

Mon-Fri $ 10.95
Sat & Sun $ 11.95
5.00 PM- 11.00 PM
(Last order 10.15 PM)

1713 CHURCH STREET
DECATUR, GA 30033
TEL : 404- 296- 9999

FOR CATERING & BANQUET
FACILITY CALL :
BACHU (404- 296- 9999)

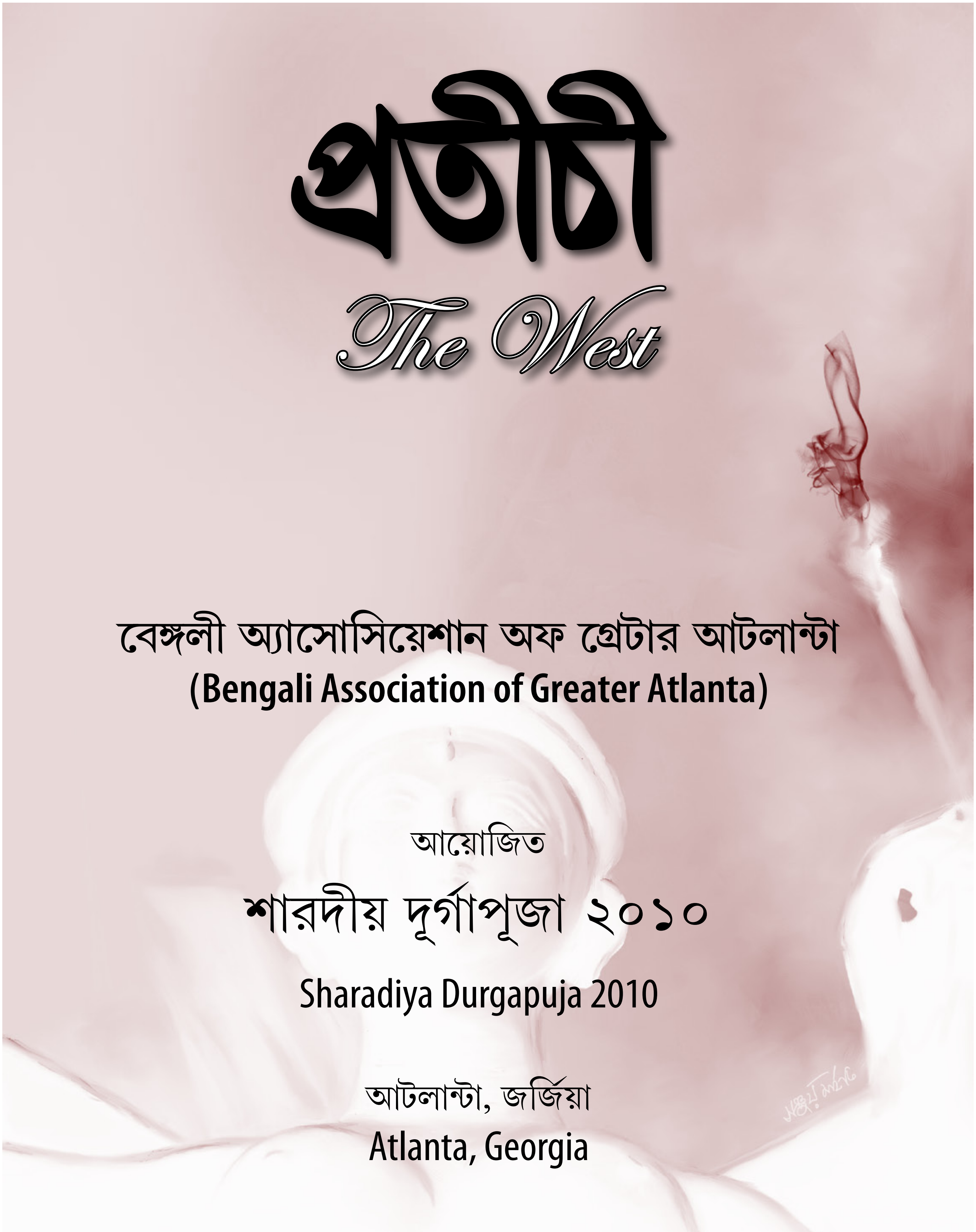

প্রতীচী

The West

বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশান অফ গ্রেটার আটলান্টা
(Bengali Association of Greater Atlanta)

আয়োজিত

শারদীয় দূর্গাপূজা ২০১০

Sharadiya Durgapuja 2010

আটলান্টা, জর্জিয়া
Atlanta, Georgia

প্রতীচী

The West

সম্পাদক
সঞ্জয় মাইতি

সহ-সম্পাদক
অনিল চক্রবর্ত্তী
শঙ্কর সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ
সঞ্জয় মাইতি

অক্ষর বিন্যাস
সঞ্জয় মাইতি
অনিল চক্রবর্ত্তী

পরিকল্পনা ও রূপায়ন
সঞ্জয় মাইতি
মৈত্রেয়ী সরকার

অন্যান্য সহায়তায়
উমাশঙ্কর মণ্ডল

Editor
Sanjoy Maity

Co-editors:
Anil Chakraberti
Shankar Sengupta

Cover Design
Sanjoy Maity

Typesetting
Sanjoy Maity
Anil Chakraberti

Planning & layout
Sanjoy Maity
Maitrayee Sarkar

Other Assistance
Umashankar Mondal

দায়মোচন:

এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা, বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব ও মতামত সংশ্লিষ্ট রচনাকার এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের। তজ্জনিত কোনো ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকেরা দায়ী নন।

The views expressed in the writings that appear in this publication are the views of the respective authors and advertisers and not necessarily represent those of BAGA (Bengali Association of Greater Atlanta) committee or the publication's editor.

সম্পাদকীয়

- সত্য -

দাঁড়িয়ে ছিলাম মঠের পূজো দালানের সামনে। চেয়ে আছি মায়ের দিকে। চাইব কি চাইব না। ভাবছি মনে মনে। চাইলে কিই বা চাইব? সমানে চোখের সামনে দলে দলে ভক্তদের সার দিয়ে বাসনা প্রার্থনা মায়ের কাছে। আমি অনেকটা দূরেই। একদম সামনের সারিটা তো মঠের 'বড়' ভক্তদের জন্যে সংরক্ষিত। মোটাসোটা ইনভেস্ট না করলে তো আজকাল আবার মায়ের আশীর্বাদ জোটে কম সম। ওনাদের পকেট ভারি তাই শান্তিজলের ছিটেও বেশী পড়ে ওখানে। হঠাৎ একটা চেঁচামেচি। পেছনে গেটের কাছে যেন। হুম! কি অন্যায়! এত আস্পর্ধা, ভিখিরিনি কিনা বাবুদের পূজোমণ্ডপে? শুনতে পেলাম, 'এখন যাও, তোমাদের জন্যে তো কাঙাল-ভোজন রয়েছে। ওখানে যাও। এখানে নয়।' সত্যিই তো দরিদ্র-নারায়ন সেবার আয়োজন তো রয়েছেই বাবুদের এক্সট্রা পূণ্যির তরে এখানে।

- শিব -

'বাবা, আমার নতুন জামা কিনে দেবে তো? জান, ক্লাসের সবার নতুন জামা হয়েছে এবার পূজোয়।' সাবিনার প্রশ্নে বাবা জবাব দিলে - 'হুঁ।' 'বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাব তো?' বাবা বললেন 'হুঁ।' ন বছরের সাবিনা চলল বন্ধুদের সাথে। এল পাড়ার প্যান্ডেলে। মিতালি বলল, চলনা আমরা আঞ্জলি দিই। হয়ে গেল আঞ্জলি। মিতালির মা ডাকলেন, 'এস তোমার নামে পূজো দেওয়া হবে এবার, ঠাকুরমশাই ডাকছেন।' মিতালি হাত ধরে সাবিনাকেও সঙ্গে নিয়ে এল। 'মা, সাবিনার নামে পূজো হবে না?' মা বললেন, 'নিশ্চয়ই।' ঠাকুরমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম?' 'সাবিনা।' 'গোত্র?' 'কি?' 'গোত্র জাননা?' দাঁড়িয়ে ছিলাম ঠিক পেছনেই, বললাম, ও তো ঈশ্বরেরই সন্তান, তা ঈশ্বরের যা গোত্র তাই তো হবে। আপনি নিশ্চয় জানেন ঈশ্বরের গোত্রটা। ওটাই আপাততঃ চালিয়ে দিন না।

- সুন্দর -

আবার এসে গেছে শরৎ। মানে আবার এসে গেছে পূজো। মানে আবার বাঙালির হুল্লোড়, অড্ডা, আনন্দ। তা সে যেখানেই হোক। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' বাঙালির দূর্গাপূজো তাই সর্বত্রই সমান আনন্দের, সমান পবিত্রের আর সমান প্রাণের। সুদূর প্রবাসে নাই বা থাকল সেই শিউলিসুরভি রাত, বা সেই কাশ ফুলের লেলিহান নৃত্য, কিংবা সেই চির পরিচিত ঢাকের 'ড্যাং ড্যা ড্যাডাং' বোল। শেকড়ের সন্ধানে জমায়েত সকল বাঙালির হৃদয়ে কিন্তু সেই একই বোল! বেজে চলেছে সেই ছোটবেলা থেকেই। স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে তার কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই। দূর্গাপুজো হ'ল বাঙালির পূজো, অন্তরের ভালবাসার পূজো। এখানে নেই বিভেদ। না হয় আরেকটি দিন, আরেকটি বার বলি - 'নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।'

- সঞ্জয় মাইতি

President's Message

Dear Members and Patrons,

On behalf of the Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA), I would like to invite you to join in the celebration of Durga Puja from 15th thru 17th October, 2010. For us, Durga Puja is not only a religious festival, but also an occasion for a cultural extravaganza. It is also the time for us to spend quality time with friends and families, share good foods and memories. We solicit Ma Durga's blessing ushering in peace, happiness and prosperity in our everyday life.

This year, our cultural program will be filled with local talents along with famous Kolkata artists. We invited Haimanti Sukla to perform on Saturday (16th) evening and Rupankar on Sunday (17th) post lunch. We are hopeful that their melodious voices will entertain both the young and the older crowd.

Since food is also an important part of this festival, we carefully selected special menus for this occasion. This year each meal will be served by different food vendors. Saturday "bhogh" will come from the ISKCON temple.

In spite of tough economic times due to recession, we're able to raise enough money through sponsorships, advertisement and donations from the members to match the "so-called" cultural bar raised by our previous committees. We are very happy to inform you that the money we have raised so far will cover all the cultural events and there will be no shortfall or deficit of funds at the end of our term. We used the same guiding principles and values taught by our generations to make BAGA strong both culturally and financially.

I would like to thank Kiriti Gupta, Shanta Gupta, Mamata Paul, Shubu Mitra, Moitri Sarkar, Joy Bhattacherjee, Premananda Goswami, Santanu Sinharoy and countless others for their tireless efforts in collecting advertisement for the Pratichi magazine. Without their help, our fund raising goal wouldn't have been possible to achieve. I would also like to thank to all sub-committee members, especially Soma De, Mala Basu, Shukla Mondal, Sonjukta Haldar, and Ranjita Betarbet and all the volunteers who helped us in the puja preparation, protima decoration, food preparation, distribution and transportation, organizing cultural events, and collecting donations. My special thanks to Sabari Roy, cultural secretary, for her dedication and tireless efforts in organizing cultural events; Sutapa Sen and Raktim Sen for taking care of eBagazine; Sanjoy Maity for taking care of Pratichi magazine and Mridul Paul and Umashankar Mondal for their continuous support and advice. Finally, I would like to congratulate my executive committee members for a job well done.

God bless you!

Achintya Dey

সূচিপত্র / Contents

পিতাচার্য্য দ্রোণ :: ১১
রবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শব্দ কল্প দ্রুম্ :: ১৪
ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায়

লাইন :: ১৪
শুক্লা দেবশর্মা

বন্ধু আসবে বলে :: ১৪
শিখা কর্মকার

ক্যান্সার কবিতামালা :: ১৪
মল্লিকা সেনগুপ্ত, কলকাতা

প্রমিথিউস কি ভুলই করেছিলেন :: ১৫
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা

এই সময়ের বাবাদের :: ১৫
সুবোধ সরকার, কলকাতা

ভূতে মারে ঢেলা :: ২০
অনিল চক্রবর্ত্তী

Healthcare Now for All :: 23
A. N. 'Shen' Sengupta

পাল্টি ঘর :: ২৪
পরাশর শরমা

রাজার লংকাগাছ :: ২৬
দিয়া দত্ত

সরষের তেল :: ২৮
জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

প্রথম বন্ধনী :: ৩১
সঞ্জয় মাইতি

Embryonic Stem Cells – Why? :: 35
Aprotim C. Bhowmik

A Disaster of Epic Proportions :: 37
Debarshi R. Bhowmik

Essence of the *Gita* :: *42*
Dr. Achintya Maitra

ছবি :: ৪৩
সমর মুখোপাধ্যায়

দুর্গাপূজো আমেরিকান কায়দায় :: ৪৯
সুব্রত মজুমদার, আইকেন, জর্জিয়া

মুছে যাওয়া দিন :: ৫১
শঙ্কর সেনগুপ্ত

BAGA COMMITTEE

Executive Committee

President: Achintya Dey

Vice President: Sumit Dutta, Ashima Das

Secretary: Kaushik Basu

Treasurer: Debatirtha Basu

Extended Committee

Cultural: Sabari Roy and Joy Bhattacherjee

Food: Soma De and Shukla Mondal

Decoration: Sonjukta Halder and Mamata Paul

Pratichi Magazine: Sanjoy Maity, Shankar Sengupta, Anil Chakraberti and Umashankar Mondal

eBAGAzine: Sutapa Sen and Raktim Sen

Youth Committee: Ranjita Betarbet and Sonjukta Halder

Priests: Anil Chakraberti, Probal Roy, and Sailendra Banerjee

Puja Preparation: Mala Bose, Mausomi Bhattacharjee, Parnika Chakraberti, Gayatri Dey, Uma Mukherjee, and Gauri Banerjee

Fund Raising: Kiriti Gupta, Shanta Gupta, Mamata Paul, Dibyendu De, Premananda Goswami, Shubu Mitra, Moitri Sarker, and Santanu Sinharoy

Light/Sound/Video/Photography: Prajna Paramita Basu, Ashoke Sarker, Kalyan Mitra, Raktim Sen, Shankar Sengupta, and Surojit Roy

Public Relations & Hospitality: Sharmistha Basu-Dutt, Tandra Bhadra, Maya Biswas, Nita Bose, Mukti Bose, Durba Chattopadhyay, Anuradha Chakrabarty, Rita Das, Nupur Debshikdar, Krishnakoli Dutta, Malini Ghosh, Sanhita Majumdar, Ruma Mukhopadhyay, Subhra Nag, Alpana Poddar, Anjali Roy, Kabita Roy, Krishna Sengupta, and Kasturi Talukdar

Volunteers: Aparna Bhowmick, Arun Chakrabarty, Dilip Chakrabarty, Bibhu Das, Sudipta Das, Krishnendu Das, Parul Deka, Pradip Dey, Debasish Dalapati, Bashu Dutt, Mrinal Ghosh, Sumana Goswami, Sanhita Majumdar, Dipankar Mitra, Tarun Sau, Ruma Sengupta, Kalyan Mitra, Anuradha Chakrabarty, Susmita Chakrabarty, Lina De, Soma De, Harini Kannan, Urmila Mitra, Shukla Mondal, Satindra Poddar, Saranya Roy, Pratima Sau, Madhumita Sinharoy, Arunava Chatterjee

Advisors: Kris Bhadra, Alak Biswas, Sujit Bose, Nirmal Das, Barun De, Jagadish Debshikdar, Dulal Bose, Ashim Dutta, Samar Mukhopadhyay, Ashoke Nag, Manilal Roy, Suhas Sengupta, and Niranjan Talukdar

Board of Directors

Chairperson: Umashankar Mondal

Members:

Dibyendu De

Mridul Paul

Surojit Roy

Robi Basu

Shanta Gupta

Srimita Ray Choudhuri

পিতাচার্য্য দ্রোণ

রবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বালকেরা: অশ্বত্থামা, তুই তাড়াতাড়ি আয়,
আংটি গিয়েছে পড়ে শুষ্ক-কূয়ায়
কেমনে তা করবো বাহির?
রাজকুমারীর আঁখি যে
লাল হলো করুণ কান্নায় -
অশ্বত্থামা, তুই তাড়াতাড়ি আয়!

অশ্বত্থামা: আমি অশ্বত্থামা, পিতা মোর দ্রোণ -
মোর তূণে আছে এক উপায় এমন,
বার করি আনি দিব অঙ্গুরী আমি
ঋণী রবে মোর কাছে রাজা-ভূস্বামী।

বালকেরা: তবে আয় তুই, তবে আয় তুই
শর পরে শর গাঁথি
পরশ করিবি যদি কূয়া-তল ভুঁই,
তবে আয় তুই।

অশ্বত্থামা: রাজকিশোরী,
কান্না বন্ধ করো তুমি -
তুলে দিনু অঙ্গুরী তব হতে কূয়া-ভূমি,
কি দিবে আমায় উপহার?

রাজকিশোরী: অশ্বত্থামা তুমি ধন্য
মোর কাছে
জানি না কি আছে তোমা জন্য?
ভর্ৎসনা হতে তুমি বাঁচায়েছ মোরে
কৃতজ্ঞ আমি তব দক্ষিণা ডোরে;
এসো মোর সাথে তুমি রাজভবনে
সেথা করিও ভোজন -
হলে পূজা সমাপন।
নিজহাতে সাজাব তোমার থালাখানি
পঞ্চব্যাঞ্জন-ক্ষীর মিষ্টান্ন আনি,
আতিথ্য আমার তুমি করো গো স্বীকার
মম যত্ন, নিষ্ঠা হোক তব উপহার।

বালকেরা: ওলো রাজকিশোরী,
কারে ডাকো রাজপ্রাসাদে?
অশ্বত্থামা দীন বালক-ব্রাহ্মণ
কাজ নেই তার এতো স্বপ্ন সাধে।
ওরে ডেকো না রাজার প্রাসাদে।
ও যে পিটুলিগোলারে ভাবে দুগ্ধ,
তাই খেয়ে আনন্দে হয় সে মুগ্ধ।
কেন তার ভুল ভেঙে দাও তারে কষ্ট?
ভিখারী যে দ্রোণ উপার্জন-ভ্রষ্ট -
মিছামিছি যাবে কাল বাদ-বিবাদে।
ওকে ডেকো না রাজার প্রাসাদে।

অশ্বত্থামা: মাথা মোর হলো আজি নত
অপমানে ক্ষত-বিক্ষত।
হে রাজকুমারী, মোরে করিও ক্ষমা
ভিখারী-পুত্র আমি অশ্বত্থামা।
উপহার তব আমি দিলাম ফিরায়ে
নীরবে তোমার থেকে নিলাম বিদায়।

রাজকিশোরী: কি করিলি ওরে তোরা হায়!
অন্যায়, এ যে অন্যায়।
অশ্বত্থামা তুমি ধন্য
মোর মন কাঁদে তোমা-জন্য।
তব সুন্দর মুখ, তব মস্তকমণি
চিরকাল রবে মোর মনে,
চিরকাল রব আমি ঋণী।

অশ্বত্থামা: মাতঃ, কি দোষে আমারে তুমি করেছ বঞ্চিত?
এই স্নেহ মোর তরে ছিল কি সঞ্চিত?
শিরে মোর হাত রাখি, ডাকি শিরোমণি
দুধ বলে মিথ্যা পানীয় তুমি দিয়েছ জননী?
আমি ভরদ্বাজ-পৌত্র আজ নয়,
ভিখারী-পুত্র হলো শেষ পরিচয়।

কৃপী: বৎস মোর, পুত্র মোর, প্রাণান্ত প্রাণ,
দোষ মোরে যত দেবে দাও -
পিতারে করো না অসম্মান।
আচার্য্য শ্রেষ্ট তিনি, সেরা তীরন্দাজ।
তাঁর কাছে পরাজিত রাজা-অধিরাজ।
নিরর্থক নন তিনি, দীপ্ত রৌদ্র-স্নাত
জেনে রেখো পুত্র তুমি পুণ্য বংশ জাত।

অশ্বত্থামা: মাতঃ, এ ধরণী কার?

যে ধনী, না যে ভোলে নি আপন আচার?

কৃপী: বাছা মোর,
আমি নিরুত্তর।
মোর নাই অত শিক্ষা,
জ্ঞানের ভান্ডার।
শুধু জানি এ সমাজে
অর্থের অর্থ বোঝা ভার।

দ্রোণ: আকাশে রচেছে রবি দিনান্ত লিপি
গৃহদ্বার
অন্ধকার -
কোথা তুমি? কোথা আছ মোর প্রিয়া কৃপী?
প্রতিদিন গৃহে ফিরে
দেখি পুত্র-জননীরে
উচ্ছ্বসিত মোর আগমনে।
হেরি সে উজ্জ্বল মুখ
পাই যেন স্বর্গ-সুখ,
কর্ম-ক্লান্তি ঘোচে সেই ক্ষণে।
আজ সে আনন্দগেহ
স্পন্দহীন যেন দেহ -
পূর্ণিমার চক্ষে যেন অমা,
গৃহদ্বার -
অন্ধকার
কোথা তুই, প্রিয় অশ্বত্থামা?

অশ্বত্থামা: কিছু নয়, পিতা কিছু নয় -
এ সমাজে নির্ধনের নাই পরিচয়
শিখেছি সে কথা আজ
এতদিন ভুলে ছিনু
"পিতা দ্রোণ, তাত ভরদ্বাজ"।

কৃপী: চলো নাথ, আগে করো
ভোজন বিশ্রাম -
পুত্রেরে উত্তর দিও শান্তমনে
ভাবি পরিণাম।

দ্রোণ: হে নিরলস আকাশের তারা
ক্লান্ত আমি তবু নিদ্রাহারা।
পুণ্য-জ্যোতি তব ভেদ করি নিশা
ব্রতবদ্ধ ব্রাহ্মণেরে আনি দিক দিশা।

কৃপী: অনেক হয়েছে রাত্রি, কেন জাগো নাথ?
পুত্রের প্রশ্ন কি তবে দিতেছে আঘাত?
ওরে ক্ষমা করো, শিশু ও যে
জীবনের অর্থ সে যে কিছুই না বোঝে।

দ্রোণ: জানি প্রিয়ে জানি
তব অন্তরখানি
পেয়েছে সমান ব্যাথা -
তাই শয্যাপরে
অশ্রু তব ঝরে -
পরশ করেছি আমি
তব নীরবতা।

কৃপী: হে আর্য্য -
ধনুর্ধর বীর তুমি
ভৃগুনন্দন শিষ্য তুমি
শ্রেষ্ঠ আচার্য্য।
তুমি নহ ভিখারী-সমান
তাই তব অপমান
বারবার হানে মোর
ব্যাকুল হৃদয়।
প্রার্থনা রাখো মোর,
ব্রাহ্মণের তেজে আনো
ক্ষত্রিয়ের জোর -
দারিদ্র্যের হোক পরাজয়।

দ্রোণ: গুরুর আশীষে আর বিধাতার দানে
সে শক্তি আছে মোর। কিন্তু আচার্য্য বিধানে
বন্দী আমি। মোর বাহুবল, মোর অস্ত্র-ভাগ
শুধু ব্রাহ্মণের রক্ষা-শিক্ষা লাগি রইবে সজাগ -
এ বচন দেওয়া আছে -
দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ পরশুরাম কাছে।
আজ যদি ছিঁড়ে ফেলি আচার্য্যের দায়
আশ্রম ত্যাগ করি মন দিই ক্ষত্রিয়-শিক্ষায়,
এ কথা নিশ্চিত জানি অর্থের হবে না অভাব-
তবু দ্বিধা মোর, বিলাস-ব্যসন নয় দ্বিজের স্বভাব!
কেন তবে ব্রতছিন্ন করি? কেন হই অর্থের দাস?
কেন লঙ্ঘন করি গুরুর আদেশ? পিতার প্রয়াস?

কৃপী: আচার্য্য দ্রোণ, ভুলে যাও ক্ষণতরে
তুমি মোর পতি -
ন্যায়ের বিচারে বলো মোরে
কি কর্তব্য আছে তব পুত্রের প্রতি?
হে বীর, কর্তব্যের দ্বন্দ্ব যবে হয়,
যে আপন কেন তার হবে পরাজয়?

দ্রোণ: সত্য তুমি। তব দৃপ্ত বাক্য মোরে
করিছে চঞ্চল -
তবু আমি তৃপ্ত বড়ো; দেখি
তব মাতৃ-স্নেহাঞ্চল।

করিনু মনস্থির তবে, কাল ভোরে
যাব আমি পাঞ্চালনগরে -
মোর বন্ধু ধ্রুপদ সেথা অধিস্বর-রাজ
দুর্দিনে তার কথা মনে পরে আজ।
সে যে মোর সহপাঠী, শৈশবের টান -
বিশ্বাস করি আমি আজিও তা রয়েছে অম্লান।

কৃপী: হে তেজস্বী দ্রোণ, রাজদ্বারে কেন পাত হাত?
পুরুষকার ত্যাগ করি কেন বাছো অদৃষ্টের সাথ?
মোর ভিক্ষা রাখো; যাও তুমি হস্তিনাপুরেতে -
বিশ্বসেরা ভীষ্ম সেথা, মিলবে তোমার সাথে ন্যায়ের সুরেতে।
তার চেয়েও বড়ো কথা, রাজগুরু কৃপ ভ্রাতা মোর,
তাঁর সাথে বাঁধা আছে জীবনের ডোর।

ভীষ্ম: এসো মহামুনিপুত্র, আচার্য্য ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয়েরে ধন্য করো
করি মোর প্রণাম গ্রহন।

দ্রোণ: হে গঙ্গাপুত্র, সত্ত্বগুণধারী
ব্রাহ্মণের অধিক তুমি,
তুমি ব্রহ্মচারী!
তব সম্মানে আঁখিপাতে
ভরে আসে জল-
মনে হয়, শিক্ষার মুল্য আছে
নই আমি নিঃসম্বল।
এ সমাজ চিহ্নিত করেছে যারে
সে আচার্য্য-নিঃস্ব-
তোমা-তরে পাঠালো প্রণাম
হে মহান-ভীষ্ম।

ভীষ্ম: আচার্য্য দ্রোণ
তুমি ব্রহ্ম-বিদ্বান,
তব বাক্যে আর্দ্র হয়
মোর হৃদি-প্রাণ।
কি দ্বন্দ্বে খন্ডিত তব মন
কে করেছে অপমান?
কি তার কারণ?

দ্রোণ: থাক সে আলোচনা। শুধু বলি
এ পরীক্ষা কঠিন কার্য্য -
এক পিতা সাথে যুদ্ধ করে
অবিরত বীর দ্রোণাচার্য্য!
এ দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়েছে মোর
সকল অন্তর -
এক কানে বাজে গুরুর বচন
অন্যকানে শুনি পুত্রের অপমান-স্বর।
অর্থ ভিক্ষা লাগি গিয়েছিনু রাজদ্বারে
মিত্র-রাজা করাল স্মরণ -
"সে রাজা, আমি ভিক্ষু" বল্ল সে
"এ ব্যবধান রবে আমরণ!"

হে প্রতিজ্ঞ, হে সতীর্থ-প্রিয়
সিদ্ধান্ত নিয়েছি সব শেষে -
ব্রতভঙ্গ করি আমি ক্ষত্রিয়েরে
শিক্ষা দেব ব্রাহ্মণের বেশে।

তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি জয়ী তুমি ব্রত-বদ্ধ দেব
তুমি দেবব্রত!
আমি অর্থহীন, পরাজিত। আমি ব্রত-ছিন্ন দ্বিজ,
বলো মোরে কি ধর্ম শাশ্বত?

ভীষ্ম: এসো দ্রোণ, গলে এসো করি আলিঙ্গন -
সেদিন পিতার কারণে আমি করেছিনু পণ -
আজ পুনরায়,
সে পুণ্যক্ষণ যেন ফিরে ফিরে চায়।
হেরি আজি পিতা এক, পুত্র লাগি ত্যাজিছে আচার -
এ বন্ধন ধর্ম-উর্দ্ধ! স্বর্গ হতে ধার করা ত্যাগের আকার।
হে শ্রেষ্ঠ পিতা, মহাবীর দ্রোণ, কে বলেছে পরাজিত তুমি
তব স্পর্শে জয়ী হোক, ধন্য হোক, এ গাঙ্গেয়ভুমি॥

শব্দ কল্প দ্রুম্

ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায়

গুন্‌গুন গান আর ফিশ্‌ফিশ কথা
শুঁক্‌শুঁক ঘ্রাণ আর টিস্‌টিসে ব্যথা
খুঁত্‌খুঁতে মন, তাও চুল্‌বুলে চাওয়া
ঝল্‌মলে দিন আজ, ফুরফুরে হাওয়া
ক্যাঁট্‌কেঁটে লাল বা কুট্‌কুটে কালো
খট্‌মটে গাল তাও লাগে কেন ভালো?
গন্‌গনে রোদ বা কন্‌কনে শীত
শির্‌শিরে ভয় ছোঁয়্ নড়বড়ে ভিত
বক্‌বকে মেয়ে, তাও তড়বড়ে ছোটে
ফন্‌ফনে লতা যেন ফুল হয়ে ফোটে
ফিন্‌ফিনে শাড়ী পরে কিন্নরী হাসি
ঝিক্‌মিকে কোন দেশে চল্‌লো প্রবাসী
ঝল্‌মলে আয়োজনে রম্‌রমা পুজো
জলভরা চোখ বলে, "বৃথা তারে খোঁজো!"
জির্‌জিরে বুক নিয়ে মিন্‌মিনে প্রেমী
"বল্‌বো, বল্‌বো" ভাবে এখুনি তখুনি
দুর্‌দার দৌড় মেরে দিন চলে যায়
মর্‌মরে স্মৃতি খালি করে "হায়, হায়!"

বন্ধু আসবে বলে

শিখা কর্মকার

ছুটি ছুটি ছুটি আজ, খুশীর ছোঁয়ায় তাই, মনটা যে নেচে উঠেছে,
আসবে তুমি বলে, এসে গেলে বলে, হৃদয় যে হেসে উঠেছে।
ঈথারের বার্তায় সারাদিন টুকটাক, কত যে কথা হয়েছে,
মুঠো ফোন, মুঠো ফোন, মুঠো মুঠো কত খুশী, ঝর্ণার মত ঝরেছে!
সবুজ ঘাসের কাছে, যাই চলো আজ এই, ভিড় ভিড় ভিড় সরিয়ে,
দেখে আসি রঙ মাখা, পরাগে সোহাগে ঢাকা, কারা দেয় মন ভরিয়ে।
চলো যাই নিঃশ্বাস ভরে নিতে এ আকাশ, আর তার খোলাখুলি গানে,
চলো যাই, ছুঁয়ে আসি, ডুবে আসি, খেলে আসি, নদীদের ঐ কলতানে।
কাছে পেয়ে তোমাদের, বুকের ভেতর আজ, শিরশিরে ভালোবাসা বয়,
সবকিছু ছেড়েছুড়ে, যখন দিগন্ত এসে, আমাদের সাথে কথা কয়।
যখন সোনালি রোদ, ছুটির গন্ধ নিয়ে, জানলা দিয়ে চুপে ডাকে।
এই এমন সোনাক্ষণে, মুক্তির স্বাদ মেখে, জীবন কি আর বসে থাকে!
চলো যাই ঘাসে-মাঠে-আকাশেতে রোদ মেখে, মনটাকে নিতে ভরিয়ে।
সহিষ্ণুতায় দানে, ভালোবাসার গানে, গাছেদের ভিড়ে এক হয়ে।
ছুটি ছুটি ছুটি আজ, খুশীর ছোঁয়ায় তাই, মনটা যে নেচে উঠেছে,
আজকে তুমি এসে, বুকটি ভরেছো বলে, হৃদয় যে হেসে উঠেছে!

লাইন

শুক্লা দেবশর্মা

লাইন, লাইন, লাইন,
লাইন ছাড়লেই লাগবে ফাইন।
জন্ম থেকে মৃত্যু,
লাগাও লাইন ফালতু॥
রেলের লাইন, স্কুলের লাইন
খাবার লাইন, যাবারও লাইন।
খেলার মাঠে লাইন সোজা,
হাসপাতালে লাইন খোঁজা॥
জীবনের লাইন বড় বিচিত্র,
তাই দিয়ে করতে হবে সমাধানের চিত্র॥
জ্যামিতির লাইন যেন সজারুর কাঁটা,
কাঁটার লাইন জোড়ো এবার দিয়ে বুদ্ধির আঠা॥
ঠাকুর দেখার লাইন বড়,
খাবার লাইনে দক্ষিণা ছাড়॥

ক্যান্সার কবিতামালা

মল্লিকা সেনগুপ্ত, কলকাতা

অসুখ আমাকে যত চেপে ধরে আমি তত ফচকেমি করি
বার্নাড শ টুকে বলি, ক্যান্সার অনিবার্য হলে সেটা এনজয় করুন।
অঙ্গে অঙ্গে কি হিল্লোলে কেমোথেরাপির পরে ঝরে যায় লোম
নির্লোম নতুন ত্বকে নার্সিং হোমের ঘ্রাণ অলিভ অয়েল

সেজেগুজে ভুলে থাকি, ভাল থাকি, ভয় চেপে রাখি
পরপুরুষের মতো মোহময় পরচুলা কখনো মাথায়
কখনো নতুন র‍্যাম্প, নতুন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট
নতুন পোশাক পরে ন্যাড়ামুণ্ডে রঙ ম্যাচ পাগড়ি বানাই

অসুখ না হলে বল কখনো কি জানতাম এত ভালবাসো?
সুন্দর শুভেচ্ছা মুখ, গভীর উদ্বেগভরা প্রিয় মুখগুলি
ঘিরেছিল ঘিরে থাকে দুরের ইমেল ফোন এস-এম-এস-মালা
অসুখ না হলে বল কখনো কি জানতাম এত বেঁচে আছি!

প্রমিথিউস কি ভুলই করেছিলেন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা

আমার আগুন পছন্দ না
ও বড়ই বেআব্রু, ওর কোনও ছন্দ নেই
আমি এ কবিতায় কোনও মিল দেব না,
দিতে তো সহজেই পারি, বরং কয়েকটা কঠিন কথা বলে যাবো।

প্রমিথিউস কি ভুলই করেছিলেন
আগুনের জন্যই সভ্যতার জন্ম, ওর জন্যই ধ্বংস আসন্ন
বিজ্ঞানীদের মাথায় এইসব চিন্তা আগুনই তো গেঁথে দেয়
মানুষের শরীরের আগুন মানুষকে হাতে তুলে দেয় খড়্গ
পৃথিবীর গর্ভের তরল আগুন এখনো যখন-তখন নারীদের চোখে জ্বলে।

এসব কি হচ্ছে সুনীল, আজকাল কিছু লিখতে গেলেই
শুধু বিশ্ব, মানবসভ্যতা, ধ্বংস এইসব এসে পড়ে কলমে
নিভৃতে, হাতে হাত দিয়ে বসে থাকার কথা মনে পড়ে না বুঝি?
কতদিন কোনও নদীর ধারে বসা হয় নি, নদীরা সব উধাও!

না, আমি মুখ ফেরাচ্ছি নিজের দিকে, একটু একলা, নিঃস্ব একলা
আগুন আমাকে পোড়াবে না, শরীর দান করে দিয়েছি, কঙ্কাল
হয়ে ঝুলবে ছাত্রদের সামনে

তবু আগুনের চিন্তা কেন মন ছাড়ে না?
স্বাতীর দিকে চেয়ে মনে হয়, খবরদার, ওকেও যেন আগুন না ছোঁয়
বুকের মধ্যে দপ করে জ্বলতে থাকে রাগ, সেও কি আগুন?

এই সময়ের বাবাদের

সুবোধ সরকার, কলকাতা

আমার বাবা ছেলেমানুষ রাতে বোবায় ধরে
আমার বাবা শপিং মলে লুকিয়ে প্রেম করে
আমি লুকোই, বাবা লুকোয়, বাবাকে আর ডাকিস না
বাবা চায়না ঘুরে বেড়াই আমি এবং তৃষ্ণা।
আমার বাবা ভীষণ বোকা রাতে বোবায় ধরে
আমার পাশে ঘুমোয় আর কেবল নড়ে চড়ে।
স্বপ্নে বাবা মিয়ামি যায় ওড়ে মরক্কোতে
ভালই হত যদি কখনো শারুখ খান হতে
ছেলেবেলায় ভাত জোটেনি, জোটেনি দুটো রুটি
বুড়ো হয়েছ দোষ ধরিনা ধরিনা বিচ্যুতি।
কিন্তু তুমি শপিং মলে কেন ডেটিং করো
যাও না দূরে ঝাউবাগানে সেখানে হাত ধরো।
কদিন বাদে যখন তুমি করবে রিটায়ার
আমার থেকে পয়সা নিও চুটিয়ে প্রেম করার।

A Powerful Combination Working for You

Morgan Stanley Smith Barney combines two of the most powerful names in wealth management to bring you global investment research and smart financial strategies that deliver thorough advice and a plan to help you preserve and grow your wealth

Please call us at our new office. Let us introduce you to the powerful combination you have working for you.

Stuart L. Gottler
Executive Director
Financial Advisor
950 East Paces Ferry Rd. NE, Suite 2700
Atlanta, GA 30326
404-365-2611
stuart.gottler@mssb.com
www.morganstanleysmithbarney.com

MorganStanley
SmithBarney

A Morgan Stanley Company

© 2010 Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC.

NY CS 6248582 BC003 04/10 GP10-00387P-N02/10

Forashine
Suhas Sengupta

Navratri & Diwali Collection
Malani Jewelers wishes you Happy Navratri
GET THE BEST TRADE-IN CASH VALUE FOR YOUR OLD JEWELRY
PROFESSIONAL ON-SITE JEWELRY REPAIRS
Saumya Tandon
ATLANTA
DALLAS
TAMPA
MALANI
WWW.MALANIJEWELERS.COM
BEST SELECTION
BEST PRICE
BEST QUALITY
|
ATLANTA ~ PH# 404.298.7811

ROSWELL ▪ ALPHARETTA ▪ CRABAPPLE ▪ CUMMING

EMERGENCY APPOINTMENTS

SAME DAY APPOINTMENT / WALK-IN WELCOME

ALPHA MEDICAL

Dhiraj A. Patel M. D. & Associates

BOARD CERTIFIED PHYSICIANS
AFF. WITH N. FULTON HOSPITAL

FAMILY PRACTICE - INTERNAL MEDICINE - GERIATRICS

Minor Emergencies • EKG • Lab in Office • Well Woman Exams • Pap Smear-Gyn • Auto Accident • Immunization • Physical • School, Pre Employment & DOT Physical • Sports Physical • Urine Drug Screening • Pulmonary Function Testing

Accepting:
Medicare • Medicaid • Most HMO/PPO Plans • Auto Insurance and Workers Compensations

ALPHARETTA MEDICAL PROFESSIONAL PARK

401 SOUTH MAIN STREET, SUITE A4
ALPHARETTA, GA 30004
www.alphamedicalonline.com

VISA MasterCard DISCOVER NOVUS AMERICAN EXPRESS

(770) 772-4044

ভূতে মারে ঢেলা

অনিল চক্রবর্ত্তী

আমি যে ঘটনার কথা লিখতে যাচ্ছি তার প্রত্যক্ষদর্শী আমি। তাই আষাঢ়ে গল্প বলে এটাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, এত বছর পার হয়ে গেছে, কত জনকে এই ঘটনার কথা বলেছি - কিন্তু বলার পর তাদের মনের বা মুখের অভিব্যাক্তিতে বুঝতে পেরেছি এর সত্যতা সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ আমি দূর করতে সক্ষম হইনি। দেখা যাক্ এই ঘটনার বিবরণ পড়ে আপনাদের কি প্রতিক্রিয়া হয়।

আমি এক আগের দিনের ব্রাক্ষ্মণ জমিদার পরিবারের ছেলে। অবশ্য ঘটনাটার সময়ে আমাদের জমিদারির অবস্থা 'নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না' গোছের। তবুও ১৯৫৪ সালের সেই ভগ্ন জমিদারির কালেও খাজনা বাদে অন্য উপার্জন ছাড়াই আমাদের আর্থিক অবস্থা ছিল মোটামুটি সচ্ছল। এই গ্রামে ব্রাক্ষ্মণ ও শিক্ষিত পরিবারের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। আশে পাশের গ্রামে জেলে, জোলা, বাগদী, কৈবর্ত্ত ও অন্যান্য নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকই ছিল বেশী। একে তো অনেক কালের জমিদার, তার ওপরে শিক্ষিত ব্রাক্ষণ পরিবার, সেই কারণে আমাদের কিছুটা প্রতাপ ছিল বলা যায়। এই সুযোগে, একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও, আমার ন'/দশ বছর বয়সের একটা অভিজ্ঞতার কথা না লিখে পারছি না। একদিন আমি আমাদের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বিকেলের পড়ন্ত রোদে আমার দীর্ঘ ছায়া সামনের রাস্তার এক পাশ থেকে আর এক পাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তাটাই প্রধান রাস্তা। হটাৎ শুনলাম হাট-ফেরৎ এক বুড়ি আমায় বলছে, বাবা ঠাকুর, পথ ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াও। আমি কিছু বুঝতে না পেরে ঘরে এসে কাকীমাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ঐ তথাকথিত নীচু জাতের বুড়ির পক্ষে ব্রাক্ষণের ছায়া মাড়ানো নাকি পাপ। বড় হয়ে এই ঘটনার কথা যখন ভাবি, মনে হয় কি আশ্চর্য্য! ওর মা ঠাকুমার কাছ থেকে শেখা সমাজের চাপানো সংস্কার ওর মনে কি এক অলিখিত অনুশাসন জারি করেছে যে এত বয়সেও তার হাত থেকে ওর নিষ্কৃতি নেই।

তখন সবে ভারত স্বাধীন হয়েছে। রাজনৈতিক পার্টি বলতে সবার পরিচিত একটাই পার্টি ছিল, তা হ'ল কংগ্রেস। এই বাড়ীতেই থাকতেন আমার এক জেঠতুতো দাদা, নাম হারাদা; তিনি ছিলেন কংগ্রেসের জেলা স্তরের নেতা। সুতরাং আশেপাশের গ্রামে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল দেখার মত। বলা যায়, কাছাকাছি তেইশটা গ্রামের মধ্যমণি ছিল আমাদের গ্রাম, লাঙ্গলবেড়িয়া, এই হারাদার কল্যাণে। কোথাও খুন বা দাঙ্গাহাঙ্গামা হ'লেই ঐ অঞ্চলের দারোগাবাবু এসে প্রথমেই হাজির হ'তেন হারাদার কাছে। আর হারাদার কথামতই সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যেত। ওকে চটাতে সবাই ভয় পেত। তখনকার অনেক কংগ্রেস নেতারই আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল, বিশেষ করে ভোটের আগে। একবার রাজ্যপালও এসেছিলেন। তাঁরা জানতেন হারাদা দলে থাকলে ওঁর সমর্থিত প্রার্থীর ভোটে জেতা নিশ্চিত। এই সুবাদে হারাদাও অনেক সুবিধা ভোগ করতেন। একবার বারুইপুরের দক্ষিণে উত্তরভাগ পাম্পিং ষ্টেশন উদ্বোধন করতে এসেছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়। হারাদাই আমাদের নিয়ে গেলেন উত্তরভাগ। খানিক বাদে হারাদা এসে বল্লেন, তোরা বিধান রায় যে চা খান সেই চা খাবি। খাব আর না, আমরা তো সেই সম্ভাবনার কথা ভেবেই পুলকিত! কিছুক্ষণ বাদে এক আর্দালী একটা ট্রে করে কয়েকটা চা নিয়ে হাজির। উঃ, সেই চায়ের স্বাদ যেন এখনও মুখে লেগে আছে! মনে আছে, তখনকার দিনে প্রায় "রিলীফ" দেওয়া হ'ত, বিশেষ করে ভোটের আগে। কখনও আমেরিকার দেওয়া পি এল্ ৪৮০ চাল, গুঁড়ো দুধ বা বিস্কুট আর কখনও বা কম্বল। এ সবই বিলি হ'ত আমাদের বাড়ী থেকে আর আমরা ছোটরা হাত মেলাতাম বড়দের সঙ্গে। কাতারে কাতারে লোক আসত সব গ্রাম থেকে - যাবার সময় তারা শুনে যেত হারাদার কথা, অমুককে ভোট দিবি, ভুল যেন না হয়। আমার এই কাহিনীতে হারাদার এক মুখ্য ভূমিকা আছে। তাই ওঁকে নিয়ে এত বাগাড়ম্বর করতে হ'ল।

আমি যখনকার কথা বলছি, সেই সময়ে বাড়ী ভর্ত্তি লোক - আমাদের অনেক শরিকের বংশধরেরা বাড়ির এক এক অংশ জুড়ে বাস করত। সবারই হেঁশেল আলাদা - কিন্তু আমরা বেশ মিলেমিশেই থাকতাম বলা যায়। আমার মনে পড়ে সেইসময় সবশুদ্ধ একান্ন জন একসঙ্গে থাকতাম প্রায় দুবিঘে জমি নিয়ে তৈরী করা এই বাড়ীতে। বাড়ীর চারদিকে অনেক জমিজমা। বেশীর ভাগই ছিল, আম, কাঁঠাল, বাতাবী লেবু ইত্যাদি ফলের গাছে ভর্ত্তি। বেশ কয়েকটা পুকুরও ছিল যা

আমাদের মাছের ও স্নানের প্রয়োজন মেটাত। যে সব শরিক কলকাতা বা বাইরে থাকত, তারা বছরে একবার এসে গাছগুলো ইজারা দিয়ে টাকা পকেটস্থ করে যে যার ডেরায় ফিরে যেত, বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণের জমিটা ছাড়া - তার মালিকদের বহুদিন ওখানে পা পড়েনি। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, আমাদের এক জেঠতুতো দাদা, যার একটা মুদীর দোকানও ছিল, নানারকম ফল গাছে ভরা ঐ জমিটার সদ্ব্যবহার করছিলেন পুরোমাত্রায়। তাতেও খুশী না হয়ে, তিনি মালিকানার প্রমাণ স্বরূপ জমির সব গাছ কেটে ফেলে জমির ওপর নিজের স্বত্ব পুরোপুরি কায়েম করতে মনস্থ করলেন। জমিটায় ঢোকার মুখে ছিল অসংখ্য লতাপাতায় ঘেরা একটা ছোট আমগাছ। তাতে আমের সময় অনেক আম ফলত। গাছটাকে আমরা জানতাম সত্যবুড়োর গাছ বলে। বড়দের মুখে শুনেছি, সত্যবুড়ো ছিল আমাদেরই এক দূর সর্ম্পকের আত্মীয় - তাঁর শ্রাদ্ধাদি ঠিকমত করা হয়নি বলে তাঁর অতৃপ্ত আত্মা নাকি ওই গাছটায় অবস্থান করতেন। আমাদের এই ধারণা এত বদ্ধ ছিল যে গ্রীষ্মকালে আম কুড়োনোর নেশায় পেয়ে বসলেও ওই গাছের দিকে কেউই মাড়াতাম না। ভূতের ভয় আর কাকে বলে!

আমাদের এই বাড়ীটা দু'শ বছরের বেশী পুরোনো। এই লেখায় বাড়ীটার আর্কিটেকচারের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আপনাদের বোঝানোর সুবিধার জন্য একটা স্কেচ দিতে পারলে ভাল হ'ত। তার অভাবে বাড়ীর প্রতি অংশের যথাযথ বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। আমি জানি তার সঙ্গে কল্পনার মিশেল দিয়ে আপনারা বাড়ীটার একটা পরিষ্কার ছবি আপনাদের মনের পর্দায় গড়ে তুলতে পারবেন। তা হ'লেই হয়ত ঘটনাটার অলৌকিকতা বিশ্বাসযোগ্য হবে।

পুরোনো দিনের জমিদার বাড়ীর মত আমাদের বাড়ীতেও ছিল দুটো মহল - সদর ও অন্দর। বাড়ীর সামনের যাতায়াতের রাস্তাটাকে বলা হ'ত সদর রাস্তা, যেটা একদিকে চলে গেছে হাট ছাড়িয়ে বারুইপুরের দিকে আর একদিকে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলোর দিকে। সেই রাস্তা থেকে আমাদের বাড়ীতে ঢোকার জন্য ছিল দুপাল্লা এক বিরাট কাঠের দরজা। ঢোকার পরই দরজার দু পাশে দুটো টানা বারান্দা। বারান্দার দু পাশেই সারি সারি ঘর। ডানদিকের বারান্দা দিয়ে একটু গেলেই দোতলার ঘরের ও তিনতলার ছাদে যাবার সিঁড়ি। এই সিঁড়ির তিন তলার মাথায় একটা ছোট ঘর ছিল যাকে আমরা বলতাম চিলেকোঠার ঘর। ঢোকার রাস্তায় বারান্দার চৌহদ্দি পার হয়ে এলে পড়বে সদরের উঠোন যার ডানদিকে আঠারোটা সিঁড়ির পর হচ্ছে ঠাকুর দালান। আর বাঁ দিকে একতলার সারি সারি ঘর। আমার অনুমান উঠোনটা দৈর্ঘে প্রস্থে হবে পঞ্চাশ ফুট। সেটা পার হলে ডানদিকে পাওয়া যাবে দোতলায় ওঠার আর একটা সিঁড়ি। এই সিঁড়ির ওপরে ডানদিকে আমাদের দৈনিক পূজার ঠাকুরঘর ও বাঁদিকে পশ্চিমের দালান। সদর মহলের দোতলায় তিনদিক জুড়েই চওড়া বারান্দা এবং বারান্দার পেছনে সারি সারি ঘর। তিনতলায় এই ঘর গুলোর ওপরে খোলা ছাদ - গরমের দিনে সবাই মিলে এখানে শোয়ার আনন্দ আমি এখনও ভুলতে পারি নি। তিনতলার ছাদে ওঠার দুটো রাস্তা, এক চিলেকোঠার দিক দিয়ে আর এক পশ্চিম দিকের ঠাকুরঘরের পেছনের ঘরের ভেতরের একটা সিঁড়ি দিয়ে।

সদর ও অন্দর মহলের মধ্যে যোগাযোগের রাস্তায় দুটো বিশাল আর্চ ওপরের ঘর গুলোর ভার বহন করছে। সেগুলোর তলা দিয়ে গিয়ে প্যাসেজ পড়েছে অন্দর মহলের উঠোনে যার তিন দিক ঘিরে আবার ওপর নীচের এক সারি ঘর। অন্দর মহলের দক্ষিনের দোতলার ঘরগুলোয় যাবার জন্য একেবারে পাশাপাশি দুটো সিঁড়ি উঠে গেছে, শরিকি ঝগড়ার নিদর্শন আর কি! বাঁদিকেরটা গেছে হারাদার ঘরের দিকে আর ডানদিকেরটা, ওঁর সৎমার ঘরের দিকে। হারাদার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা একটা যাতায়াতের করিডর সংলগ্ন দুটো শোবার ঘরে যাওয়া যায়। শোবার ঘরের বাইরে, বাড়ীর পিছন দিকে, তিন ফুট উঁচু ইঁটের পাঁচিল ঘেরা পাঁচ ফুট চওড়া ও কুড়ি ফুট লম্বা এক বারান্দা, বোঝার সুবিধার জন্য যাকে আমি বলব, দক্ষিণের বারান্দা। এই ঘটনায় এই বারান্দা আর সদর মহলের পশ্চিমের দালানের কথা মাঝে মাঝে উঠে আসবে।

আমরা দু' ভাই তখন পড়তাম আবাসিক কলেজ বেলুড় বিদ্যামন্দিরে। এক শুক্রবারে বিকেলের দিকে বাড়ীতে পা ফেলেই সারা বাড়ী জুড়ে একটা অস্বস্তিকর গা ছমছমে ভাব অনুভব করলাম। সকলের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম জবরদখলদারী আমাদের সেই জেঠতুতো দাদা আমাদের কাকার বারণ সত্বেও সত্যবুড়োর গাছটাও আগের দিন কেটে ফেলেছে। সেই জন্য এক অজানা আশঙ্কায় সকলে প্রহর গুনছে। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই হটাৎ একটা আধলা ইঁট পড়ল হারাদার সিঁড়িতে। প্রথমে সেটাকে কেউ বেশী মনোযোগ দেয়নি। তারপর কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই চলল ইঁট পড়া, কখনো একটা, কখন দু'টো। তখন সিঁড়িটা দিয়ে ওঠানামা শুরু হয়েছে। সবাই লক্ষ্য করল, ইঁট পড়ার বিরাম নেই - কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল কখনও কারও গায়ে লাগছে না। রাত একটু বাড়তে আর হারাদা কলকাতার অফিস থেকে ফেরার পর থেকেই ওঁর দক্ষিণের বারান্দাতেও ইঁট পড়া শুরু হ'ল। বলা বাহুল্য, তখন গ্রামে ইলেকট্রিসিটি পৌঁছোয় নি। ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বেলেই কাজ চলত। হারাদার সামনের সিঁড়ি আর পেছনের বারান্দায় ইঁট পড়েই চলেছে, কিন্তু তখনও কারও মনে তত ভয় ধরে নি। রাত্রি দ'শটায় দোকান বন্ধ হওয়ার পর আমাদের এই ডাকসাইটে মুদী দাদা তার দোকানের হ্যাজাক লণ্ঠনটা, হারিকেনের তুলনায় যার জৌলুশ অনেক বেশী, বারান্দায় রেখে এসে বসলেন, মুখে এক অবিশ্বাসের চাপা হাসি। আমরাও সকলে মিলে সেখানে ভিড় করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরম্ভ হ'ল একটু ঘন ঘন ইঁট পড়া। অত লোক ভিড় করেছে ওই ছোট বারান্দায়, অথচ কারও গায়ে লাগছে না, সে ব্যাপারটাই সবাইকে ভাবিয়ে তুলল। আমার মধ্যে তখন এই ধাঁধার সমাধানের জন্য প্রফেসর শঙ্কুর মত নানারকম চিন্তা খেলে যাচ্ছে। ভাবছি, বারান্দায় ইঁট ফেলার তিনটেই সম্ভাবনা আছে। একটা হচ্ছে নীচ থেকে ছোঁড়া; সে ক্ষেত্রে ইঁটটা আসবে প্যারাবোলিক প্রজেক্টাইলের মত, তিন ফুট উঁচু দেয়াল টপকে এলে একটা দুটো তো লাগবে পেছনের দেওয়ালে। কিন্তু তা তো দূরের কথা, পড়ছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেদের মাঝে, কাউকে না ছুঁয়েই। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হ'ল, বারান্দার কিছু দূরেই বেশ বড়সড় যে নারকেল গাছ দুটো বারান্দার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, সেখান থেকে ছোঁড়া। আর তৃতীয় হ'ল, তিনতলার খোলা ছাদ থেকে ফেলা। হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোয় লক্ষ্য

করলাম, ইঁটগুলো পড়ে কিন্তু একদম গড়াচ্ছে না, আর দৃশ্যমান হচ্ছে ঠিক একফুট উঁচু থেকে। এ দুটো আপাত অসম্ভব পড়ার ধরণের জন্য কোন ভাবেই ইঁট পড়ার কারণটা বুঝতে পারলাম না। এই নিয়ে সবাই যখন জল্পনা কল্পনা করছি, যেমন হটাৎ শুরু হয়েছিল, ঠিক সেইরকম হটাৎই বন্ধ হয়ে গেল ইঁট পড়া। ভুতেরও তো ঘুম পেতে পারে, কিনা বলুন! কিংবা তিনি যেই হোন, তিনি খুব সুবিবেচক। সারা দিনের পর আমাদেরও তো ঘুম পেতে পারে। যতই যাই হোক্, আমাদের অনেক কালের আত্মীয় তো বটে। আমাদের জেঠতুতো দাদার মুখ দেখলাম গম্ভীর হয়ে গেছে, অবিশ্বাসের সেই মুচকি হাসিটার রেশমাত্র আর দেখা যাচ্ছে না। আমাদের কাকা কিন্তু দৃঢ় নিশ্চয় যে এটা সত্যবুড়োর কান্ড।

পরের দিন তো গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি গেল ক্রমে। হারাদার অধিনায়কত্বে কৌতুহলী গ্রামবাসিদের তিনভাগে ভাগ করা হ'ল। একদল আগের রাতের পড়া সব ইঁট সদর দালানে জড় করে তার চৌকিদারির ব্যবস্থা করল। যেইই কাজটা করুক, ইঁট তো তার চাই। দুজনকে দুটো নারকেল গাছের মাথায় চড়িয়ে দেওয়া হ'ল। আর হারিকেন লন্ঠন নিয়ে আর দুজনকে পাঠানো হ'ল তিনতলার ছাদে। আমরা মোটামুটি নিশ্চিন্ত হ'লাম, সন্ধেবেলা আর কোন অঘটন ঘটবে না। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই আবার শুরু হল ইঁট পড়া - এবার একটু বেশী ঘন ঘন। আমাদের বাড়ীর বাইরের দিকে একটা ঘর ছিল যেখানে অজানা অচেনা সবাইকে আশ্রয় দেওয়া হ'ত, সে এক দিনের জন্য হোক্ বা এক মাসের জন্য। সেই সময় দক্ষিণ ভারতীয় এক বুড়ি এসে বেশ কয়েকদিন ধরে ছিল ওই ঘরটায়। গ্রামবাসীর কারও মনে হ'ল হয়ত ওই বুড়িই তুক করে এই সব ঘটাচ্ছে। আঁচলে ছাগল নাদি বেঁধে দিলে নাকি তুক আর খাটে না। যেমন বলা, তেমনি কাজ। একজন গিয়ে জোর করে তার আঁচলে বেঁধে দিল এক মুঠো ছাগল নাদি। সে তো আমাদের ভাষা বোঝে না, আমরাও বুঝি না তার। মূক চোখের জলে শুধু তার বুক ভেসে যেতে লাগল। কিন্তু তাতেও মিটল না সমস্যা। ঘন্টা খানেক চলার পর ইঁট পড়া আপনি বন্ধ হ'ল। কিন্তু পড়ার কারণটা রয়ে গেল অজানা। সেই রাত থেকে ভূতের ভয় কাকে বলে তা মরমে মরমে বুঝতে পারলাম। একা একা এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে গেলে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠছিল, যদিও মুখে দকউ সেটা স্বীকার করছিল না। কম্বলে মাথা মুড়ি দিয়ে শুলেও সে ভয় যেন কিছুতেই যাচ্ছিল না।

পরের দিন রবিবারের ছুটির দিন বলে আরও অনেক লোক জড় হ'ল। রাতের প্রস্তুতির জন্য পাহারাদারের বদল হ'ল। কিন্তু সেদিন কি এক অকারণে সন্ধের অন্ধকার নামার আগেই হারাদার সিঁড়িতে ইঁট পড়া দিয়ে খেলা শুরু হ'য়ে গেল। বাড়ীর যে পশ্চিমের বারান্দার কথা আগে বলেছি সেখানে তখন আমরা কয়েকজন জড় হয়েছি আমাদের বোন রিণার করা চায়ের জন্য। হটাৎ হারাদার বারান্দায় এক অস্বাভাবিক বড় ইঁট পড়ার খবর শুনে সবাই ছুটল সেদিকে। মুহূর্ত্তের মধ্যে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল, শুধু আমি আর রিণা রইলাম পিছিয়ে। আমি লক্ষ্য করলাম হটাৎ একা হয়ে যাওয়ায় ভয়ে রিণার হাত থেকে একটা কাপ পড়ে ঠিক দু টুকরো ভাগ হয়ে গেল। আমি যে মুহূর্ত্তে তিন সারি ঘর আর একটা করিডর পেরিয়ে হারাদার বারান্দায় পৌঁছলাম, দেখি ওই ভাঙা কাপের এক টুকরো এসে পড়ল ওই বারান্দায়, তখনও তাতে চা লাগা। আমি আর রিণা ছাড়া কাপ ভাঁঙার সময় আর তো কেউ সেখানে ছিল না। তাহলে কি করে এত অল্প সময়ের মধ্যে কাপের টুকরোটা বারান্দায় পড়ল, তাও একেবারে অক্ষত অবস্থায়! আমার মনে হ'ল কাকা ঠিকই বলেছেন, সবটাই সত্যবুড়োর কাণ্ড। সে দিন থেকে আমি ভূতের অস্তিত্ব এবং তারা যে অপকাজ করতে পারে সে সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছি। এর সমর্থন পেলাম নিরদবরনের লেখা শ্রীঅরবিন্দের জীবনী, Sri Arabindo for all ages বইতে। একসময় ওঁদের পণ্ডীচেরির আশ্রমে বেশ কয়েকদিন ধরে ঢিল পড়ে। জানা গেল ওদের এক পরিচারক রাগের বশে কোন এক black magic জানা লোকের মাধ্যমে এটা ঘটিয়েছে। এখানেও ঢিল গুলোর পড়া শুরু হ'ত সন্ধের পর আর সেগুলোকে দেখা যেত ঠিক কয়েক ফুট উঁচু থেকে। শেষে ওঁর মন্ত্রশিষ্যা Mother যৌগিক শক্তি দিয়ে জানতে পারলেন কোন প্রেতাত্মারা এ কাজ করছে এবং তাঁর নির্দেশেই সেটা বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও সমস্ত ঘটনাটার সাক্ষী ছিলেন। পরে সন্দিগ্ধ প্রশ্নের উত্তরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত ভঙ্গীতে Hamlet এর সেই বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt in your philosophy.

পরের দিন তো আমরা দু ভাই বেলুড়ে ফিরে গেলাম। পরে শুনেছি, কাকার নির্দেশে হারাদা ও বাড়ীর আরও কয়েকজন মিলে আমাদের গ্রামের থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা কালী মন্দিরে গেলেন। ওরা যখন মন্দিরে পৌঁছোলেন, দেখলেন যে একটি মেয়ের "ভর" হয়েছে। এই অবস্থায় তাকে প্রশ্ন করাতে, সকলকে অবাক করে, সে আমাদের বাড়ীর সব ঘটনা আনুপুর্বিক বলে গেলো এবং এটা যে সত্যবুড়োর কান্ড সেকথাও জানিয়ে দিল। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, যে অনেক দূরের এই গ্রামে আমাদের বাড়ীর ইঁট পড়ার খবর পৌঁছোনোর সম্ভাবনা খুবই বিরল। তা ছাড়া গাছ কাটা থেকে শুরু করে এই তিন দিনের ঘটনা এত নিখুঁত ভাবে ওই ভরে-পাওয়া মেয়েটি বলে গেল যে আমাদের বাড়ীর সকলের মনে আর কোন সন্দেহই রইলো না যে এটা সত্যবুড়োর কান্ড। মেয়েটি জানালো মা কালীর কাছে ওর পিণ্ডদান করার প্রতিশ্রুতি দিলে সে আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। হারাদা সেটা করতে শুধু রাজীই হলেন না, কয়েক মাসের মধ্যে গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দান করে এলেন। সেই রাত থেকেই ইঁট পড়া চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।

আমি জানি না এ ঘটনা শুনে ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কোন প্রত্যয় জন্মালো কি না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার চাক্ষুষ দেখা বলে আমার মনে কোন সংশয় নেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়ে গেল। তিনি শেষ জীবনে পরলোকের আত্মার সঙ্গে প্ল্যানচেট্ ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যপারে অবিশ্বাসী ঘনিষ্ঠ একজনের প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছিলেন, কোন কিছু চোখের বাইরে গেছেই বলে যে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে তা ভাবা ভুল। আমারও তাই দৃঢ় ধারণা।

ছবি: আত্রেয়ী সরকার (বয়স ১২)

Healthcare Now for All

A. N. 'Shen' Sengupta

Let us not get lost in the quagmire created by the multitude of players and options and the most intricate costing systems in the field of providing healthcare. Let us instead attempt to go to the basics and see if we can come up with some easy-to-comprehend and easy-to-achieve solutions.

Some say that Healthcare is no one's birthright. Perhaps. But the Constitution protects our right to Life, Liberty and the pursuit of Happiness. Wouldn't Health be virtually synonymous with Life? How can there be Life if there is no Health? In fact one can stretch the point with a good bit of justification that even Liberty and Happiness would be unattainable if there is no Health. Thus Healthcare is indeed a birthright or in the least, the most fundamental right for independence. It cannot be treated like a commodity which one trades for profit, much like air-to-breathe and water to-drink cannot be treated as for-profit commodities.

Health is easy to take care of if we do not abuse our body and mind. We have gotten used to the misguided concept that we can go on abusing ourselves and that someone else, namely a doctor, can undo the effects of abuse. And further, to make things even easier, we can ourselves pop one or more pills to solve any and all of our health problems. Alas, a doctor or a pill can often provide temporary relief. But, unless the underlying cause, the self-inflicted abuse of our body and mind, is taken care of, the problem will crop up again and again. A doctor or a pill can indeed help, but only after we have done our best to stay healthy.

To take good care of our health all we need to do is (1) to remain physically and mentally active, (2) to consume optimal quantity of only what is good for our mind and body, (3) to studiously avoid consuming what is harmful, and (4) to have enough rest so that our body and mind can start anew each day. We can do it. And we do not need anyone else to prop us up, until and unless we have put the best foot forward ourselves. It is that simple. It is that simple. And it is that simple.

To remain physically and mentally active all we need to do is to move for about an hour a day and engage our mind actively for another hour. We should exercise not only our muscles but also our internal organs and our mind. No strenuous activity or sweating is necessary. In fact 'easy does it' better on our joints and nerves. We should eat and drink, optimally, food which comes from nature, as opposed to the processed kind, and stress mostly fruits, vegetables, whole grains, nuts and seeds, for which the human physiology is most suited. We should shun smoking, avoid excessive drinking, and sugar, salt and saturated fats and also harmful cooking methods, like grilling and frying.

This is not an exhaustive list of do's and don'ts. But what has been just said should give a starting picture of the way to go. Is it easy to do? Yes, it is. In fact, once one gears up to doing it without procrastinating, it becomes very easy. Experience tells us that thereafter one misses not doing the right thing.

If one follows above principles, there is a very good chance that some of the most feared health problems will go away automatically. Obesity, cancer, diabetes, heart-disease, stroke, Alzheimer's disease, and more, may become a thing of the past. The great reason for hope is that being healthy could take as little as three months and as much as one year, in most cases. If it sounds too simple, it is because it is simple. We have become so used to the prevalence of these deadly diseases that we cannot think of a situation in which we are largely free from them and that too without having to depend on anyone else or popping pills and without having to go broke to pay for Healthcare.

There is an unfortunate tendency to portray all non-allopathic medicine as quackery at the worst and 'alternative medicine' at best, and that too with accompanying dire warnings of one kind or another. Yet, progressively people in general and even many MDs are accepting the beneficial effects of Yoga, Meditation, Tai-Chi, Acupuncture , Ayurveda (which incorporates some of the aforesaid) and other medical systems, which unlike the failed Vioxx etc. have been tested and retested over at least 5000 years. The main reason for this tendency is quite obviously the fear among the for-profit interests that people will lean towards the so-called 'alternative medicine'. This same fear-mongering tendency is evident in labeling systems of other countries, including even Canada and U.K., as failures. The ultimate loser is the general public.

If the majority of people are healthy then there is a significant reduction in the demand for Healthcare. That is the surest and least painful way to bring down the cost. Will such a situation create havoc for the Health-for-profit industry? Indeed not. First of all there is a great shortage of well-qualified medical personnel, not only in USA but world over. Secondly, there should be a turn toward producing health-giving products and educating people about good health practices. It is inconceivable that a healthy population living in a health-giving environment will not bring more prosperity than an unhealthy one. It has been said at the outset that we have to be free from the quagmire of the present intricate costing system. One can indeed work out a favorable cost-benefit scenario if one takes into consideration, not only the tangibles but also the intangibles, such as Happiness.

The best Healthcare is when there is no need for Care.

পাল্টি ঘর

পরাশর শরমা

জন্মাবার ছদিনের মাথায় যেদিন মা ষষ্ঠী চুপিসাড়ে এসে নবজাত শিশুর কপালে লিখে দিয়ে যান শিশু বড় হলে কি হবে সেই দিনই গ্রামের বাড়ীতে এক সাধুর আগমন। নবজাত নাতির সাধু সাধু মুখটা দেখে ঠাকুমা নাম রাখলেন সাধুচরন। হায় রে কপাল! তখন কি ঠাকুমা জানতেন যে মা ষষ্ঠী কি লিখে গেছেন। সময় কালে সাধুচরন হল একটা চোর। চোর হলেও পদে ছিল। হল একটা ছিঁচকে চোর। রাজশেখর বসু কিংবা সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে জিজ্ঞাসা করা যেত চোর আর ছিঁচকে চোরের তফাৎ কি? ওনারা যখন নেই তখন ধরে নেওয়া যাক যে সব চোরেরা ছোট খাট চুরি করে তার মানে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে তারাই হচ্ছে ছিঁচকে চোর। সাধুচরনের শুরুটা ভালই হয়ে ছিল। আরামবাগ হাটে একদিন এক ব্যাপারির তরমুজ চুরি করতে গিয়ে কালু মিঞার চোখে পড়ল।

কি রে ব্যাটা , কতদিন এ লাইনে? কাজ দেখে মনে হচ্ছে কিছুই শিখিস নি।

কালু মিঞা কে সবাই জানে। এ লাইনে নাম্বার ওয়ান। তবে নিজে কিছু করে না। তিন সাকরেদ দিয়ে কাজ করায়। কন্সালটেন্সি ফি টাকায় চার আনা। মানে চুরির সিকি ভাগ।

পায়ে হাত দিয়ে সাধু নমস্কার করে বলল, ওস্তাদ একটু যদি শিখিয়ে পড়িয়ে নাও।

কালু ভাবল এরিয়া বেড়ে গেছে। বেঁটে গোবিন্দ, ছোটকা আর চল্লু পেরে উঠছে না। নূতন নূতন বাড়ী হচ্ছে, অফিস হচ্ছে আর একটা হেলপিং হ্যান্ড হলে ভাল হত।

ঠিক আছে দেখা করিস পরে। এরকম কাঁচা কাজ করিস না।
সাধু ভাবল যাক তাহলে ভাগ্যটা খুলল। কালু ওস্তাদ সব হাতে কলমে শেখাবে। আওয়াজ না করে জানালার গ্রিল কাটা, ব্রিটিশ আমলের আয়রন শেফ খোলা, এখনকার কম্বিনেশন লক খোলা। আর দেখে কে?

স্বপ্ন দেখতে শুরু করল ও একদিন কালু ওস্তাদ হবে। কিন্তু ঐ মা ষষ্ঠী লিখে দিয়ে গেছেন ছিঁচকে চোর। সেটা কে খন্ডাবে? দু একটা অপারেশনে গিয়ে সাধু ভালই ঝোলাল। দু দুবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। একবার ছোটকা আর একবার বেঁটে গোবিন্দ কোনক্রমে বাঁচায়। কালু ওস্তাদের কাছে রির্পোট গেল।

কালু বলল, তোর দ্বারা এসব হাই লেভেলের কাজ হবে না। তুই হাট থেকে তরমুজ আর লোকের বাগান থেকে চাল কুমড়ো চুরি করিস। কালু ওকে তাড়িয়ে দিল দল থেকে। মনের এই দুঃখটা সাধু ভুলতে পারল না কোনদিন। তবে সাধুচরনের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই সে একটা চোর। চেহারাটা ছিল একেবারে গোবেচারা ভাল মানুষ। কথাবার্তায় বিনয়ে অবতার। মাথা হেঁট করে হাত জোড় করে সবার সঙ্গে কথাবার্তা। ধর্মপ্রাণ। কীর্তন আসরে খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন।

এহেন লোক যে একটা চোর সেটা ভাবাই যায় না। তবে গ্রামের লোকেরা ওকে গ্রাম ছাড়া করে নি কেন? কারণ সাধুচোর কোনদিন নিজের গ্রামে চুরি করে নি। ওর অতি বড় শত্রু বলতে পারবে না যে সাধুচোর নিজের গ্রামে চুরি করেছে। কালক্রমে সাধুচরনের খ্যাতির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আর নামটাও ছোট হয়ে হল সাধুচোর। আরামবাগ সাব ডিভিশনের আওতায় এই গোবিন্দপুর গ্রাম। থানার মেজবাবু খয়ের খানের আন্ডারে এই গ্রাম। না না খয়ের খান কোন আফগানি বা মুলতানি মুসলমান নন। হাটের বাজারের পানের দোকান থেকে বিনা পয়সায় পান খাবার সময় অনেকটা খয়ের চান। তাই পেছনে লোকে বলে খয়ের খান। এই খয়ের খান আসেন গ্রাম পরিদর্শনে। মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায় সাধুচোরের সঙ্গে। দেখা হলেই বলেন - সাধু তোর নামে খবর আছে।

শোনামাত্র সাধু হাত জোড় করে বলে - কি যে বলেন হুজুর। আমার মত লগন্য নোকের আবার খপর।

আর বিনয় করতে হবে না। ব্যাটা চোর। যেদিন তোকে হাতেনাতে ধরব সেদিন তোকে পিটিয়ে ছাতু করব।

মুখ নিচু করে সাধু মুচকে মুচকে হাসে আর মনে মনে বলে তোর বাপের সাধ্য নেই আমাকে ধরার। এক সময়ে আমি ছিলাম কালু মিঞার চেলা।

বছর পঁচিশ বয়েস হতেই ঠাকুমা বলল - ও সাধু এবার একটা বে থা কর। কবে বলতে কবে মরে যাব। নাত বৌয়ের আর মুখ দেখা হবে না। সময় যে হয়ে এল আমার।

আমাকে কে মেয়ে দেবে বল?

কেন দেবে না? তোর এ গ্রামে একটু আধটু বদনাম আছে। তাতে কি? আমরা অন্য গ্রাম থেকে মেয়ে নিয়ে আসব। তুই আর অমত করিস নি বাবা।

সাধু সুবোধ বালকের মত ঘাড় নাড়ল। ঠাকুমা কথা বলে বসে ছিল না। মাস তিনেকের মধ্যে মেয়ে পাওয়া গেল। পাশের পাশের গ্রাম হোতলপুরের বিষ্টু মালের মেয়ে জবা। জবার ভাই নিমাইচাঁদ এসে দেনাপাওনা দিনক্ষন সব ঠিক করে গেল। বিষ্টু একবার নিমাইকে জিজ্ঞাসা করেছিল কি রে কেমন ঘর? খাওয়াতে পারবে তো?

ভাবনার কিছু নেই সব দেখে এসেছি, নিমাইচাঁদের উত্তর।

বিষ্টু বুঝতে না পেরে বলল, দেখিস বাবা।

যথা সময়ে সাধুর বিয়ে হল। গরুর গাড়ীতে করে, পাঞ্জাবী পরে, হাতে "সুখে থাক" লেখা টিনের তোরঙ্গ আর লাল শাড়ি পরা জবাকে নিয়ে গ্রামে ফিরল সাধু।

বেশ জাঁকজমক করেই বৌভাত করল সাধু। গ্রামের ছেলের বৌভাত। নেমতন্ন লাগে না। গ্রাম ঝেঁটিয়ে এল সব বৌভাত খেতে। বাড়ীর সামনে ত্রিপল খাটিয়ে লাল শালু দিয়ে রীতিমত প্যান্ডেল। চটের থলের লম্বা আসন আর তার সামনে শালপাতার থালা। সারি দিয়ে সব বৌভাত খেল গ্রামের লোকেরা। মেনুও বেশ জোরদার। ভাত, কলাইএর ডাল, পাট শাক ভাজা, মূলো আলু আর বেগুন দিয়ে লাবড়া, টমাটোর চাটনি। এখানেই শেষ নয়। সঙ্গে বোঁদে আর পাতলা দই। সবশেষে পান। লোকের আর শেষ নেই। রাত দুটো নাগাদ কয়েকজন বলল - সাধু আজ তোর ফুলশয্যা। বৌএর কাছে যা। আমরা এদিকটা ম্যানেজ করে নেব। এই খাওয়া দাওয়া শেষ হতে রাত ভোর হয়ে যাবে।

সাধুর মনটাও চনমন করছিল আনেকক্ষন ধরে। বলা মাত্রই পা বাড়াল ঘরের দিকে। ভেবেছিল সিনেমার মত ফুল ছড়ানো খাটে লজ্জা লজ্জা মুখে বসে থাকা বৌকে এসে দেখবে। ঘরে গিয়ে দেখল কোথায় বৌ। নূতন বৌ আবার গেল কোথায়? হয়ত মজা করে কেউ ওকে পাশের ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। ফুলশয্যার দিন যেমন হয়। কিংবা হয়ত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে খাল ধারে বসেছে। গ্রামে তো আর সেপটিক পায়খানা নেই। এদিকে শালাবাবুকেও দেখতে পাচ্ছে না। ওটা হয়ত কারো খেজুর গাছে উঠে রস পাড়ছে। পরে তাড়ি করে টানবে বলে। ব্যাটা এক নম্বরের তাড়িখোর। গুনের আর শেষ নেই। বৌ যে কোন সময়ে আসবে এই ভেবে শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিল। সারা দিনের ক্লান্তিতে ওর ফুলশয্যা মাথায় উঠল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল জানতেই পারল না। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন রীতিমত সকাল। দেখে পাশে নূতন বৌ গুটিসুটি মেরে ঘুমচ্ছে। জবা কে উঠতে দেখে সাধু বলল, আমাদের ফুলশয্যাটা জলে গেল।

কতবার ধাক্কা দিলুম দেখি ভোঁসভোঁস করে ঘুমোচ্ছ। তোমার কত মুরোদ জানা আছে।

সাধু বুঝল এ মিনমিনে বৌ নয়। মুখের তোড় আছে। বেলা একটু বাড়তেই গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। কাল রাত্রে অন্তত দশটা বাড়ীতে চুরি হয়েছে। যখন সবাই সাধুর বাড়ীতে বৌভাত খাচ্ছিল সেই সুযোগে কেউ কাজ সেরেছে। সাধু নিজের গ্রামে কখনও চুরি করে না তার উপর ওর ছিল ফুলশয্যা। তাই ও সন্দেহের বাহিরে। খবর পেয়ে থানার মেজবাবু খয়ের খান এলেন সরজমিন তদন্তে। এসেই সটান সাধুর বাড়ী।

কি রে সাধু খুব খেল দেখালি। কোথায় মালগুলো রেখেছিস বল। কাছেই ছিল সাধুর ঠাকুমা। শুনেই দারোগা বাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।
ও ভাল মানুষের ছেলে। চোর ধরতে না পেরে আমার নাতিকে নিয়ে টানাটানি। ওর দুদিন হল বে হয়েছে। কাল ছিল ফুলশয্যে। সারারাত বাড়ী ভর্তি নোকজন। ও কখন চুরিটা করল শুনি? যাক বাছা ভালদিনে আমাদের বাড়ীতে এসেছ একটু বোঁদে আর দই খেয়ে যাও। অনেক বেঁচেছে।

সুবিধা হবে না দেখে দারোগাবাবু মানে মানে কেটে পড়ল। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেল। যতদিন যায় ঠাকুমার চাপ বাড়তে থাকে।

ওরে ও সাধু। কবে একটা ছেলেপুলের মুখ দেখাবি। আমার ঘাটে যাবার পর?

সাধুর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। জবার পেটে বাচ্ছা এল। ঠাকুমা তো আহ্লাদে আটখানা। একটা কাজের কাজ করেছে ওর সাধু। বংশটা তাহলে রক্ষে হল। একদিন খেতে বসে সাধু দেখল জবা একটা ফুলকাটা কাঁসার থালায় ভাত আর একটা কাঁসার গেলাসে জল দিল। থালা গেলাসটা কেমন চেনা চেনা মনে হল। থালা গেলাসটা অনেকদিন দেখেনি। কোন রকমে খাওয়া শেষ করে থালাটা উল্টে দেখল নীচে লেখা কনকচাঁপা। আরে এটা ওর বোন খেঁদি ওরফে কনকচাঁপার বিয়ের বাসন। ওর বিয়েতে যৌতুক দেওয়া হয়েছিল এবাড়ী থেকে। এগুলো তো ওর শ্বশুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাধুর কেমন যেন সন্দেহ হল।

এ বাসন কোথা থেকে এল?

জবা লজ্জা লজ্জা মুখে বলল, তোমার বোনের বাড়ী থেকে।

তার মানে?

আমাদের বৌভাতের দিন আমি একা একা বসে ছিলাম ঘরে। কেউ ছিল না। তুমি তো লোকজন নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। তখন তোমার শালাবাবু এসে বলল চল খুকি। বসে থেকে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। একটু

হাতের কাজ সেরে নেওয়া যাক।

তার মানে ফুলশয্যার রাতে তুমি আর নিমাইচাঁদ লোকের বাড়ী সাফাই করেছ। তার উপর আমার বোনের বাড়ীতে সাফাই।

কি করব বল? অন্ধকারে বাড়ী ঠাওর করতে পারিনি। এত আর কোলকাতা শহর নয় যে বাড়ীর গায়ে নম্বর আর রাস্তার নাম লেখা থাকবে।

তা বলে আমার বোনের বাড়ীতে চুরি।

রাগ করছ কেন? একদিন কায়দা করে ফেরত দিয়ে আসব।

আর ফেরত দিতে হবে না। ছিঃ ছিঃ।

ছিঃ ছিঃ করছ কেন? আমরা তো তোমাদের পাল্টি ঘর। তুমি জানতে না?
সাধুর রাগ তখন চরমে।

এবার আমি জানাচ্ছি। একদিন শ্বশুর বাড়ীতে সিঁদ কাটব।

আ মরণ! মিনসের কথার কোন ছিরি নেই। বলে কিনা শ্বশুর বাড়ীতে সিঁদ কাটব। ওটা আমার বাপের বাড়ী না।

রাজার লংকাগাছ

দিয়া দত্ত
এথেন্স, জর্জিয়া, বয়স ৬

রাজার বাগানে অনেক গাছ, অনেক ফুল। গাছেরা অনেক ভেজিটেবল দেয়। তবে রাজার সব থেকে প্রিয় এক লংকাগাছ - যা এত অন্যরকম লংকা দেয় যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন বৃষ্টি হয় না তখন গাছটা মরে যায়। আবার যখন বৃষ্টি পড়ে তখন গাছটা বেঁচে ওঠে, লংকা হয়। তাই যে মাসে বৃষ্টি হয় না, তখন লংকা হয় না। রাজার খুব দুঃখ হয় ঐ লংকা খেতে পারে না বলে। বৃষ্টি না পড়লে রাজা লংকাগাছের কাছে কাঁদে। একদিন এক পরী ঐ গাছের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, রাজার কান্না শুনে সেখানে থেমে রাজার দু:খের কথা শুনল। তার রাজার জন্য এত দুঃখ হল - অমনি সে এমন একটা মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে গেল যেখান থেকে সারা বছর বৃষ্টি হয়। এর পর প্রতি মাসে বৃষ্টি হল - তাই লংকা হল। রাজা রোজ লংকা খেতে পারল। রাজার আর দুঃখ রইল না।

IRISHA
9 YRS

সরষের তেল

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

ঘরে বসেই মিঃ রায় বুঝতে পারছেন, সদর দরজা দিয়ে কেউ বাড়িতে ঢুকছে। অনুপ্রবেশকারী এই বাড়িরই কেউ হবে, কারণ বাইরের কেউ হলে দরজায় নক্ করত বা ডোরবেল বাজাত। কয়েক মিনিট বাদেই রায়সাহেব টের পেলেন যে ওনাদের বেড্সিটার এর দরজার কী-হোলে কেউ চাবি ঢোকাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে ঐ আগন্তুক ডঃ ভৌমিক ছাড়া আর কেউ নন। এই ঘরের দু'টো চাবি। একটা থাকে ডঃ ভৌমিকের সঙ্গে অন্যটা মিঃ রায়ের কাছে। এ ছাড়া অবশ্য একটা মাষ্টার-কী আছে। সেটা থাকে ল্যান্ডলেডির কাছে।

তখন সন্ধ্যা আটটা। মিঃ রায় বসে বসে চিঠি লিখছিলেন বাবাকে। দেশের বাড়িতে অনেক দিন চিঠি দেওয়া হয় নি। বাবা হয়তো খুব চিন্তা করছেন। ডঃ ভৌমিক ঘরে ঢুকে তাঁর ভারি ব্যাগটা পড়ার টেবিলের ওপর রেখে ওভারকোটটা খুললেন এবং সেটা দরজার পেছনে ঝুলিয়ে রাখলেন। উনি খুব কম কথা বলেন। রায়সাহেব চিঠি লেখা থামিয়ে ডঃ ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, গুড্ ইভনিং ডঃ ভৌমিক। যাকে বলা হল তিনি তখন পোষাক পরিবর্তনে ব্যস্ত। মিঃ রায়ের শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তরে উনিও বললেন, গুড্ ইভনিং রায়সাহেব।

রায়সাহেব ততক্ষণে চিঠি লেখায় পুনরায় মন দিয়েছেন । ওনার দিকে তাকিয়ে ডঃ ভৌমিক বললেন, আজকে বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা, একটু কফি হলে বোধহয় মন্দ হত না। এ কথার অর্থ মিঃ রায় বোঝেন। ডঃ ভৌমিক কফি বানানোর জন্য অনুরোধ করছেন রায়সাহেবকে। তার মানে আপাততঃ চিঠি লেখা বন্ধ।

- ঠিক আছে, হাতমুখ ধুয়ে একটু বসুন। মিনিট পাঁচেক বাদে কফি করছি।

কথাটা শুনে ডঃ ভৌমিকের একটু সন্দেহ হল, উনুনে কি তাহলে অন্য কিছু চাপানো আছে। গ্যাস ওভেনের দিকে তাকাতেই ডঃ ভৌমিক লক্ষ্য করলেন যে ওভেনের পাশের ছোট্ট টেবিলে ভর্তি একটা সরষের তেলের শিশি রয়েছে। আজ সকালেও ওখানে একটা খালি শিশি ছিল। নতুন শিশিটা দেখে ডঃ ভৌমিকের মুখে হাসি ফুটল, রায়সাহেব আজ আপনি একটা ভলো কাজ করেছেন - সরষের তেল নিয়ে এসেছেন। ঐ জন্যই আপনি বোধহয় কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলেন। তাই না?

চিঠি থেকে চোখ তুলে ডঃ ভৌমিকের হাসিখুশি মুখটা রায়সাহেব লক্ষ্য করলেন। কিন্তু, কোনও মন্তব্য করলেন না। ছোট বেলা থেকেই রায়সাহেব বিশ্বাস করেন, অপ্রিয় সত্য কথা বলতে নেই। তাই প্রকৃত তথ্যটা না জানিয়ে তখনকার মত নীরব থাকাটাই উনি সমীচীন মনে করলেন। মৌনম্ সম্মতি লক্ষণম্ ভেবে ডঃ ভৌমিক ধরে নিলেন যে ওনার ধারণাটাই তবে ঠিক।

সরষের তেলের প্রসঙ্গে অন্যান্য অনেক কথা মনে পড়ে গেল রায়সাহেবের। চিঠিটা এখন আর শেষ করা যাবে না বুঝতে পেরে কফি করতে লেগে গেলেন। ততক্ষণে ডঃ ভৌমিক কলেজ থেকে আনা ব্যাগ থেকে বই খাতা বের করে বসে গেছেন পড়ার টেবিলে।

রায়সাহেব আর ডঃ ভৌমিক দু'জনেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্পিরিয়াল কলেজে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনা ও গবেষণা করেন। আগে ওনারা ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্টস্ হোস্টেলে ছিলেন। সেখানে কিছু অসুবিধা হচ্ছিল বলে ফিন্স্‌বেরি পার্কের একটা বেড্সিটার ভাড়া করে চলে এসেছেন।

ওনাদের রোজনামচা অনেকটা এই রকম। সকালে ব্রেকফাস্ট্ সেরেই দু'জনে কলেজে চলে যান। সেখানে কলেজ ক্যান্টিনে দুপুরের খাওয়া।

গবেষণার কাজ করতে হয় বলে অনেক সময় সন্ধ্যার পরও কলেজে থাকতে হয়। সেসব রাতে ডিনারটাও ওখানে হয়। বাড়ি ফিরে সামান্য কিছু খেলেই ঝামেলা চুকে যায়। ছুটির দিনের রুটিন অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ছুটি বলতে শনি ও রোববার। ঐ দু'টো দিন ওরা দু'জনেই ভারতীয় খাবার খাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। মাঝে মধ্যে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া হয়। কিন্তু, বেশির ভাগ দিন ওরা নিজেরাই বাড়িতে কিছু একটা তৈরি করে নেন। এক ছুটির দিন দুপুরে খেতে খেতে ডঃ ভৌমিক বললেন, রায়সাহেব, আজকের ইলিশ মাছ রান্নাটা কিন্তু দারুণ হয়েছে। মিঃ রায় নিঃশব্দে হাসলেন। মিঃ রায় কোনোদিনই রান্না জানতেন না। তবে ডঃ ভৌমিকের মত আনাড়ি নন। ডঃ ভৌমিক ডিম সিদ্ধ করতেও ঠিক মত পারেন না। রায়সাহেবের এক বন্ধু মিঃ বল তো প্রায়ই বলেন, আপনি কী করে যে ডঃ ভৌমিকের মত লোককে নিয়ে এক ঘরে থাকেন আমি ভেবে পাই না। মিঃ রায় হেসে বলেন, সে আপনারা যাই বলুন, উনি কিন্তু খুব ভালো লোক। পড়াশোনা নিয়ে থাকেন। কারও সাতে পাঁচে থাকেন না। স্বভাব চরিত্র ভাল।

- কিন্তু, এক সঙ্গে থাকতে হলে, কাজকর্মগুলো তো আপনার সঙ্গে শেয়ার করা উচিত, না কি?
- কেন? শেয়ার তো উনি করেন। বেড্‌সিটার ভাড়া, খাওয়া, ইলেক্‌ট্রিসিটি, গ্যাস সব কিছুরই উনি অর্দ্ধেক খরচ দেন।
- কিন্তু রান্নাবান্না তো শুধু আপনিই করেন। উনি তো শুনেছি কিছুই করেন না।

রায়সাহেব মিঃ বলকে বললেন, উনি জানলে তো করবেন। উনি কিছু পারেন না। মিঃ বলকে ও ভাবে বললেও ডঃ ভৌমিকের কিছু কিছু ব্যাপারে মিঃ রায় বেশ বিস্মিত হন। কয়েকটা বিষয়ে ডঃ ভৌমিক বড় বেশি বাড়াবাড়ি করেন। উনি ইম্পিরিয়াল কলেজের স্টাডিরুমে বসে সারাক্ষণ গবেষণার কাজ করেন। বাড়ি ফিরে আবার সে সব কাগজপত্র নিয়ে বসে পড়েন। তার গবেষণাপত্রের বেশির ভাগ পাতাই বড় বড় ফরমুলাতে ভরা। রায়সাহেব সাহস করে একদিন জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলেন, আচ্ছা ডঃ ভৌমিক, আপনার কি কোনও রিক্রিয়েশনের প্রয়োজন হয় না?

- সে কি বলছেন রায়সাহেব? রিক্রিয়েশনের প্রয়োজন তো সকলেরই হয়।

- কিন্তু, আপনাকে তো কোনওদিন রিক্রিয়েশন করতে দেখি না।

ডঃ ভৌমিক তাঁর খাতায় লিখতে লিখতে বলেছিলেন, এই তো আমার রিক্রিয়েশন। রায়সহেব তখন বললেন, ঐ কাজ তো আপনি কলেজেও এতক্ষণ করছিলেন। এখানে এসেও তো একই কাজ করছেন। এতে আবার রিক্রিয়েশন হয় না কি?

- আসলে কি জানেন? এটা আমার একটা নেশার মত হয়ে গেছে। কলেজে হয়তো থিসিসের কোনও অধ্যায় লিখতে শুরু করেছি। ওটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি হয় না। অনেক সময় ফরমুলা মেলাতে না পারলেও জেদ চেপে যায়। তাই বাড়ি ফিরেই অসম্পূর্ণ অধ্যায় শেষ করার জন্য বা ফরমুলা মেলাতে আবার ওগুলো নিয়ে বসে পড়ি।

ডঃ ভৌমিক বহুদিন হল লণ্ডনে আছেন, অথচ কলেজ ছাড়া বিশেষ কোথাও যান না। একদিন রায়সহেব বললেন, আজ ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না, চলুন না ডঃ ভৌমিক, পিকাডিলি সার্কাস অঞ্চলটা একটু ঘুরে আসি। তখন ডঃ ভৌমিক জানিয়েছিলেন যে উনি নাকি কোনোদিন পিকাডিলি সার্কাসে যান নি। মিঃ রায়ের প্রস্তাবে উনি তাই রাজী হয়ে গেলেন।

ফিন্সবেরি পার্ক থেকে পিকাডিলি সার্কাস যাওয়ার সহজ উপায় আণ্ডারগ্রাউণ্ড। দু'জনে তখন পিকাডিলির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। ট্রেনে তখন বেশ ভিড়। দু'জনেই চুপচাপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। রায়সাহেব ভাবছিলেন ডঃ ভৌমিকের কথা। ফিন্সবেরি পার্ক থেকে কলেজ যেতে হলে রোজই কিন্তু পিকাডিলি সার্কাসের ওপর দিয়ে যেতে হয়। মিঃ রায়ের মনে প্রশ্ন জাগে, কোনোদিনই কি ডঃ ভৌমিকের মনে হয় নি যে একটু নেমে দেখি তো এখানে কী আছে?

পিকাডিলি সার্কাস স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়াতেই মিঃ রায় বললেন, চলুন চলুন এখন আমাদের নামতে হবে। চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে রায়সাহেব বললেন, এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি - -

রায়সাহেবের কথাগুলো ঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না ডঃ ভৌমিক, ঠিক বুঝলাম না। মিঃ রায় তখন সহজ করে বললেন, ডঃ ভৌমিক, এই হল আপনার পিকাডিলি সার্কাস। কথাটা ডঃ ভৌমিকের বিশ্বাস হল না।

- আর ইউ কিডিং, মিঃ রায়?

- না, ডঃ ভৌমিক, আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না। বিশ্বাস করুন, এটাই পিকাডিলি সার্কাস।

এই হচ্ছে ডঃ ভৌমিক। লেখাপড়া আর গবেষণা নিয়ে সদাব্যস্ত। এসবের বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তবে ওনার আর একটি পরিচয়, উনি বেশ ভোজন রসিক। সেদিন ইলিশ মাছ খেতে খেতে জানতে চেয়েছিলেন, আচ্ছা রায়সাহেব, মাছটা সরষের তেল দিয়ে রান্না করেছিলেন তো? ডঃ ভৌমিকের কাছ থেকে এরকম একটা প্রশ্ন আশা করেন নি রায়সাহেব। কী উত্তর দেওয়া ঠিক হবে বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ নীরব থেকে অবশেষে বললেন, হ্যাঁ, ঐ তেলই ব্যবহার করেছি। কিন্তু, কেন জানতে চাইছেন?

- আসলে কি জানেন, এখানকার সাদা তেল দিয়ে রান্না খাবার আমার ঠিক পছন্দ হয় না। কেমন যেন স্বাদ পাই না।

রায়সাহেব বললেন, মাছ রান্না সরষের তেলে করাই ভাল। কিন্তু, অন্য রান্নাও কি ঐ তেলে করতে বলছেন?

- সব রান্নাই তো সরষের তেলে করা ভাল। কেন, আপনার কি আপত্তি আছে?

এমনিতে রায়সাহেবের আপত্তি থাকবার কথা নয়। তবে, লণ্ডনে বিশেষ কয়েকটা দোকান ছাড়া সরষের তেল পাওয়া যায় না। তাই এই তেল সংগ্রহ করাটাই বেশ দুরূহ কাজ। কাছকাছির মধ্যে ওয়ারেন স্ট্রীট স্টেশনের পাশে একটা পাকিস্তানি দোকান আছে। ওখানে সরষের তেল পাওয়া যায়। সেদিনের ইলিশ মাছটাও ওখান থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। সেও বেশ এক ঝকমারি কাণ্ড। ওরা তো বলে পদ্মার ইলিশ। বছরের যে কোনও সময় পাওয় যায়। সে কারণেই মাছগু লোকে ডিপ্ ফ্রিজে রাখতে হয়। রায়সাহেবরা কেবল দু'জন। তাই গোটা মাছ কেনার কোনও অর্থ হয় না। অর্দ্ধেকটা পাওয়া যাবে কিনা প্রশ্ন করাতে দোকানি বলেছিল, নো প্রব্লেম। ফ্রিজ থেকে একটা মাছ বের করতেই মনে হল ওটা একটা কাঠের টুকরো। দোকানি একজনকে ডেকে বললেন, এই এটা হাফ করত। একটা করাত নিয়ে এসে কর্মচারিটি মাছটাকে কাটতে বসে গেল, ঠিক যে ভাবে কাঠ কাটা হয় সেই ভাবে। সে শব্দ শুনে যে কোনো লোকের মনে হত যে দোকানে কাঠের মিস্ত্রী কাজ করছে।

লণ্ডনে রান্নার যে সাদা তেল পাওয়া যায়, তা আসলে কর্ন্ অয়েল। তেলটা বেশ হাল্কা, সরষের তেলের মত ভারী নয়। ঐ সাদা তেলের রান্নায় কোনও রকম গন্ধ হয় না। সে জন্য ব্যক্তিগত ভাবে রায়সাহেব ঐ তেলটাই পছন্দ করেন। কিন্তু, ডঃ ভৌমিকের পছন্দ সরষের তেল। বাধ্য হয়ে মিঃ রায় সরষের তেলে রাঁধতে শুরু করে দিলেন।

এ ভাবে বেশ চলছিল। কিছু দিন বাদে হঠাৎ করে একটা মস্তিষ্ক তরঙ্গ রায়সাহেবের মাথায় বয়ে গেল। সেই নতুন আইডিয়া পেয়ে সব্জি রান্না করার সময় মাঝে মাঝে উনি সাদা তেল ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন। কেবল মাছের ক্ষেত্রে সরষের তেল চালু থাকল। সব কিছু সরষের তেলে রান্না হচ্ছে বোঝানোর জন্য সরষের তেলের শিশি থেকে রোজ খানিকটা তেল অন্যত্র সরিয়ে রাখতেন। ডঃ ভৌমিকের চোখ এড়াতে এই সরিয়ে রাখা তেলটা কোনো গোপন স্থানে রাখতে হত।

ডঃ ভৌমিক কিন্তু কিছু বুঝতে পারতেন না। ওনার ধারণা ও বিশ্বাস যে সরষের তেলেই সব রান্না হচ্ছে। কিছু দিন বাদে প্রকাশ্যে রাখা সরষের তেলের শিশিটা খালি হয়ে যেত। রায়সাহেব তখন ডঃ ভৌমিককে শুনিয়ে বলতেন, আবার একদিন ওয়ারেন স্ট্রীটে যেতে হবে সরষের তেল আনার জন্য। সে কথা শুনে ডঃ ভৌমিকের কিন্তু কোনও হেলদোল হত না। উনি ভাবতেন, ওটা তো রায়সাহেবের দায়িত্ব।

এর পর কোনও একদিন কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি এসে রায়সাহেব গোপন স্থান থেকে জমানো সরষের তেল বের করে ঐ খালি শিশিতে ঢেলে রাখতেন আর ঐ শিশি দেখে ডঃ ভৌমিকের মনটা খুশিতে ভরে উঠত। ওনার মনে তখন এক মিশ্র অনুভূতির উদ্রেক হত। সাদা তেলে তৈরি বিস্বাদ খাবার খাওয়ার উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পাওয়ার স্বস্তি আর সেই সঙ্গে সরষের তেলে রান্না সুস্বাদু পঞ্চব্যাঞ্জন খেয়ে তৃপ্তি লাভের আকাঙ্খা।

ছবি: আত্রেয়ী সরকার (বয়স ১২)

প্রথম বন্ধনী

সঞ্জয় মাইতি

- ১ -

আমার বয়েস উনিশ। ছ'দিন হল আমরা মামার বাড়িতে এসেছি। মামার বাড়িতে প্রতিবছর এই সময় আমরা জগদ্ধাত্রী পূজো উপলক্ষে আসি। মামাদের জমিদারি বাড়িতে খুব জাঁকজমক সহকারে এই জগদ্ধাত্রী পূজো হয়। প্রায় তিন পুরুষ ধরে প্রতি বছর হয়ে আসছে। এখন তো এই বাড়িতে কেউই প্রায় থাকে না। এক সময় এই খানদানি বাড়িটা সব সময় গমগম করত। এখন এত বড় বাড়িটাতে দিদা আর ছোটমামা ছাড়া আর কেউ নেই। অবশ্য মালিদাদু আর ননীমাসিও থাকে। মালিদাদু এ বাড়িতে নয় নয় করে ষাট বছর কাটিয়ে দিল - সেই যে বার বছর বয়সে বাবার হাত ধরে সেনবাড়িতে এসেছিল, তখন থেকেই রয়ে গেছে। আর শুনেছি ছোটবেলায় যখন বাবার বদলি হ'ল ভূপালে, তখন আমার বয়স মাত্র আড়াই। প্রথম পাঁচবছর তো ননীমাসিই আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। এখন ননীমাসি প্রায় অন্ধ, কি যেন একটা রোগ শুনেছিলাম বটে একবার দিদার কাছে। ওই যে দালান বারান্দায় আরাম চেয়ারে আমার দিদা নলিনীদেবী বসে আছেন। বাঁদিকে ঠিক একই রকমের আরেকটা চেয়ার। ওটাতে দাদু বসতেন। দাদু মারা যাবার আগে পর্য্যন্ত দেখেছি প্রতি সকালে দাদু আর দিদা চায়ে চুমুক দিতে দিতে দু'জনে দুটি আরাম কেদারায় গল্প করে প্রায় ঘন্টা খানেক কাটিয়ে দিতেন। ছোটবেলায় বাবাকে কতবার মজা করে মাকে বলতে শুনেছি - 'তোমার মা বাবার প্রেম কিন্তু অসীম বটে।' জলখাবার তৈরী হ'লে ননীমাসির ডাকে ওনাদের হুঁস ফিরত। গুটিগুটি পায়ে চলে যেতেন দুজনে খাবার ঘরের দিকে। চার বছর আগে তেইশে সেপ্টেম্বরের দিনটা এখনও চোখের সামনে জলজল করছে। সকাল থেকেই বাড়িতে লোক উপচে পড়ছে, বৈঠকখানা থেকে বারান্দা পর্য্যন্ত লম্বা লোকের লাইন। বৈঠকখানার মেঝের ওপর সাজান খাটিয়ায় দাদু শুয়ে, চোখ বন্ধ, আর কোনোদিনই খুলবে না।আগের দিন রাত্রে ছোটমামার ফোনে খবর পেয়ে ভোরের ট্রেনেই আমরা চলে এসেছি। এখনও চোখের সামনে ভাসছে দিদা এই চেয়ারেই বসে, নিথর, নিশ্চুপ। ফ্যালফ্যালে চোখের দৃষ্টি সামনের বাগানে, যেন শরীরে কোনো প্রাণের অভাসটুকুও নেই। আমি সেদিনও এই একই জায়গায়, মামাবাড়ির আমার সবচেয়ে প্রিয় ঘরটাতে, তিনতলায় চিলেকোঠার এই সন্টুমামার ছোট্ট ঘরটাতে। কোনের এই ঘরটা থেকে পুরো বাড়িটাই বেশ নজরদারি করা যায়। তাই তো করতাম ছোটবেলায়। সন্টুমামা কিন্তু অমার নিজের কোনো মামাটামা নয়। দাদুর গ্রামের ছোটবেলার এক বন্ধুর ছেলে। নিজের বাবা মারা যাবার পর থেকে দাদুর কাছেই মানুষ, মামাবাড়িতে থেকেই সব পড়াশোনা। ছোটবেলায় সন্টুমামার সঙ্গে ছিল আমার খুব দোস্তি। ঘুড়ির মাঞ্জা থেকে কালীপূজোর বাজি তৈরী, সবেতেই সন্টুমামা। একদিন মা-বাবাকে কি একটা গুনগুন করে ডিস্কাস্ করতে শুনেছিলাম। তার পরের বার থেকে মামাবাড়ি আসলে আর সন্টুমামাকে দেখতে পাই না। দিদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বটে। কিন্তু দিদা কিছু বলতে চায় নি। শুধু চোখদুটো একটু ছল ছল করে উঠেছিল। সন্টুমামার হঠাৎ উধাও হয়াটা আজও আমার কাছে একটা রহস্যের মত রয়ে গেছে। সেই থেকে মামাবাড়ি আসলেই সবসময়েই সন্টুমামার ঘরটা যেন আমারই ঘর হয়ে গেছে, ওখানেই বেশীর ভাগ সময় থাকা আর ঘুমান। বিছানাটায় আধশোয়া হয়ে পিঠে বালিশ দিয়ে শুয়ে থাকি অনেকক্ষণ। ঠিক চোখের সোজা জানালাটার খড়খড়িটা তুলে দিলেই কেমন সারা বাড়িটাকেই নজরে রাখা যায়।

এবার আমার মামা মাসিদের কথায় আসি। আমার তিন মামা আর এক মাসি। বড়মামা অনেকদিন আমেরিকায় সেটেল্ড্ আর মেজমামা থাকে ইউ. কে. তে। মানে এক কথায় দুজনেই প্রবাসী বাঙালি। বড়মামা কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, আমেরিকার 'ওহাইয়ো' স্টেটে থাকে। মেজমামা চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যাট। লন্ডনে স্ট্যান্ড্যার্ড চাটার্ড ব্যাঙ্কে বছর পনের হ'ল চাকরি করছে। আমার দুই মামাই যাকে বলে ওয়েল সেটেল্ড্। ছোটবেলায় সবার মুখে দুই মামার গুনগান শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। বাবা তো প্রায়ই বলতেন, 'সরোজ আর মনোজের মত কিছু একটা করতে হবে তোমায়।' আমার ছোটমামা, মানে অনুজ সেন ছোটবেলা থেকেই দাদাদের ছায়াতে যেন প্রকাশই পেত না। অথচ ছোটমামার মত ট্যালেন্টেড্ আর্টিস্ট খুবই কম আছে। ভাবুক প্রকৃতির এই ছোটমামাকে নিয়ে সবারই ছিল বড় চিন্তা। ছবি আঁকাটা যে তার শুধু খামখেয়ালীপনায় বাঁধা। নিজেকে কমার্সিয়াল আর্টিস্ট করে তোলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না ছোটবেলা থেকেই। ছবি আঁকা কেন, কোনো কিছুকেই প্রফেশান্ করে নিতে যেন প্রবল অনীহা সেন পরিবারের এই ছোট ছেলের।

এবার আমার একমাত্র মাসি সরমা সেনের কথায় আসি। দেখতে শুনতে মাসিমনিকে যথেষ্ট ভালই। তখন আমার বয়েস বোধহয় বার কি তের - মামাবাড়ি এসেছি। শীতকাল, বোধহয় ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক পরে পরেই। ঘুড়িগুলো চিলেকোঠার ঘরেই রাখতাম। একদিন দুপুরবেলায় চিলেকোঠার ঘর থেকে ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে বেরিয়েই দেখি সন্টুমামা কি যেন বলছে মাসিমনিকে - দুজনে ছাদের ঠিক পশ্চিম কোণের পাঁচিলের ওপর বসে, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে - আমাকে দেখতে পাবার চান্স কম। দেখতেও পেল না। তবে ওরা সেদিন

যে কি কথা বলছিল তা সেদিন জানার ইচ্ছে করি নি, আজও জানি নি। কিশোরের সেই ঔৎসুক্য বিহীন দিনটি আজ যৌবনের প্রারম্ভে আফশোষে রূপান্তরিত হ'ল। কি জানি, সেদিন যদি জানতাম, হয়ত সন্টুমামাকে আমরা কেউ হারাতাম না। তবে সন্টুমামার অনুপস্থিতির ভার বোধ করি দিদা আর আমাকে ছাড়া সেনবাড়ির আর কারো মন ছুঁতে পারেনি। তবে সন্টুমামার চলে যাওয়াটা আরেকজনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে। সে হ'ল আমার মাসিমনি স্বয়ং। সন্টুমামা চলে যাবার পর মাসিমনি যেন কেমন হয়ে গেল। যদিও সেনবাড়ির সঙ্গে মাসিমনির রেগুলার যোগাযোগ আছে, তবুও তা যেন থেকেও না থাকার মত। মাসিমনি সন্টুমামা চলে যাবার মাস ছয়েকের মধ্যেই কলকাতায় একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেল। তারপর থেকেই ওই ছুটি-ছাটাতে বাড়ি আসা, আর নিয়মিত দায়িত্ব রক্ষার একটা করে ফোন দিদাকে। এই যেমন জগদ্ধাত্রী পূজোর খাতিরে মাসিমনি এখন এই মূহুর্তে সেনবাড়িতে।

- ২ -

তখন ভোরের আলো প্রায় ফুটব ফুটব করছে, এমন সময় ননীমাসির হাঁকডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মা বাবার ঘরের দরজায় ক্রমাগত সজোর আঘাত জানিয়ে দিল যে কোনো অজ্ঞাত অথচ গভীর বিপদের মধ্যে এখন এই সেন বাড়ি। কোনোরকমে চোখমুখ কচলে নিচে ছুটলাম। তখন সারাবাড়ি যেন অজানা আতঙ্কে গম্ভীর, থমথমে। সবাই এসে দাঁড়িয়েছে দিদার ঘরের দরজায়। উৎকণ্ঠায় কারো মুখে কোনো কথা সরছে না। বুঝলাম বাবা আর বড়মামা ভেতরে। দিদার শরীর হঠাৎ খুব খারাপ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুজনে বেরিয়ে এল। জানলাম দিদার স্ট্রোক হয়েছে। কোনো জ্ঞান নেই। অমিয়-জ্যেঠু না আসা পর্য্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না। অমিয়-জ্যেঠু হচ্ছে এ বাড়ির বহুদিনের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান।

তিন দিন হয়ে গেল দিদা হাসপাতালে - কোনো জ্ঞান ফেরে নি - বলতে গেলে একদম 'কোমায়'। এই কদিন অনেক কিছু আমার চোখে পড়েছে। প্রথমতঃ মামারা, মাসি, বাবা ও মা সবাই যেন কেমন আলাদা আলাদা হয়ে উঠেছে। পরশুদিন সকালে যখন চিলেকোঠায় উঠছি হঠাৎ কানে গেল চাপাস্বরে বড়মামা যেন মাসিমনিকে মৃদু ধমকের সুরে বলছে - "তুই আর বেশী আদিখ্যেতা দেখাতে যাস না। একে তো মায়ের 'নেক্লেস্টা', তারপর আবার...।" হয়ত আমার পায়ের আওয়াজে কথা বন্ধ হ'ল। কার উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য, কিছুই বুঝলাম না। বিকেলে মোক্তার দাদু এলেন। বড়মামা, মেজমামা আর বাবা অনেকক্ষণ কথা বললে।

রাত্রে সেদিন খাবার টেবিলে সবাই খুব গম্ভীর। নীরবতা ভঙ্গ করল ছোটমামাই। হঠাৎ বললে,

- মেজদা, তুই কদিন থাকছিস রে? জানিস তোর বন্ধু সলিলদা এসেছিল আজকে যখন তুই আর বৌদি মন্দিরে গেলি। বলল তুই নাকি আর নাও ফিরে যেতে পারিস। এটা সত্যি?

মেজমামা কোনো কথা বললে না। একবার মেজমামির সঙ্গে চোখাচোখি করলে শুধু। বড়মামা কিছু না বলে মুখ নিচু করে খেতে থাকল কেবল।

আবার মুখ খুলল ছোটমামা।

- বড়দা, তোর সঙ্গে সলিলদার তো অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। তোকেও কি তাই বলল?

এবার মেজমামা উঠে গেল। বড়মামা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বললে, দিলি তো ওর খাওয়াটা নষ্ট করে? একেই মায়ের জন্যে মনটা বিক্ষিপ্ত।

মাসিমনি শুধু বললে, কেন ও আবার কি করল?

- ৩ -

কাল মনে হ'ল সন্টুমামার ঘরটা একটু ভাল করে খুঁজে দেখি যদি ইন্টারেস্টিং কিছু পাই। ছোট থেকেই এই ঘরটার প্রতি একটা টান আছে। চিলেকোঠার এই ঘরটা যেন চিরকালই বেশী রহস্যময় অন্যান্য সব ঘরগুলোর থেকে। সবেমাত্র খাটের নিচে ঢুকেছি। বাইরে ছাদে শুনলাম পায়ের শব্দ। তারপর বড়মামা আর মেজমামার কথা কাটাকাটি। বুঝতে পারলাম যে আমার উপস্থিতি তাদের একদমই অজানা। কেউ শুনে ফেলতে পারে এমন শঙ্কার কথা বোধহয় তাদের চিন্তার ধারে কাছেও নেই। আমিও ঘাপটি মেরে দুজনের কথা শুনে ফেললাম।

- মনু, তোর কি কাণ্ডজ্ঞান একদম লোপ পেয়েছে? কি বলে তুই সলিলকে এ বাড়িতে আসতে বললি?

- দাদা, আমার কিছু করার ছিল না। তুই তো আমার ফাইনান্সিয়াল অবস্থার কথা জানিস। এবারে ভেবেছিলাম মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলব। তার ওপর মায়ের হঠাৎ এই অবস্থা।

- দেখ্ মনু, জুয়া খেলে যে তুই সব টাকা ওড়াচ্ছিস সেকথা মা কি জানত?

- ওই অনু হতভগাটা হয়ত বলে দিয়েছে। সরমাটা আবার ওকে সব সময় প্রটেক্ট করে চলেছে। মাকে সেদিন যখন আমার সম্পত্তির ভাগ নিয়ে বলতে গেলাম। মা বললে, "মনু তুমি তো জান আমি একজনের জন্যে অপেক্ষা করে আছি। সে না এলে কিছু হবে না। সরমাটা সেদিন কি কষ্টটাই না পেল।"

- মা'র কি তাহলে শেষমেশ ওই হারামজাদাটার ওপর আবার দরদ

উথলে উঠল? ভেবেছিলাম চুরির দায় দিয়ে ওকে একেবারে এ বাড়ি থেকে চিরকালের মত...। আবার সরমার জীবনটা নিয়েও...।

- এদিকে মোক্তারকাকু তো পরিষ্কার বলেই দিল, ও না এলে এ জট ছাড়ান যাবে না। মা কি করে বাইরের একজনকে এ ভাবে বাড়ির সম্পত্তির সঙ্গে জড়িয়ে দিল। তাও যে নাকি মায়েরই গয়না চুরি করে পালাল। এ দিকে আমার সম্পত্তির একটা নিষ্পত্তি হওয়াটা ভীষণ দরকার। না হ'লে তো জানিস আমি একদম শেষ হয়ে যাব।

এতক্ষণে বুঝেছি 'হারামজাদাটা' কে। কিন্তু কি চুরি করেছিলো সন্টুমামা? আড়িপেতে এ সব শুনে বোধ হ'ল ডাব্‌ল চুরির দায়ে সন্টুমামা এ বাড়িতে ক্ষমারও অযোগ্য। এক গয়না চুরি তাও আবার দিদার, আর দ্বিতীয় হ'ল সেনবাড়ির একমাত্র কন্যার মন চুরি। তবে এই মূহুর্তে তাকেই সবচেয়ে বেশী দরকার আমার মামাদের।

- ৪ -

খাটের নিচে সন্টুমামার জিনিষপত্র ঘাঁটতে গিয়ে পেয়ে গেলাম একটি অমূল্য জিনিষ। এবার সেটি একটু খোলসা করে বলি। প্রথমে জিনিষটাকে একটা নিতান্ত কাঠিতে জড়ান রঙিন কাগজ মনে হয়েছিল। আলোতে এনে হাতে করে তুলে ধরতেই একেবারে লাটাই এর সুতোর মত খুলে ঝুলে পড়ল জোড়া দেওয়া বিভিন্ন রঙের কাগজ। হাতে লেখা কাগজ। বোধ হ'ল বুঝি কোনো পুরান দলিল। তবে তা ছিল না। ভাল করে নিরীক্ষা করতেই এর মহিমা ছড়িয়ে পড়ল। আসলে এগুলি হ'ল সন্টুমামা আর মাসিমনির প্রেমালাপের আদান প্রদান। কি ইউনিক্। কি চিন্তাশীল দৃষ্টান্ত। দুই তৃষিত মনের প্রতিদিনের, প্রতিমুহুর্তের আবেগের মালা গেঁথে যেন দিনের পর দিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে এই অপূর্ব কাঠিতে। একটি মনের গভীর উন্মাদনা রূপ পেয়েছে প্রেমপত্রে, অন্য মনটি জুড়ে দিয়েছে তার উত্তর। ঠিক যেন গ্রীষ্মের সন্ধ্যার মৃদু সমীরণের জবাব শিশির গাছের পাতার শিরশির শব্দে। এ হেন 'সওয়াল জবাব কাঠি' টেনিস বলের মত দুই উদ্বেল মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে কত বার কে জানে! সারারাত্রি সেদিন কাটল এপাস ওপাস করে। এ দিকে আমার মনে সে কি সওয়াল জবাব - অন্যের চিঠি পড়াটা ঠিক কতটা অপরাধ? ভোরের আলো এবার ফুটে উঠল।

৪ঠা জুন, বুধবার -
মেঘচেরা বিকেলের আলো যখন তোমার চুলে,
করে গেছে অবিরত প্রণয় খেলা -
দিয়ে গেছে সন্ধ্যার পাখি, কুলার পথ ভুলে,
অগনিত গান তোমার কোলে -
রজনী আমি করি তোমার লাগি, তারকা গনিয়া। ব্যাকুল হয়েছে কি?
প্রাণ তব এতটুকু মোরে ভবিয়া?

সন্টুমামার এই চিঠির উত্তরে মাসিমনি পাঠিয়ে দিলে -

৫ই জুন, বৃহস্পতিবার -
বারে বারে মোর প্রাণসখা, অনায়াস তব যাতায়াত
আমার মনমুকুরে, দেখ নাই কি তব ছবি
চারিদিকে আমার অন্তরে?

উদাহরণ স্বরূপ দুটি চিঠি দেখালাম আপনাদের। আমার এই 'সওয়াল-জবাব' কাঠিতে গাঁথা রয়ে গেছে এরকমই অগুনিত উদ্বেলতার ছবিসমগ্র। বুঝতে পারছি সন্টুমামার এবাড়ি থেকে যাওয়াটা হয়েছিলো বাধ্যাতামূলকভাবে তাৎক্ষণিক। মহামূল্যবান এ হেন জিনিষটি সঙ্গে নিয়ে যাবার অবকাশও বোধহয় মেলেনি।

- ৫ -

আজ এই নিয়ে সাতদিন হয়ে গেল দিদার কোনো জ্ঞান ফেরে নি। জড় পদার্থের মত দিদার শরীরটাকে ঘিরে কিন্তু অহরহ চলছে ভীষণ রকমের চাঞ্চল্য। চলছে কত রকমের জল্পনা কল্পনা। দিদার এই শরীর নামক যন্ত্রটাই এ মূহুর্তে যেন হয়ে উঠেছে তাঁরই কিছু কাছের মানুষের কাছে পথের কাঁটা। আমি দেখেছি মেজমামার নিরাশ আবেদন মোক্তারদাদুর কাছে। কিছুই করার নেই। বড়মামা চুপচাপ। ছোটমামা গত কয়েকদিন ধরেই নিজের ঘরে - ছবি আঁকায় মগ্ন। এত কিছু ঘটনার মধ্যে মা যেন কেমন হয়ে গেছে।

এই একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটেগেল তা তো রীতিমত তাৎপর্য্যপূর্ণ। তখন সকাল সাড়ে ন-টা কি দশ-টা হবে। আমি সবে শেষ করেছি সন্টুমামার সওয়াল-জবাব কাঠির অন্তিম চিঠি। এখনও রেশ রয়েছে তার মনে। বাড়িতে দিদার এত কিছু হয়ে যাবার জন্যে এখনও ঠাকুর বিসর্জন হয়নি। দালানে বসে চেয়ে রয়েছি তাঁরই পানে। শুধাচ্ছি কি কাঠি নাড়িছ হে তুমি সবার অন্তরালে। চিন্তার বিচ্ছেদ ঘটে গেল একটা চেঁচামেচিতে। বোধ হ'ল সদর দরজায় যেন কে। তাকে উদ্দেশ্য করেই বড়মামা ও মেজমামার তুমুল ভর্ৎসনা।

একছুটে চলে গেলাম গন্তব্যস্থলে। দেখলাম, সন্টুমামা দাঁড়িয়ে - একটু যেন হতবাক। দুই মামা তারস্বরে প্রায় গালাগালিই করে চলেছে সন্টুমামাকে। মাসিমনি দাঁড়িয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে চলেছে।

- তোকে তো পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া উচিৎ আমাদের। কি স্পর্ধা হয় তোর এ বাড়িতে পা রাখার?

বড়মামা চেঁচিয়ে উঠল। মাথা নিচু করে সন্টুমামা জবাব দিল,

- বড়মাকে একটিবার...

আমি আর শুনিনি। ছুটে এলাম চিলেকোঠায়। সেই অমূল্য জিনিসটিই পারে এখন এই অবস্থার সামাল দিতে। আমায় পারতেই হবে

সন্টুমামাকে বাঁচাতে, মাসিমনির মুখ রক্ষা করতে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বুঝতে পারলাম, সন্টুমামাকে ততক্ষণে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে। মাসিমনি কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল,

- পাবিনা তোরা কিছুই। মনে রাখিস, মা কিন্তু এখনও বেঁচে!

- আর সেটাই তো হ'ল যত কাল। মা যে আর কতদিন এভাবে আমাদের...

মনটা বেশ পীড়িত। যেতে যেতে দিদার ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম। খাটটা ফাঁকা। আমার কিন্তু মনে হ'ল কি নিশ্চিন্তে উনি শুয়ে। কাছে গেলাম। যেন তাকালেন আমার হাতে ধরা সেই 'সওয়াল-জবাব' কাঠিটার দিকে। একটু দম নিয়ে যেন বললেন,

- আমি তো সবই জানি রে। কিন্তু বলতো কেন এত কষ্ট দিলাম ওদের!

'আমি' নামক পুতুলটির তখন এ হেন মূহ্যমান অবস্থা। কখন যে বসে পড়েছি দিদার খাটে। আরেকবার পড়তে লাগলাম সন্টুমামার সেই শেষের ব্যাথিত অব্যক্তি -

৩রা জুলাই, মঙ্গলবার -
"কাল রাত্রে তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে দিলাম। জানি তোমার কষ্ট আমি আর কোনোদিনই কমাতে পারব না। কিন্তু বিশ্বাস কর, আগে আমি যদি জানতাম তাহলে কি আর এমনটি হ'ত? এ মত অবস্থায় তোমার জীবনে জড়িয়ে পড়ার খামখেয়ালিপনা ভুলতে চাই এখন। সরমা, বিধাতা যদি চান তো আমরা আবার জড়িয়ে পড়ব। শেষরাত্রিটা কাটল অজানা আতঙ্কে। সবাই যখন জানবে - তোমার কি হবে? যেদিন তুমি জানলে আমার লিউকিমিয়া ধরা পড়েছে, তুমি যেন পাগল হয়ে উঠেছ। কি করে আমার চিকিৎসা হবে তাই নিয়ে তুমি ছুটে বেড়াচ্ছ যেথায় সেথায়। চিকিৎসা? সেও তো অনেক টাকার ধাক্কা। জীবনের দাম সবার তো আর সমান হয় না, সরমা! এই অভাগার যা হবার তাই হ'ত। তাই বলে বড়মার 'নেক্‌লেস্'? কেন তুমি আমার জন্যে চোর হ'লে সরমা? কেন তুমি আমায় দিয়ে শপথ করালে নিজের সম্মান, বিশ্বাস আর সততাকে অঞ্জলি দিয়ে? একটু ম্লান হেসে শুধু বললে, 'সততার বোঝাপড়া তো আমার বিধাতার সনে, সম্মান শুধু আমার নিজের সনে। আর বিশ্বাস? সে তো তোমার সনে।' এবার আবার রসিকতা করে বললে, 'গীতায় পড় নি? যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে, যা হচ্ছে তা ভালোই হচ্ছে, যা হবে তা ভালোই হবে। আমি না হয় মা কে বলে দেব - তোমার কি ছিলো যে তুমি হারিয়েছ? তোমার আজ যা আছে তা কাল অন্য কারও ছিল, আবার পরশু তা অন্য কারও হয়ে যাবে। এখন তুমি নিশ্চিন্তে এখন থেকে চলে যাও দেখি। আগে চিকিৎসা, তারপর সততা।' তুমি বলেই পারলে হাসতে হাসতে এমন নির্মম সত্যির চাবুকটা আমায় মারতে। চলি।"

Embryonic Stem Cells – Why?

Aprotim C. Bhowmik
9th Grade, Parkview High School
Lilburn, Georgia

Aprotim, who is also known as Cory, enjoys reading classics of English literature and books about biological sciences. He has been writing for Pratichi since 2006. Cory also enjoys playing soccer, piano, and violin, and loves Indian cuisine.

Imagine a father receiving a telephone call about his 5-month-old son from a pediatrician who informs, "Your son has been diagnosed with liver cancer and has about nine months to live." The father sighs and sits down while dropping the phone onto his desk. Visualize a grandparent, who is playing with his new-born grandson, receiving a message saying, "Your grandson has immunodeficiency-X1 and is going to die of malaria." Unfortunately, these types of situations arise every day. If embryonic stem cells could be employed to treat these diseases, these problems would not even exist. These stem cells have the capability to differentiate into any type of cell in the entire body of any organism including humans. Embryonic stem cells are the first cells to form in one's body. Within the blastocyst (early stage of development), there are two parts: trophoblast and inner cell mass. The stem cells are located in the inner cell mass region, and there are always some of these cells left in the body even after the embryological processes take place. Since the embryo has very few cells, each and every one of those cells has many functions. Therefore, these cells are extremely versatile because they once had to perform the majority of the functions of the embryo. It is known that embryonic stem cells can replace any damaged or dead cells within the body and assume their function(s). The basic principles behind utilization of these cells are very simple: stem cells are injected into the body and stimulated to differentiate into the desired cell type. Although controversial, stem cell research is a vital realm of study for the future. It is important to research and understand the potential of these cells in order to better the world as a whole. However, so far, it hasn't been possible to unlock the potential of these cells despite their unparalleled abilities due to much political and moral controversy. Regardless of the dubious attitudes from various groups of people, embryonic stem cells have the amazing potential to cure diseases and decrease the number of untimely deaths throughout the world.

Diseases can cause cells in the body to dysfunction and/or die. Embryonic stem cells can replace these dead cells and differentiate into healthy cells. Regardless of the type of damaged cell, stem cells can assume its function. Leukemia is one of the diseases that stem cell injections have the potential to alleviate. In the United States alone, 32,000 adults and 2,000 children develop leukemia every year. Leukemia is basically a cancer of the blood cells. Specifically, leukemia affects a kind of white blood cell called lymphocyte. The standard treatment for this disease involves radiation and chemotherapy. However, these are mostly palliative, and they do not always cure the disease. On the other hand, by injecting embryonic stem cells into the body and stimulating them to differentiate into the desired cell types, all of the cancerous cells can potentially be eradicated and substituted by the stem cells. Utilization of this almost completely renewable source will result in a reliable and potent cure for many diseases and reduced cost of medication. Stem cells are truly an expedient remedy that may just be one of the most important discoveries in the history of the world.

A person with liver disease is unable to break down the food completely. In other words, there is some type of problem with the digestion processes. This disease can be cured by simply injecting a 'batch' of stem cells and stimulating them to differentiate into the desired type of cell. Since many people die of liver disease every year, it is essential that we begin to utilize this excellent form of cure. Immune deficiencies can also be cured by stem cell injections. The most prevalent form of this disease is called immunodeficiency-X1. This can totally destroy the immune system's response to intruders. With so many diseases lurking in every corner, it is almost certain that one has a very high chance of dying because one small virus can cause devastating problems without any antibodies or immune responses to oppose it. As an example, if one caught malaria and had no immune response system,

death is unavoidable. By using stem cells, the immune system can be regenerated into a very potent system. Stem cell therapy can be the most efficient solution to this problem.

Diabetes is a very common disease which limits the opportunity of many lives. This is a chronic metabolic disorder that can obliterate the ability to utilize glucose which is necessary for cells to provide energy. Insulin, which is produced by the pancreas, regulates the distribution of glucose. Diabetes specifically affects the insulin production and results in an elevation in the buildup of glucose in the blood. As a result of the excessive glucose, heart disease, blindness, kidney failure, and neurological diseases can occur. In the United States, diabetes results in about 500,000 deaths per year. The current treatment for diabetes is to take medication or inject insulin every day. However, it is possible to simply get one injection of stem cells and stimulate them to differentiate into insulin producing cells, also known as beta cells, which will cure the disease completely. One of my relatives, a humble woman, tries to outlive diabetes every day. She has to take a plethora of pills, so she had to get a special container to store all her medications for each day. I asked her, "Is this tough to manage?" She looked at me and smiled despondently, "Do I have a choice?" Is this suffering really necessary? She could be freed from all of this trouble if stem cells were used. Overall, diseases simply grind up one's life, but stem cells are there to lessen the damage and put everything back together.

Stem cells also have the ability to cure cardiovascular and neurological diseases. Cardiovascular diseases affect the coronary arteries which can become clogged or damaged. This can lead to massive heart attacks as deadly as a shot in the forehead (which most often results in death instantaneously). When stem cells are injected, they stimulate the growth and repair of the coronary arteries which result in a regulated blood flow. One example of a neurological disease is Alzheimer's. This affects the cerebrum of the brain. Specifically, memories and the ability to learn efficiently are lost. Stem cells, again, can be manipulated to differentiate into neurons which can repair the damage done to the brain. The neurons make certain connections to the brain which causes it to become fully functional once again. Parkinson's disease is also devastating to the lives of many people around the world. This disease affects neurons in the substantia nigra (a part of the brain) which causes muscular stiffness, tremor, and difficulty with balance. As experimented with in mice, Parkinson's disease can be cured by injecting stem cells and stimulating them to differentiate into neurons which can repair the substantia nigra. Another example is spinal cord trauma which can be caused by car accidents or falls from great heights. This makes it impossible for the brain to control organs like the heart, and the victim has a chance of becoming paralyzed. It is extremely difficult to 'repair' this problem fully. However, stem cells make this process drastically easier. Since stem cells are so versatile and can become neurons, they can be stimulated to repair the spinal cord injury.

"In the beginning, there is the stem cell; it is the origin of an organism's life. It is a single cell that can give rise to progeny that differentiate into any of the specialized cells of embryonic or adult tissues." Author Stewart Sell accurately conveys the extraordinary abilities of embryonic stem cells in this statement. Stem cells have unbelievable capabilities that scientists know of through experimentation. The only issue today is how to begin using them. Almost all of the diseases around the globe involve damaged or dead cells. Any of these cells can be replaced with stem cells. Regardless of the cell type, stem cells can, indeed, assume the desired function. People around the globe need to stand up for what will help the world tremendously. The vast majority of people diagnosed with chronic diseases will stay alive and be able to fulfill their dreams if stem cells are utilized to cure them. Millions of people around the world, children and adults of all ages, will be able to prolong their existence to make more of their opportunities. Embryonic stem cells have the potential to not only reduce the impacts of diseases, pain, and trauma on victims, but also to make essential pathways which cure diseases and change the motivational aspects of the entire realm of science.

A Disaster of Epic Proportions

Debarshi R. Bhowmik
Seventh Grade, Trickum Middle School
Lilburn, Georgia

Debarshi, who is also known as Rayon, likes to read books about astronomy, horror, and adventure. He has been writing for Pratichi since 2006. Rayon also likes to play video games, soccer, and piano, and loves to go on long vacation trips.

Seagulls coated in brown lying on the beach, oysters dying out, dead fish washing up on the shore, floating tar balls coming ashore, and beaches deserted all along the shores of Louisiana, Alabama, Mississippi and Florida – how did this happen? An explosion at an offshore British Petroleum (BP) drilling rig (actually owned by Transocean, the world's largest offshore drilling company) in the Gulf of Mexico caused oil to spew out from a resulting leak. The leak released over two hundred million gallons of crude oil into the Gulf. Thousands of boats had to be mobilized to calm down the enormous fire caused by the explosion. The explosion killed eleven workers, and the leaked oil is affecting the ecosystem of the area in epic proportions. Hundreds of businesses are also impacted by the disaster. This has become the worst oil spill in U.S. history, surpassing the damage done by the Exxon-Valdez tanker which spilled millions of gallons of oil into the Prince William Sound, Alaska, in 1989.

The massive disaster started on April 20, 2010, when the oil rig exploded. This occurred when a safety device, called the blowout preventer, failed to stop the flow of oil from a well. According to an interview with a survivor from the explosion, a part of the blowout preventer's seal broke during an accident. In the beginning, the workers thought that it was "no big deal", and decided to continue the operations despite the equipment problem. Federal regulators had questioned in 2004 whether an integral part of blowout preventers, the shear ram, would work in deepwater conditions. The Deepwater Horizon rig was drilling in about 5,000 feet of water, and the device obviously did not succeed. Another device that the BP's rig lacked is a backup shutoff device called 'acoustic switch' that is used by some oil-producing countries. BP had once considered requiring the acoustic switch, but after the industry spoke out against it, BP backed down. Officials had previously found two leaks in the riser, the 5,000-foot-long pipe that connected the rig to the wellhead. One leak was at the end of the riser and the other at a kink closer to its source, the wellhead. When these leaks occurred, there was no backup to stop them.

The leaked oil has found its way to the Gulf coastlines of Louisiana, Alabama, Mississippi, and Florida. This enormous disaster affected hundreds of businesses along the coasts. The most obvious examples of those who are suffering the hardest economic impact from the oil spill are those connected primarily to the seafood industry. These are the people who work every day to catch, transport, prepare, and sell fish, shrimp, crabs, and oysters in this region that is renowned for its seafood. Experience from past oils spills shows that such disasters most severely affect commercial fishermen, fish and tackle stores, bait shops, sport fishing tour operators, restaurants and their employees, shipping industry workers, port workers, park and recreation workers, private recreation facility workers, shipyard workers, pleasure craft operators and maintenance workers, and cruise ship workers. The seafood industry has long been at the heart of coastal Louisiana's economy. Shrimp, oysters and other seafood make $2.4 billion a year for the Gulf coast economy.

Marine life has been harshly affected by the oil spill. Seagulls, turtles, and fish were found dead on oil-filled coasts. These animals were in reproductive phases at the time of the spill, and their offsprings will be affected. The hatchling might turn out deformed or might not even hatch. Since the young turtles often stroke their way lightly at the surface, they are prone to being poisoned or being coated in thick oil. Gulls, pelicans, and other birds that frequently land and float on the water can experience deadly hypothermia when the oil destroys the insulating quality of their feathers. Their buoyancy is decreased by the oil coating. The birds try to eat more to stay warm, but their ability to forage decreases as they sink lower and lower into the water. The birds desperately groom their

feathers with their bills, inevitably consuming some oil, which may lead to very serious effects like ulcers, diarrhea, kidney and liver damage, anemia, and even death. Breathing in oil can lead to pneumonia, neurological damage, and eventually cancer. There are other less obvious long-term impacts that are likely to occur as well. The entire food chain, from phytoplankton and zooplankton to top level predators such as fish-eating birds, may be disrupted by the presence of oil. Toxic chemicals may accumulate in the birds' bodies, thereby weakening them and making them more prone to disease. Following an oil spill, fish eggs and larvae are at most risk because they cannot escape the spreading oil slick. This threatens the survival of the next generation of the Gulf's fish. The estuaries and mangroves where adult crustaceans breed are also likely to suffer major damage from the spill, which could have a devastating effect on the Gulf's fishing industry.

Sperm whales, bottlenose dolphins, and other marine mammals of the Gulf will also encounter the spill. Unlike fish, marine mammals are air-breathers and must reach the surface frequently to breathe. This brought them in contact with the slick oil that covered thousands of square miles of the Gulf. Marine mammals can suffer a variety of effects from exposure to oil including chemical burns and irritation from direct contact, ulcers and internal bleeding from consumption, and poisoning from feeding on contaminated prey. In other oil spills, marine mammals have suffered major losses to their populations.

The oil spill continued for about three months and was finally stopped on July 15, 2010 using a 75-ton temporary cap. Earlier, BP had attempted other methods to stop the spill including undersea robots to trigger the blowout preventer, a large containment dome, a smaller top hat, an insertion tube, and the 'top kill' method. BP is currently drilling two relief wells which will be used for permanently plugging the well. The relief wells will intersect the main well at a deep depth, and a specialized heavy fluid will be pumped into the well to stop the flow. Once the flow is stopped, cement will be pumped into the well to seal it permanently. It is expected that this will be accomplished in early September. Relief wells also have their own risks. Last fall, engineers drilling a relief well off the coast of Australia lost control of it, resulting in a fire that consumed the original rig.

No one knows for sure how the oil catastrophe will affect the deep sea ecosystem. The impacts may be far worse than the Exxon-Valdez spill. According to a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) researcher, the undersea oil poses a direct threat to large marine wildlife, such as fish, sharks and cetaceans, and also to the tiny stuff, including zooplankton, shrimp, corals, crabs, and worms. By endangering these populations, the foundation of the marine food chain, the oil could have long-term effects on the wider Gulf ecosystem. More shrimp and oysters come from the Gulf than anywhere else in the world that relies on them. Another worry is how the chemical dispersants that were used to break up the oil may impact the Gulf's ecosystems and inhabitants for a long time. The dispersant's ingredients are a trade secret closely held by the company that makes it. It also remains to be seen what impacts the tiny oil droplets left by the dispersant will have.

In conclusion, the oil spill disaster has and will do much damage. It has claimed the lives of 11 workers and is claiming the lives of thousands of birds, fish, and marine life. This has become the most devastating oil spill in U.S. history, and it greatly surpasses the Exxon-Valdez oil spill. It is also among the greatest environmentally affecting disasters in U.S. history. There will most likely be a permanent effect on the Gulf ecosystem. However, we can prevent future disasters like this by having stronger regulations for checking equipment thoroughly and adding any essential equipment and parts. Also, drilling for oil is inherently risky, and we should reduce our reliance on oil by effectively utilizing alternative fuel sources. Most importantly, being more cautious with the delicate safety devices can greatly reduce the risk factor for a disaster of such epic proportions.

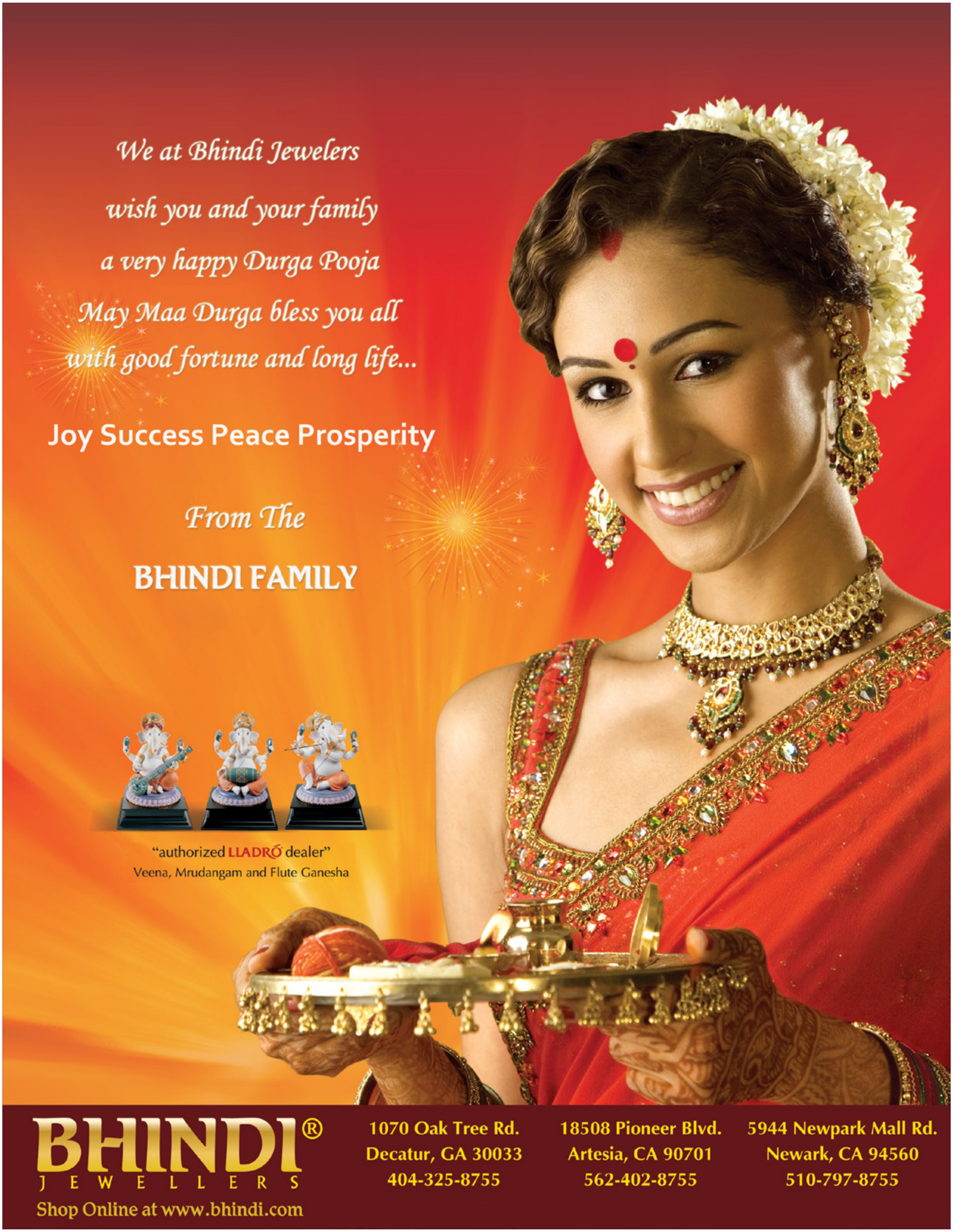
We at Bhindi Jewelers
wish you and your family
a very happy Durga Pooja
May Maa Durga bless you all
with good fortune and long life...
Joy Success Peace Prosperity
From The
BHINDI FAMILY
"authorized LLADRÓ dealer"
Veena, Mrudangam and Flute Ganesha
BHINDI®
JEWELLERS
Shop Online at www.bhindi.com
1070 Oak Tree Rd.
Decatur, GA 30033
404-325-8755
18508 Pioneer Blvd.
Artesia, CA 90701
562-402-8755
5944 Newpark Mall Rd.
Newark, CA 94560
510-797-8755

PATEL® BROTHERS

"Celebrating Our Food....Our Culture"

ILLINOIS

PATEL BROTHERS**
2610 W. DEVON AVENUE
CHICAGO, IL 60659
T: 773.262.7777
F: 773.262.7914

PATEL BROTHERS**
2542 W. DEVON AVENUE
CHICAGO, IL 60659
T: 773.764.1857

PATEL BROTHERS
873 E. SCHAUMBURG ROAD
SCHAUMBURG, IL 60193
T: 847.524.1111

OHIO

PATEL BROTHERS**
1170 KENNY SQUARE MALL
COLUMBUS, OH 43220
T: 614.273.1376

PATEL BROTHERS**
6876 PEARL ROAD
MIDDLEBURGH HTS., OH 44130
T: 440.885.4440

GEORGIA

PATEL BROTHERS
1711 CHURCH STREET
DECATUR, GA 30033
T: 404-296-2696
F: 404-296-2698

MARYLAND

PATEL BROTHERS**
2080 UNIVERSITY BLVD EAST
LANGLEY PARK, MD 20850
T: 301.422.1555

PATEL BROTHERS**
808 HUNGERFORD DRIVE
ROCKVILLE, MD 20850
T: 301.340.8656

PATEL BROTHERS
6402 BALTIMORE NATIONAL PIKE
ROUTE # 40
BALTIMORE, MD 21228
T: 410.719.2822

INDIANA

PATEL BROTHERS
4150 LAFAYETTE ROAD
SUITE F & G
INDIANAPOLIS IN 46254
T: 317-293-8345
F:317-293-8395

MISSISSIPPI

PATEL BROTHERS**
1999 HWY 80 WEST
JACKSON, MS 39204
T: 601.353.6611
F: 601.373.9349

FLORIDA

PATEL BROTHERS**
7400 SOUTHLAND BLVD
ORLANDO, FL 32809
T: 407.438.0766

MICHIGAN

PATEL BROTHERS**
28684 FORD ROAD
GARDEN CITY, MI 48135
T: 734.427.4445
F: 734.427.4985

PATEL BROTHERS
37196 DEQUINDRE ROAD
STERLING HEIGHTS, MI 48077
T: 810.795.5120

PATEL BROTHERS
29220 ORCHARD LAKE ROAD
FARMINGTON HILLS, MI 48334
T: 248.851.7470

TEXAS

PATEL BROTHERS**
5815 HILLCROFT
HOUSTON, TX 77036
T: 713.784.8332
F: 713.784.8341

PATEL BROTHERS**
104 INGE DRIVE
RICHARDSON, TX 75080
T: 972.644.3972

NORTH CAROLINA

PATEL BROTHERS**
4434 CREEDMOOR ROAD
RALEIGH, NC 27612
T: 919.515.0085
F: 919.510.0138

PENNSYLVANIA

PATEL BROTHERS**
3821 WILLIAM PENN HWY
MONROEVILLE, PA 15146
T: 412.372.2758
F: 412.380.0144

VIRGINIA

PATEL BROTHERS**
11116 LEE HIGHWAY
FAIRFAX, VA 22030
T: 703.273.7400

NEW YORK

PATEL BROTHERS
251-08 HILLSIDE AVENUE
BELLEROSE, NY 11426
T: 718.470.1356
F: 718.470.0209

PATEL BROTHER
42-92 MAIN STREET
FLUSHING, NY 11355
T: 718.321.9847
F: 718.539.0008

PATEL BROTHERS**
290 S. BROADWAY
HICKSVILLE, NY 11081
T: 516.433.6260
F: 516.433.6872

PATEL BROTHERS**
37-27 74TH STREET
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
T: 718.898.3445
F: 718.898.9243

PATEL BROTHERS
124-10 LIBERTY AVENUE
RICHMOND HILLS, NY 11418
T: 718.843.2527
F: 718.843.2526

NEW JERSEY

PATEL BROTHERS**
1357 OAK TREE ROAD
ISELIN, NJ 08830
T: 732.283.7283
F: 732.283.4950

PATEL'S CASH N' CARRY**
1551 OAK TREE ROAD
ISELIN, NJ 08830
T: 732.205.0187
F: 732.205.0397

PATEL'S CASH N' CARRY**
782 NEWARK AVENUE
JERSEY CITY, NJ 07306
T: 201.222.7572
F: 201.222.7850

PATEL'S CASH N' CARRY
2800 ROUTE 27
NORTH BRUNSWICK NJ 08902
T: 732-827-0667
F: 732-821-7232

***Stores that provide mail order service*

BEST TASTE

SWAD

IN TOWN

LARGEST SELLING FOOD BRAND IN AMERICA

Essence of the *Gita*

Dr. Achintya Maitra

I have been studying the Gita for quite some time and am amazed that each reading renders a new set of understanding and meaning of the verses. I am also teaching the Gita in a local chapter of the Brahma Rishi Mission here in London. During the interactive discussion with my students, I realized that this holy book has addressed issues of conflicts of our daily lives so eloquently. No wonder intellectuals of all ages found this book to be highly enlightening and sacred!

A recent letter from one of my young relatives, a medical doctor, who is going through a period of intense stress due to family health problems, asked me how he could use the Gita to bring him some solace and comfort. To quote him, "in this difficult situation when the morale is low, the thought process is clouded, dilemma and frustrations are galore - could I humbly request you to write a few lines explaining what Sri Krishna advised Arjun in Bhagvad Geeta which gave him the strength of mind ?"

Here was my response: Krishna vis-à-vis Arjuna's predicament can be summarized thus - before the battle of Kurukshetra, Arjuna was overwhelmed by grief and confusion – to such an extent that he had become a part of Krishna's problem. Bhagavān Krishna wanted to motivate and inspire him so that he could be a part of the solution instead.

On analysis, it becomes clear that Arjuna's distress and confusion are due to four factors: (a) the requirement of his kula-dharma (family law), which forbids him to kill members of his own family; (b) the prescription of his varna - the kshatriya dharma; this requires him to fight always for dharma, destroy the evil and lay down his life in the process, if necessary; so the two dharmas have conflicting requirements; (c) the anticipated anguish that would result from Arjuna's killing of the elders who are like gods to him; (d) the ideal of renunciation, which dominated certain sects when the Gita was composed.

Krishna's job was to disentangle this knot, which he did so eloquently. In chapter 2 of the Gita, verses 2.11 – 2.38, Krishna has explained why in Arjuna's case, his kshatriya dharma overrides his kula-dharma; He explained the distinction between the Self (Ātman) and non-Self i.e the body; the one is indestructible and perennial while the other goes through the life cycles of birth, death and re-birth. Arjuna can only kill the body but will never kill the divine core (Ātman) in it; so the killing in battle is not really killing; (the killing is pre-ordained, in any case, as Krishna explains in Chapter XI) and finally, renunciation through sannyāsa is not appropriate for Arjuna because he is a householder – sannyasa is a state of spiritual development and not a means of escape; he must start his upward journey from his existing position.

Bhagavān then tells Arjuna how he would conduct himself completely dispassionately in the war, without any animosity towards anyone but out of a sense of duty, and without any selfish interest (nishkāma).

Arjuna, having listened with ekagra chetasā (one-pointed attention) to Krishna's advice, realized that his confusion had been resolved and he knew what to do, why he would do it and how he should do it.

In the book, Krishna not only addresses Arjuna's immediate problems but explains the whole actions of nature, the meaning of life, and the aims for which one must struggle.

The essence of the Gita can be given in two words: Nishkāma Karma – work without selfish desire, a disciplined process of kenosis (self-emptying).

Now, I do not know if the young doctor found some consolation from my interpretation of the Gita but, I am sure, he would see that calamities he is facing are not of his making and it is not up to him to affect the outcome which is already pre-ordained. All he can do is to do his best to address the issues in a dispassionate way without expecting the result to go necessarily in the way he prefers.

ছবি

সমর মুখোপাধ্যায়

ছিয়াশী সলের ডিসেম্বর। শীতেরই কাল, কিন্তু এবারে যেন সামনের বছরের শীতটাও মুড়িসুড়ি দিয়ে একসঙ্গে এসে হাজির হয়ে গেছে। ঠাণ্ডায় চারদিক ঝকঝকে, যেন ঠুনকো কাঁচের পটে আঁকা সুন্দরী। জানলার আড়াল থেকে দেখলে চোখ জুড়োয় কিন্তু হাত বাড়ালেই মিষ্টি আওয়াজ করে ভেঙ্গে পড়ে যাবে। শীতের কাছে আস্কারা পেয়ে হাওয়ার দাপটটাও খুব বেড়েছে।

সরু গলির দুধারে সারি দেওয়া দোতলা বাড়ীগুলো, গায়েগায়ে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হয় শীতেরই ভয়ে। মাঝে মাঝে, এক একটা ছাতের পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে তেরছা একফালি রোদ্দুর এসে উল্টো দিকের বাড়ির দেওয়ালে পড়ে হাঁপাচ্ছে। অত হিম আর কুয়াশা ঠেলে আসতে গিয়ে রোদের জৌলুসটা তেমন আর নেই, তাই ফোলা ফাঁপা বরফের ঢিবিগুলোও বেশ বুক ফুলিয়ে রাস্তায় শুয়ে ছিল। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে রাস্তায় বেরোনোর তাগিদ নেই কারুরই। তাই রাস্তাঘাট বেশ নিরিবিলি। মাঝেমাঝে এক আধজন পথচারী পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়ে পা চালিয়ে চলে যাচ্ছে। চলন দেখে বোঝার উপায় নেই যে কাজের তাগিদ না শীতের তাড়না? ছোট ঠেলা গাড়ীটা রাস্তার একপাশে রেখে রুটিওয়ালা গিয়েছিল সওদা নামাতে। ফিরে এসে, ঝোড়ো হাওয়ায় হেলে যাওয়া নারকোল গাছের মত শরীরটাকে বেঁকিয়ে ঠেলতে লাগল গাড়ীটা। চলার তালে তালে তার নাক মুখ দিয়ে সাদা ধোঁয়া বেরোতে লাগল কয়লা টানা ইঞ্জিনের মত আর খট খট আওয়াজ করে গাড়ীটা এগিয়ে চলল কাটা পাথরের রাস্তা দিয়ে। আশেপাশের পুরোনো গেরস্থ বাড়ীতে, একটু ফাঁক পেলেই বাড়ীর লোক ঘরের মাঝের আগুনের জায়গাটায় পিঠ দিয়ে বসে পড়ছিল। মাঝে মাঝে আগুনে দুটো কাঠ দিয়ে দিচ্ছিল কেউ। বাড়ীগুলো থেকে চলকে পড়া ধোঁয়া রাস্তায় বয়ে আনছিল পোড়া কাঠের গন্ধ।

* * * *

কিন্তু রোজকার রুজির জোগাড়েই যাদের হিমশিম খেতে হয় এই হিমের দিনে, তাদেরই ঘরে থাকে না কাঠ আর পেটে পড়ে না রুটি। এ যে কেমন বিধান, কিছুতেই বোঝে না ভিনি। গলিটার শেষ মাথায় পৌঁছে বাঁ দিকের রাস্তাটা সে একবার দেখে নিল, "নাঃ, দোকানটা বোধ হয় বন্ধ।" এখান থেকে ঠিক বোঝারও উপায় নেই যে আজ খোলে নি, না উঠেই গেল দোকানটা। ওসব নিয়ে ভাবার সময় নেই ভিনির। কিছু একটা ব্যাবস্থা তো করতেই হবে আজ। এত শীতে এটুকু পথ আসতেই শরীর কালিয়ে গেছে। এরপর যদি বাড়িওয়ালার গলাধাক্কা জোটে? উঃ, ভাবতেই মাথাটা সেইরকম দুলে উঠল। মাথাটা এত অবাধ্য হয়ে গেছে আজকাল যে তার ঘোরা, ভাবা, সবই যেন লাগাম ছাড়া। যে কটা টাকা ডাকে এসেছিল, কবে শেষ হয়ে গেছে। কদিন বাজারও হয় নি। তবুও খিদের কথা তেমন মনে পড়েনি। অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে ঐ কুটুরিটার মধ্যে জড়সড় হয়ে কেটে গেছে কটা দিন, না, রাত্তির? কে জানে? এবারে ভাড়া না চোকাতে পারলে ঐ আশ্রয়টুকুও আর থাকবে না।

বাঁ হাতটা পকেট থেকে বার করে, কাগজে মোড়া প্যাকেটটা হাত বদল করে নিল ভিনি। ডানহাতটা তা না হলে বোধহয় অবশ হয় পড়েই যেত। খরগোসের চামড়ার চাপকান টুপিটা টেনে আরেকটু নামিয়ে নিল, যতটা ঢাকা যায়। প্যাকেটটা বুকের কাছে চেপে ধরে, কাঁধ দুটো আরও একটু জোড়া করার চেষ্টা করে চলার গতিটা বাড়িয়ে দিল। ভেতরে মোটা পশমের তেলচিটে জামা, ওপরে তাপ্পিমারা চামড়ার চোগা, তা সত্ত্বেও শীতের তীরগুলো সোজা গিয়ে বিঁধছিল হাড়ে। মুখভর্ত্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি ঠান্ডার কাছে হেরে গিয়ে মুখটাকে আরও গোমড়া ভাব ধরিয়ে দিয়েছিল। নিজের হাতের দিকে চোখ পড়তে নিজেই চমকে উঠল ভিনি। সাদা, ফ্যাকাশে মার্বেলের মূর্ত্তির মত চামড়া। তার ওপর মরা নদীর সোঁতার মত কতকগুলো এলোমেলো রেখা দেখা যাচ্ছে। মানুষের শরীরে ওগুলোর ভেতর দিয়ে রক্ত চলাচল করে।

পায়ে পায়ে এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে মনে হল শহরটার প্রাণ বোধহয় এখনও একটু আছে। ঐ তো, ঐ দোকানটা খোলা। মুহূর্ত্তের জন্য জল ছাড়া কই মাছের মত লাফিয়ে উঠল একচিলতে আশা, কিন্তু ভাল করে দেখতে পাওয়ার আগেই আবার আছড়ে পড়ল জলে। বুকটা কেঁপে উঠল। আগেও তো অনেকবার চেষ্টা করেছে, এবার যে কেন অন্য ফল হবে তা নিজেই ভেবে পেল না ভিনি। ভাগ্যরেখা তো একই দিকে চলে। তবুও, ভাবার সময় নেই। আজকের দরকারটা যে বড্ড বেশী। মনে মনে ভাবতে লাগল দোকানীকে কি কি বলবে। "দেখ, দেখ, কি সূক্ষ্ম আঁচড়! দেখছ না, এর ওপরটায় রঙের চটক, কিন্তু ভেতরে লুকিয়ে আছে শুধু একটা ধারণা। নতুন একটা ভাব। একই গোলাপী রং, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফুটে উঠেছে প্রাণ আর খাদ্য।" পুরোটা ও খুব ধৈর্য্য ধরে বোঝাবে। কেন বুঝবে না, নিশ্চয় বুঝবে দোকানী। এমন রতন, দেখেও চিনবে না? তা কি করে সম্ভব?

মাথার ভিতরের ঝড়টা ওকে আরও জোরে ঠেলে নিয়ে চলল। মুদিখানা আর কালোয়ারীর দোকান। কি না পাওয়া যায়? দরজা খুলে ঢুকতে গিয়ে হাতটা একটু কেঁপে উঠল ভিনির। তৈরী করা কথাগুলো

সব বাঁধন ছিঁড়ে টলমল করতে লাগল। কেমন যেন গলার ভেতরটা ফুলে উঠতে লাগল। এ অবস্থায়, কথাগুলো শুধুমাত্র গলার আওয়াজে ভর করে উড়বে কি করে ভেবে পেল না সে। ইতিমধ্যে দোকানের ভেতরটা যে ঠাণ্ডার থেকে রেহাই দিয়েছে, তাও খেয়াল করতে পারল না ও। মনের মধ্যে উত্তেজনা আর নিশ্চিত নিরাশার মধ্যে লেগে গেল লড়াই।

দোকানঘরের দুপাশের দেওয়ালে ছাত পর্য্যন্ত তাক। তাকগুলোয় ছড়িয়ে রয়েছে নানা বাক্স, খাপ, ঠোঙা। কোনটা ভরা, কোনটা খালি। এদিকে ছুরি, ফলা, পেরেক, শেকল, বালতি। ওদিকে রয়েছে রং, ছবি, মূর্ত্তি, খাতা, কালি, দোয়াত। বাকি সব জায়গাগুলো চাপ চাপ অন্ধকার আর সোঁদা গন্ধে ভরা। খদ্দের বাড়ন্ত, তাই তাক গুছিয়ে সময় কাটাচ্ছিল দোকানী। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে নাকের ওপর গড়িয়ে-পড়া চশমাটাকে টপকে তাকাল। “- কি খবর, তুমি? কি চাই আবার?” মুখে এক তাচ্ছিল্যের হাসি। এগিয়ে এসে খদ্দেরকে অভ্যর্থনা করার কোনো তাগিদ দেখা গেল না। ভিনির মুখ

থেকে সুপ্রভাতের সম্বোধনটা বেরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে গেল। হাতের মোড়কটা সর্ন্তপনে খুলতে খুলতে ইতস্তত গলায় বলল, “ বড় বিপদে পড়েছি। বাড়িওয়ালা জবাব দিয়ে দিয়েছে। বাসার ভাড়াটা না মেটাতে পারলে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে আজ। তাই ভাবছিলাম, মানে, আর কিছু না, এই তেলরঙা ছবিটা রেখে যদি কিছু ......।” ছবিটা খুলে দোকানীর সামনে ধরল ভিনি, কিন্তু অত সেধে আসা কথাগুলোর একটাও মুখ থেকে বেরল না।

দোকানীর মুখের ভাবে মনে হল অনেক চেষ্টা করেও সে হাসি চাপতে পারল না। “ এটা কি এঁকেছো কি? এঃ? কোন দিকটা সোজা?” ছবিটাকে এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে বলল, “কি রে বাবা, চিংড়ি মাছ না কি?” মুখের হাসিতে ততক্ষণে জোয়ার এসে গেছে। পরের কথাগুলো আর মনে নেই।

শিল্পী মনের সমস্ত সত্ত্বা উজাড় করে, অনুভূতিগুলোকে নিংড়ে নিয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা ছবি। ওর প্রতিটি আঁচড়ই এক অনন্য সৃষ্টি। অনায়াসে ছুঁড়ে দেওয়া তাচ্ছিল্য, অতি সহজেই সেগুলোর বুক চিরে রক্তাক্ত করে দিতে লাগল। কোঠরে ঢোকা চোখদুটো তুলে দোকানীর দিকে একবার তাকাল ভিনি। হাত নেড়ে যেন বোঝাতে চেষ্টা করল, “এটাই আমার হৃদয়। আর কিছু আমার নেই।” শরীরটাই শুধু নড়ল, গলা দিয়ে একটা স্বরও বেরল না।

“দেখো বাপু, পাগল না হলে এ ছবি তো কেউ কিনবে না। এ এই তাকে বসেই বুড়ো হয়ে মরে যাবে। তা যাক্। তুমি বার বার আস আর ফিরে যাও, খারাপও লাগে। যতই হোক্, তোমার ভাইকে তো চিনি। কি চমৎকার, কাজের ছেলে। আর তুমি? দ্যখো এখনও সময় আছে, এসব ছেড়ে পুরুতগিরিটা করো না। পেটটা তো চলবে।”

বাক্স থেকে একটা আধুলি বের করে ছুঁড়ে দিল ভিনির সামনের টেবিলটার ওপর। “এসেছো যখন, তখন ঐটা নিয়ে এবার এসো। এসব ছবি ছাবা আমার কাছে আর এনো না।” বাইরের ঠাণ্ডা বিঁধছিল হাড়ে, এখানে কি একটা গিয়ে বিঁধছিল সোজা হৃদপিণ্ডে। ওখানে শরীর হচ্ছিল অবশ, এখানে অস্তিত্ব টা হটাৎ আবঝা হয়ে গেল। সামনের টেবিলে আধুলিটা যেখানে আওয়াজ করে এসে পড়ে ছিল, অল্প আলোয় সেখানেই ওটা একটু চমকে উঠল। শক্ত মুঠোর মধ্যে ওটাকে পুরে নিয়ে ছিটকে রাস্তায় বেরিয়ে এল ভিনি।

না, না, শীত তো তেমন আর লাগছে না গায়ে! খিদেও তো আর নেই! শরীরটা বড় হালকা! শুধু, শুধু মাথার মধ্যে একটা ঘূর্ণি। সব কেমন উল্টে পাল্টে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে! কি যে মনে হচ্ছে তাও বুঝতে পারল না ভিনি। সব মিলেমিশে একাকার - মানুষ - জীবন - ছবি - ছাত - মাকড়সা - সমুদ্র! এ কি? ঝুলছে - বাতা স-আয় না- ইতিহাস! ফা মছি সি কু আ - !

টলতে টলতে বাসার দিকে ছুটে চলল ভিনি। দুএকজনের গায়ে ধাক্কা লাগল রাস্তায়। দিনের আলোয় মাতলামি করার জন্য ভর্ৎসনা করে উঠল একজন। একটা গাড়ি কোনরকমে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মুঠোকরা হাতটা তখনও চোগার পকেটে। অন্য হাতটা এলোমেলো

ঘোরাফেরা করে চলেছিল আকাশ আর মাটির মাঝখানে, ঝড়ে ওড়া পাতার মত। মাথাটা ততক্ষণে শরীর ছেড়ে চলে যেতে চাইছে কোথাও। কি অসহ্য যন্ত্রণা! বাড়ী এসে গেছে। চোখে পড়ল, দরজার পাশে কম্বল জড়িয়ে উবু হয়ে বসে থাকা একটা মানুষ। ঠাণ্ডায় মুখের চামড়া মোচড়ানো কাগজের মত হয়ে গেছে। টিকোলো নাকের দুধারে খাদের অতলে লুকিয়ে আছে ছলছলে দুটো চোখ। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ভিনির দিকে শীর্ণ একটা হাত এগিয়ে দিয়ে বলল, " দাওনা গো দুটো পয়সা, কাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি, খদ্দেরও জোটেনি একটা।"

এক মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি বিনিময় হল দুজনের, যেমন হয় শিকার আর শিকারীর। কলের পুতুলের মত ভিনির মুঠো-করা হাতটা পকেট থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটার দিকে আর মুঠো থেকে ছাড়া পেয়ে গরম আধুলিটা নিশ্চিন্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল মেয়েটার হাতে। ঝিমিয়ে পড়া রোদের আলোয় অবাক চোখে মেয়েটা তাকিয়ে রইল ভিনির দিকে। "ছি, ছি, কি লজ্জা, কি সামান্য দান। ক্ষুধার্তকে অপমান?" মেয়েটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না ভিনি। অপারগতার লজ্জা ঢাকতে দৌড়ে পালিয়ে এল বাসার ভেতর।

তারপর? পরের দিন ঠিক সময়ে ফিরে এল ১৮৮৬ এর আরও একটা কনকনে দিন। ভিনির মাথার ওপর থেকে সরে গেল ছাত। আলোর ছটায় ভেসে গেল মন। কানায় কানায় ভরে উঠল ইতিহাস।

বিখ্যাত ওলন্দাজ শিল্পী ভিন্সেন্ট ভ্যান গ'র ১৮৮৬ সালে আঁকা সেই ছবি পিঙ্ক কাগজের ওপর পিঙ্ক, "শ্রিম্প অ্যাণ্ড মাসলস্" এখন রাখা আছে আমস্টারডামের মিউসিয়ামে। মানসিক ভারসাম্যের অভাব ভ্যান গ'র জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছিল শেষ দিন পর্য্যন্ত। যৌবনে গীর্জায় শিক্ষানবিসি করা সত্ত্বেও ছবি এঁকেই বাকি জীবনটা কাটে, ভাই থিও'র আর্থিক সাহায্যের ওপর ভর করে। জীবদ্দশায় ওঁর কোন ছবি বিক্রী হয় নি। এ ছবিটাও বিক্রী নয়, এক মুদির দয়া। কিন্তু প্রায় একশ' বছর পরে ভ্যন গ'র আইরিশ ফুলের ছবি বিক্রী হয় একানব্বই মিলিয়ান ডলারে।

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

Best Wishes from

মীরা বাগচি, তুষার বাগচি

Mira Bagchi, Tushar Bagchi

Best Wishes from "Market Pharmacy"

Get well at "Market Pharmacy"

We take medicaid and medicare part D
Ask “Roger” or “Joy” for best price

Phone: (404) 524-8888
Fax: (404) 524-9999

We deliver medicine free of cost

BLUE SKY TRAVEL LLC

ASSOCIATED WITH THE LARGEST CONSOLIDATOR IN U.S.A

TRAVEL INVENTOR.COM - (INNOVATIVE ONLINE BOOKING ENGINE)
LOWEST INTERNATIONAL AIR, HOTEL AND TOURS GAURANTEED

ANNOUNCING THE LOUNGING OF STATE OF THE ART WEBSITE-TRAVELINVENTOR.COM
LOWEST DEALS ON AIRFARE/VACATION/HOTEL/CAR/CRUISE/INSURANCE -INVENTED
BOOK ONLINE AND EARN BLUELOYALTY CASH BACK

We can beat all the online and competitors prices and give you exceptional service.

एअर इंडिया AIR-INDIA · Delta delta.com · BRITISH AIRWAYS · AIR FRANCE · Emirates · NORTHWEST AIRLINES · KLM · SINGAPORE AIRLINES

Star Tours

Authorised agents for U.S.A
Highly competitive rates on Europe tours starting from $250 (3 days) to $1500 (14 days)
The best value in the market - hindu veg meal, jain meal, muslim meal - all available.

- *Book Cruise & Tours*
  last minute domestic air through us and enjoy up to 40 percent discounts and cash back.
- *Best Price & Service -*
  for tickets originating from India & also FREE ticket delivery in any part of India
- *Seat Confirmations*
  even at peak travel time.
- *24 Hour service*
  with live agent assistance & ticket issuance for all kinds of emergency travel
- *More than 45 percent discounted*
  business class wholesale fares to destinations all around the world.
- *Passport and VISA services*
  for all countries.

6786805000 (40 LINES) / 7708142017

Call our new and more experienced travel consultants

Manojkumar
(more than 14 years of experience in travel consulting - IATA Advanced Certified)
AIRJAMAICA Specialist • PORTUGAL Tourism Specialist • CELEBRITY Cruises Specialist • HAWAI Specialist • HYATT Resorts Specialist
TOURISM OF INDIA Specialist • GERMAN Tourism • EUROPIAN Rail Expert

Bhoomi Patel (Certified Travel Agent)
Abilash Modi Certified Travel Consultant)
Jason Dsouza (Certified Travel Consultant)
Chandan Saroopa (IATA Certified & more than 10 Yrs of experience)
Sudeesh Nair (Certified Travel Consultant)
Dennie.V Sunny (Certified Travel Consultant)
Shafeek Khan (Certified Travel Consultant)
Mohammed Ali Hussain Bangladesh/Pakistan Travel Specialist

U.S. Office: 311 ROCKBRIDGE RD | LILBURN | GA 30047
Main #: (678) 680-5000 (40 LINES)
(770) 814-2017 / (678) 793-6046 • Fax: (678) 680-6050

India Ofiices: Adam Bazar, Thrissur, Kerala, India
Tel 04872440336 / 04873012199
Associate Office: 1204 Kailash Bldg., New Delhi. Tel 23356456

WWW.BLUESKYTRAVEL.ORG

GREEN LIMOUSINE SERVICES

(Division of Bluesky Travel L.L.C)

2009 Model Lincoln Night Hawk
120 inch stretched limo for
all occassions

Call-678-680-5000

20% OFF On airport ride if the ticket was purchased thru bluesky travel

Elora
Age: 10

দূর্গাপূজো আমেরিকান কায়দায়

সুব্রত মজুমদার, আইকেন, জর্জিয়া

মনে আছে ছোট বেলায় নতুন বছর শুরু হওয়ার প্রথম থেকেই বসে থাকতাম দূর্গা পূজোর জন্য। মাকে জিজ্ঞেস করতাম পূজো কবে? মা বলত পাঁজি এখনও বেরোয়নি, বেরলে জানাব। পাঁজি বেরলে মা ক্যালেণ্ডারে দাগ দিয়ে বলত, এই দেখো এই পাঁচদিন পূজো। ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো মনে হত বড্ড দেরী করছে ঐ দিনগুলোতে পৌঁছতে। আমার শৈশবের কলকাতায় কাটানো প্রতিবছরের পূজোর ঐ কটা দিন আজও মনে পড়ে ছবির মত। লক্ষ্যের থেকে উপলক্ষ্য বড় হয়ে উঠত আমার কাছে পূজোর সময়। নতুন কেনা জামা কাপড় আর বাটার জুতো বড় হয়ে উঠত পূজোর থেকেও। মনে পড়ে আসল পূজোর একসপ্তাহ আগে ভোর বেলায় মায়ের ডাকে ঘুম থেকে উঠে বীরেন ভদ্রের গলায় মহালয়ার গান শোনার কথা। আমার পূজো শুরু হত বলতে গেলে ওই মহালয়ার গান শোনার পরের দিন থেকেই।

পূজোর সময় কলকাতাকে মনে হত একটা আস্ত পাগলখানা। সারা শহরটা মেতে উঠত ওই পাঁচটা দিন, ঝলমল করত আলোয় আলোয়, ঢাকের বাদ্যি, আর লাউড স্পিকারের কান ফাটানো হিন্দী সিনেমার গানে। ছোট থেকে বড় সবাইকে দেখতাম পাটভাঙ্গা নতুন জামাকাপড় পরে দলে দলে ঘুরছে পাড়া থেকে পাড়ায় ঠাকুর দেখার জন্য। কত রকমেরই না ঠাকুর, কত বড় আর কত রকমের তাদের সাজ। সব প্রতিমার মুখেই আমি একটা অদ্ভুত হাসি লক্ষ্য করতাম। প্যাণ্ডেল থেকে প্যাণ্ডেলে আমিও ঘুরে বেড়াতাম বন্ধুদের সঙ্গে। মনে হত এই প্রতিমাটা আগের দেখা প্রতিমাটার থেকে আরও ভাল, হাসিটা যেন আরও সুন্দর। পাঁচটা দিন মনে হত বড্ড কম, আরও বেশীদিন ধরে পূজো চলা উচিৎ। ভাবতাম বড় হয়ে আমি সব পাল্টে দোব। অঞ্জলি দেওয়ার সময় পুরোহিতের পড়া মন্ত্রগুলো আমার কানে বাজত। সমস্ত পরিবেশটা মনে হত সুন্দর, নির্মল, পবিত্র আর জাগ্রত।

আমেরিকায় আমরা দূর্গাপূজোর অনেক সংশোধন করে নিয়েছি। লাইফ ইন দ্য ফাস্ট্ লেনের দেশে আমরা পাঁচ দিনের পূজোটাকে সেরে ফেলি দু/তিন দিনে।শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের সুবিধা মত করে নি কোন্ উইকেণ্ডে আমাদের সব থেকে সুবিধা হবে পূজো করতে। এইবারের যিনি প্রেসিডেন্ট, তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট্ বুক আর কোন স্কুলের অডিটোরিয়াম ওই দুটো/তিনটে দিন খালি পাওয়া যাবে তার ওপরেই আমাদের পূজোর দিন মোটামুটি নির্ভর করে। আমেরিকার পূজোয় পাঁজির কোন প্রয়োজন হয় না। আমরাই ঠিক করি আমাদের পূজোর দিন।

আমাদের শহরের পূজো দেখতে গেলাম কয়েকদিন আগে। স্কুলের অডিটোরিয়ামে ঢুকে চাঁদা দিয়ে, থুড়ি প্রণামী দিয়ে, বসলাম একটা চেয়ারে। দেখলাম আমার চেনা এক ডাক্তার ভদ্রলোক পূজো করছেন। একটু অবাক হলাম, পাশের বসা ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম নীচু স্বরে, “ আচ্ছা, যিনি পূজো করছেন তিনি তো ব্রাক্ষণ নন, উনি পূজো করছেন কি করে? তাছাড়া উনি সংস্কৃতে লেখা মন্ত্রগুলোও ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারছেন না।”

“তার মানে, পুরোহিত ব্রাক্ষণ হতে হবে এমন কোন কথা কোথাও লেখা আছে নাকি? আপনি আমায় দেখাতে পারেন? কতদিন আমেরিকায় আছেন? এখনো এত ব্যাকডেটেট্ হয়ে আছেন কেন? এবারে তো non-brahmin দিয়ে পূজো করালাম। পরের বারে ঠিক করেছি মহিলা পুরোহিতকে দিয়ে পূজো করাব। অনেকদিন ধরে এই সব discrimination চলে আসছে, আর আমরা এসব সহ্য করব না। আপনাদের মত লোকেদের জন্যই তো আমাদের এত অবনতি। আর সংস্কৃত ভুল বলছে কি না তা আপনি কি করে জানলেন? আপনি কি সংস্কৃতের মাষ্টারমশাই? আর তাছাড়া যদি ভুল বলেও থাকে তো কি হয়েছে? ওটাতো এমনিতেও একটা obsolete language। আমরা ঠিক করেছি আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে বুঝতে পারে তার জন্য এবার থেকে English এ ওই মন্ত্রগুলোকে ট্রান্সলেট করে বাচ্ছাদের দিয়ে পড়াব।” ভদ্রলোক প্রায় আমাকে খেঁকিয়ে উঠলেন।

আমি আড়চোখে এদিক ওদিক তাকালাম কেউ আমাদের কথা শুনতে পেয়েছে কিনা। দেখলাম অনেকেই মাদূর্গার দিকে না তাকিয়ে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি আর কথা বাড়ালাম না। ওনাকে বলতে পারলাম না যে আমি এক সময়ে স্কুল থেকে কলেজে ওঠার পরীক্ষায় সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিলাম। আমার বাবা সংস্কৃতের মাষ্টারমশাই ছিলেন। আমার বাবা ভোর বেলা নিজে উঠে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে আমাকে পূজোর মন্ত্র উচ্চারণ শেখাতেন। ভুল উচ্চারণ করার জন্য আমায় কানমলা খেতে হয়েছে অনেকবার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভয়ে ভয়ে সরে পড়লাম ওনার পাশ থেকে।

একটা ফাঁকা চেয়ার দেখে বসে পড়লাম। চোখটা সরাসরি গিয়ে পড়ল প্রতিমার দিকে। মাদূর্গা দশভূজা হয়ে নিচে পড়ে থাকা অসুর নিদ্ধে ব্যস্ত। ছেলে মেয়েরা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সব ঠিক আছে। এক মিনিটের জন্য আমার মনটা দৌড়তে শুরু করল, চলে গেল সোজা কলকাতায়, আমার সেই ছোটবেলার কলকাতায়, সেই পূজোর দিনগুলোতে - মাত্র এক মিনিটের জন্য। চোখটা খুললাম - আরে এই প্রতিমাটা এত ছোট কেন? ছোট তো হবেই, কুমারটুলি থেকে আনতে

খরচ পড়ে না? মনে আছে আমি একবার কথাটা তুলেছিলাম। আমায় বলা হল - যত বড় প্রতিমা তত খরচা। ফেল কড়ি, মাখ তেল। আপনি পয়সা ছাড়ুন, আপনাকে চল্লিশ ফুট লম্বা প্রতিমা এনে দেব।

মনে আছে কলকাতায় পূজো শেষ হলে প্রতিমার বির্সজন হত। মাটির প্রতিমা জলে ফেলে দেওয়া হত। মা গঙ্গা তাঁর বুকে টেনে নিতেন সবাইকে। দলে দলে সেখানেও যেত প্রতিমা বিসর্জন দেখার জন্য। ঢাকের বাজনা এত জোরে বাজত যে সারা বাড়ী কেঁপে উঠত। আমার বুকের ভেতরটাও কেঁপে উঠত। আমরা বলতুম, ঠাকুর আবার এসো। ঠিক এইসময়ে আমার দু চোখ জলে ভরে উঠত। আমি জানতাম পরের বারে ঠাকুর হবে সম্পূর্ণ নতুন। মায়ের হাসিটা পরের বারে কেমন হবে দেখার জন্য আমি অপেক্ষায় থাকতাম।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমেরিকান প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার দরকার নেই। প্রতিমা এখানে আসেন আর চলে যান প্যাকেজ ডিল্ হয়ে। একবছরের জন্য তিনি প্যাকেজের মধ্যে বন্দীনী হয়ে থাকবেন। State of the art technologyর সাহায্যে তাঁকে রাখা হবে এমন ভাবে যাতে আলো আর বাতাস ঢুকে চেহারার কোন পরিবর্ত্তন না করতে পারে। আচ্ছা, মার কি ইচ্ছা করে না নতুন চেহারা নিয়ে নতুন হাসি নিয়ে প্রতিবছর আমাদের দেখা দিতে?

আমি মাকে বললাম, "চিন্তা কোর না মা। কুছ পরোয়া নেহি। আমরা এখান থেকে একটা মাউসের ক্লিকে দেশের যে কোন জায়গায় বিঁজয়ার মিষ্টি নিমেষের মধ্যে পাঠাতে পারি। পাঠাতে পারি বিঁজয়ার সুন্দর দেখতে কার্ড, ঢাকের আওয়াজ সমেত, যার সঙ্গে থাকবে অবিকল প্রদীপের মত দেখতে ছবি। তুমি বুঝতেও পারবে না আসল না নকল। আর হাসির কথা বলছ? ওটাও কিছু নয়। ওটা হল মাইণ্ড সেটের ব্যাপার। মাইণ্ড সেটটা একটু তোমায় শুধু চেঞ্জ করতে হবে। এই ধরনা, লিওনার্দোর আঁকা মোনালিসার ছবি। গত প্রায় পাঁচশ বছর ধরে লোকের মন জয় করে আসছে কি না? একই হাসি অথচ যত দিন যাচ্ছে তত লোকের ভাল লাগছে। তোমার হাসি মোনালিসার হাসির থেকে কম নয়, বরঞ্চ অনেক অনেক বেশী।"

মুছে যাওয়া দিন

শঙ্কর সেনগুপ্ত

আজকাল ফেসবুকে বন্ধু হবার ইনভাইট আসে খুব ঘনঘন - প্রথম পঞ্চাশ জন বন্ধু হতে লেগেছিল নয়মাস - তার মাসখানেক পরে একশ সাতাশি তে আটকে আছি। গত তিরিশ বছরের ভুলে যাওয়া নাম গুলো মেলবক্সে এ নোটিফিকেশন হয়ে এসে স্মৃতির গোড়ায় নাড়া দেয়। ইমেল অথবা কল্ করি শৈবাল কে ড্যালাসে। ওর টন্‌টনে মেমরি - ঠিক ধরিয়ে দেয় গার্গী ব্যানার্জী কুড়ি বছর আগে ছিল গার্গী দত্ত। টিফিনে আনত পাঁউরুটি আর মাখন। চিনি দিয়ে। মাখন আর চিনির কথা মনে পড়ে - টিফিন বাক্স মালকিনের নাম মুখ গেছে হারিয়ে। অথচ মনে আছে ঠিক শৈবালের। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার - এক্সপোনেন্‌শিয়ালি বন্ধুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যা শুরু হয়েছিল অ্যাট্‌ল্যান্টার গুটি কয়েক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ বজায় রাখার মাধ্যম - আজ তা এক ব্রহ্মান্ড ব্যাপী সারকেল। তাই এখন সেলফ্ ইম্‌পোজড্ মোরেটোরিয়াম - নো মোর নিউ ফ্রেন্ডস্ অন ফেস্‌বুক।

তাই যখন স্টিভের রিকোয়েস্ট এসেছিল - কোনো কারণে মিস করে গেছি। কয়েকদিন পরে দেখি পার্সোনাল ইমেল মেসেজ - কি হোলো ক্লেম্‌সনের স্টিভ কে ভুলে গেলে নাকি? আই আম ইন অ্যাট্‌লান্টা - তোমার সঙ্গে মীট্ করতে চাই। তাড়াতাড়ি ফেস্‌বুকে লগইন্ করে দেখি - সত্যিই তো - বেশ কয়েকদিন আগে এসেছিল আমন্ত্রণ - পুরো উপেক্ষা করে গেছি। আমার আর তর সইল না - সাথে সাথে অ্যাক্‌সেপ্ট করে ফেললাম। স্টিভ-এর বৃত্তান্ত সব দেখি লকড্ ডাউন - প্রোফাইল পিক্‌চারও দেখি নেই। সবে ফেস্‌বুকে উঠেছে মনে হলো, ওর পাতাটা কিরকম খালিখালি। তাই কিছুটা সংশয় রয়ে গেল। স্টিভ স্মিথ্ তো অনেক - এই স্টিভ কি সেই স্টিভ?

এর কয়েকদিন পরের কথা। নরক্রসের ওয়াইল্ড উইংসের দোকানে বসেছি স্টিভের মুখোমুখি শেষদুপুরে। পুরোনোদিনের মতই হাইনেকেনের দুটো বোতল আর দু ডজন চিকেন উইংস ভাগাভাগি করে নিয়ে বসেছি। ওর বারোটা এক্সট্রা স্পাইসি, আমার ভাগেরটা মাইল্ড। বয়েস আর অ্যান্টাসিডের জোক গুলো উতরে এখন পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন।

স্টিভ এখনো ফেস্‌বুক পেজ আপডেট করে নি। তাই অনেক কিছুই অজানা। ফোনেও সেরকম বলেনি কিছু। আমার কৌতুহলি মন - আজকে মীট্ করার আগে তাই ইন্টারনেটে অনেকক্ষণ রিসার্চ করে মোটামুটি একটা আইডিয়া করে নিয়েছি। গুইনেট কাউন্টি-তে কোথাও একটা নেবারহুড - বছর দুয়েক মুভ করেছে মনে হলো। আজকাল কি না জানা যায় - প্রায় চেষ্টা না করেই।

- আমাদের টাইগার টাউন ট্যাভার্নে চিকেন উইংসটা বোধহয় পাওয়া যেত না? এতদিন আগের কথা ছাই কিছুই মনে পড়ে না।

- না। প্রথম আমরা উইংস খাই অ্যান্ডারসনের কোন একটা বারে - মঙ্গলবারে ছিল একশটা উইংস কুড়ি ডলার। সেই শেষ বার আমি হট্ উইংস খেয়েছিলাম তোমার পাল্লায় পরে - সেই ট্রমা'তে এখনো ভুগছি - আমি হেসে বলি।

সে সময়টা আমরা প্রথম ইয়ারের গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজ্‌মেন্টে। সে আজ প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। স্টিভ গ্রাজুয়েট স্কুলে এসেছিল চাকরি না পেয়ে। আর মিড্ টার্ম পরীক্ষা ইগ্‌নোর করে আর টার্ম পেপার না করে চলে যেত ফ্লোরিডা, অ্যালাবামা - চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। অন্য সময়টা কাটত হয় টাইগার টাউন ট্যার্ভানে কি নিক্‌সের ধোঁয়াটে ঘরগুলোতে। হাইনিকেন্ সেবন আর স্কিড্ রোয়ের গান। আমরা যারা গ্রাজুয়েট স্কুলের গ্রেড আর স্কলারশিপের উপর ডিপেন্‌ডেন্ট, আমরা ঠাট্টা করে বলতাম 'টাইমপাস'। বাপের পয়সায় ওয়ান হেল অফ আ ভ্যাকেশন। নিজেই ঠাট্টা করে বলত, কোনো রাখডাখ নেই। দুই সেমেস্টার মতো টিকেছিল - ভাগ্যবলে চাকরি পেয়ে চলে গেল ফ্লোরিডার জ্যাক্‌সনভিলে।

স্টিভ একটু আনমনা। প্রথম কয়েকটা কথার পর কেমন যেন চুপ মেরে গেছে। টিভি-র পর্দায় চোখ রেখে বাস্কেটবল খেলায় মশগুল। মনে হচ্ছে আমাকেই কথা এগোতে হবে।

লিজা কিরকম আছে? তাই আরো দু ডজন উইংস অর্ডার দিয়ে আমি প্রশ্ন রাখি। খুব বেশি অ্যাবরাপ্ট হয়ে গেল নাকি?

লিজা ব্যস্ত দুই টিনেজার কে নিয়ে - এই দেখ মেরিঅ্যান, আর জোয়ি। - ওয়ালেট বার করে ছবি দেখাচ্ছে স্টিভ। বেশ এনগেজড্ হঠাৎ।

মেরিঅ্যান কত হবে - উনিশ তো? - আমার কৌতুহলি মন, আর তর সইছে না।

- হ্যাঁ আর জোয়ি পনের - স্টিভ চমকালেও কিছু প্রকাশ করলো না।

- আমার এখন অনেক ক্যাচ আপ করতে হবে - আমার দুটো এখনও এলিমেন্টারি স্কুলের গন্ডি উতরোয় নি।

- আর লিজা সামলাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে - আজকাল তো জানই - এত সব ডিসট্র্যাকশন। আমাদের তো ফ্লোরিডা ছাড়তে হয়েছিল ঐ মেরিঅ্যানের জন্যই। কি ঝামেলা। - স্টিভ এর আজ মনে হচ্ছে আমার কথা শোনার সময় নেই, নিজের গল্প নিয়েই মশগুল।

- তুমি তো সেই ক্লেমসন ছেড়েছিলে বছর কুড়ি আগে - তারপর থেকে কি ফ্লোরিডা-তেই?

- হ্যাঁ - এই দু বছর আগে চলে আসি - টু গেট অ্যাওয়ে ফ্রম ইট অল।

আমার এখনো মনে পড়ে স্টিভ ক্লেমসন ছাড়ার দুদিন পরে এডি আমাকে কল করেছিল। আমাদের গ্রুপে এডি আর লিজা ছিল আইটেম - অন্তত: আমরা তাই জানতাম। সেদিন রাতে এডি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল - সেই টাইগার টাউন ট্যাভার্নে। এমনিতে খুবই চুপচাপ - সেদিন আর চেপে রাখতে পারেনি। লিজা চিঠি রেখে গেছিল - ছোটো টাউনে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে - আমি চললাম। এডির দৃঢ় ধারণা যে লিজা গেছে স্টিভের সঙ্গে। আর সন্দেহের কারণ যে কী, তা আর খুলে বলেনি। আর স্টিভ যে গেছে, তারপর কোনো খবর নেই - নো ফোন কল। গতমাসে ফেসবুকে ইনভাইট আসার আগে গত কুড়ি বছরে স্টিভের সঙ্গে কোনো কনট্যাক্ট ছিল না।

সেই রাতে টাইগার টাউন টাভার্নে এডি-র থেকে এটাও জেনেছিলাম যে লিজা এক্সপেক্টিং। আমি আর সাহস করে কিছু জিজ্ঞেস করে উঠতে পারিনি।

- চলো যাবে নাকি? এবার যে এগোতে হয়। তোমাকে বলেছিলাম একটা সারপ্রাইজ দেব। - স্টিভ আমাকে কল্ করেছিল তখন বলেছিল যে আজ আমাকে নিয়ে ও কোথাও একট যেতে চায় - "ইট ইজ টাইম টু ক্যাচ্ আপ্"।

গাড়ি চালাতে চালাতে স্টিভ বলে - জানো ঐ যে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে যে মেরিঞ্যান কোন কলেজে যায় - আমি উত্তরটা এড়িয়ে গেছি। জানো মেরিঞ্যান যখন তোমার বাচ্চাদের বয়সী তখন আমি একরকম স্বপ্ন দেখতাম। সে ছবি আজ মুছে গেছে। এভরি ডে ইট ইজ আ নিউ পিক্চার দ্যাট্ আনফরচুনেটলি চেঞ্জেস এভরি সো অফেন। মোস্টলি ফর দ্যা ওয়ার্স।

আমি, স্টিভ আর মেরিঞ্যান বসেছি তিনটে চেয়ারে পাশাপাশি। স্টিভ মেরিঞ্যানের হাতটা চেপে ধরে বসে আছে। মেরিঞ্যানের ব্লিচড চুলে গোলাপী রংয়ের আভাস। চুলের গোড়ায় চুলের আসল রং উঁকি দিচ্ছে। নাক ও ঠোঁটের নীচটা স্টিল রড দিয়ে পিয়ার্স করা। বেশভুশায় কেমন যেন আলুথালু ভাব। স্কুলের অডিটোরিয়ামের স্টেজে মেরিঞ্যানের ছেলে, স্টিভ জুনিয়র, জ্যাক অ্যান্ড দ্য বিনস্টক পরিবেশনা করছে অন্য কিন্ডারগার্টেন বাচ্চাদের সঙ্গে। আমাদের আশেপাশে তাদের মা বাবারা বসে আছে। মেরিঞ্যানের কিরকম একটা উদাসী ভাব - যেখানে হাসার কথা নয়, সেখানে হাসছে। স্টিভ সেই সময়গুলো ওর হাতটা আরো দৃঢ়ভাবে চেপে ধরছে। স্টিভ জুনিয়র নিজের পার্ট ভুলে গিয়ে মায়ে-র দিকে হাত নাড়ছে। মাঝেই মাঝেই মেরিঞ্যানের চোখে জল - বাবার কাছে স্নাগল করে বাবার কাঁধে মাথা রেখে বাবাকে জড়িয়ে ধরছে।

- আমি আজ স্টিভি-র বাবা। নিজের বাবাকে তো কোনোদিন চিনল না। - স্টিভ আমার দিকে ঝুঁকে পরে ফিসফিস করে বলে মেয়ের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে। আমার অস্বস্তি বেড়েই চলেছে। এদিকে এপাড়ায় কখনো আসিনি। আর প্রোগ্রামও অনেক দেরি করে শুরু হয়েছে - সাউন্ড ইকুয়েপ্মেন্টের গন্ডগোলে।

প্রোগ্রামের পর আমি আর স্টিভ পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে। স্টিভ ফোনে - মনে হল লিজার সঙ্গে কথা বলছে। মেরিঞ্যান চলে গেছে ম্যাক্ডোনাল্ডে স্টিভি-কে নিয়ে - বাচ্চাদের পারিতোষিক।

- আজ চলো তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি তোমার গাড়িতে। আজ অনেক রাত হয়ে গেছে - আর লিজার শরীরটা ভাল নেই। হাই ডায়াবিটিস তো।

-হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকদিন হবে। একই দিনে সব করা সম্ভব কি? - আমি একটু তাড়াতাড়ি সায় দিয়ে ফেলি।

ফেরত আসার পথে গাড়ীতে বেশি কথা হলো না। জানলাম যে মেরিঞ্যান এখন ড্রাগফ্রি - তবে স্বাভাবিক হতে এখন অনেক দেরী। ছেলেকে স্কুলে নামিয়ে যায় এসেন্সিয়াল স্কিলের কোর্স নিতে। বেশীর ভাগ দিনই স্টিভ তুলে নেয় স্কুল থেকে। মেরিঞ্যানের সন্ধের কাজটা সপ্তাহে চারদিন।

আমার গাড়ির পাশে পুল আপ করে স্টিভ হাতটা বাড়ায় - আমি শেক করি। ইচ্ছে করে ওকে জড়িয়ে ধরি - আর কিছু না হোক পুরোনোদিনের কেয়ারফ্রি স্টিভের একটু ছোঁয়া যদি পাওয়া যায়।

- টিল নেক্সট টাইম! স্টিভ বলে।

ওর গাড়িটা চলে যাওয়ার পরও অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম শুনশান পার্কিং লটের অন্ধকারে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এসে অনেকক্ষণ অন্ধকার ঘরে বসে ছিলাম। এমনিতেও ওয়েস্ট কোস্টে এখনো পড়ন্ত দুপুর। রাত দশটা নাগাদ কল করলাম। কম্প্যুটারে ভিডিও চ্যাট। এডি-র মুখটা ভেসে উঠল - পেছনে জ্বলন্ত সূর্য্যের ছটা - সমুদ্রতটের বালুকণায় চিক্চিক্ করছে।

- আজ আর অফিস যাইনি। এত সুন্দর দিনটা - ভাবলাম ফ্যামিলি নিয়ে কাটিয়ে দি। তাই আজ ব্যাকইয়ার্ডে পিক্নিক্। সারাদিন গ্রিল করেছি - আর রৌদ্রসেবন। এডি হাসিমুখে বেসবল ক্যাপ পরে গ্রিলিং-এর হাতা খুন্তি নাড়াচ্ছে। পেছনে দেখতে পাচ্ছি এডি জুনিয়ার আর লিজা ছুটে বেড়াচ্ছে। গত বছর আমরা গেছিলাম থ্যাঙ্কসগিভিংয়ে সিয়াটলের বাইরে সেই অনক্লেভে যেখানে থাকে মাইক্রোসফটের অফিসাররা।

হঠাৎ এডিকে সরিয়ে কিম্ মুখটা বাড়ায় - হেই দেয়ার। উই আর থিংকিন অফ অ্যা ট্রিপ টু অ্যাটলান্টা। তোমাকে তাড়াতাড়ি জানাব। ফোনে ..... বাই।

আমি ফোন নামিয়ে রাখি। আমি জানি কোনোদিনই এডি-র মত লোকেরা ফেসবুক্ জয়েন করবে না। আমি একবার বলাতে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। তাই কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্তি। দেখি কতদিন ইতিহাসের এই পাতাটা এডি-র থেকে লুকিয়ে রাখতে পারি। হয়ত তার দরকার হবে না। আজ যেমন অকস্মাৎ কুড়ি বছর পরে স্টিভ আবার হঠাৎই হাজির হয়েছে, সেরকম হঠাৎই আবার হারিয়ে যাবে আমাদের জীবন থেকে ও হয়তো কিছুদিনের জন্য।

শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাই

Best Wishes from

দিব্যেন্দু, সোমা, শুভেন্দু ও সোহম দে

Dibyendu, Soma, Subhendu & Soham De

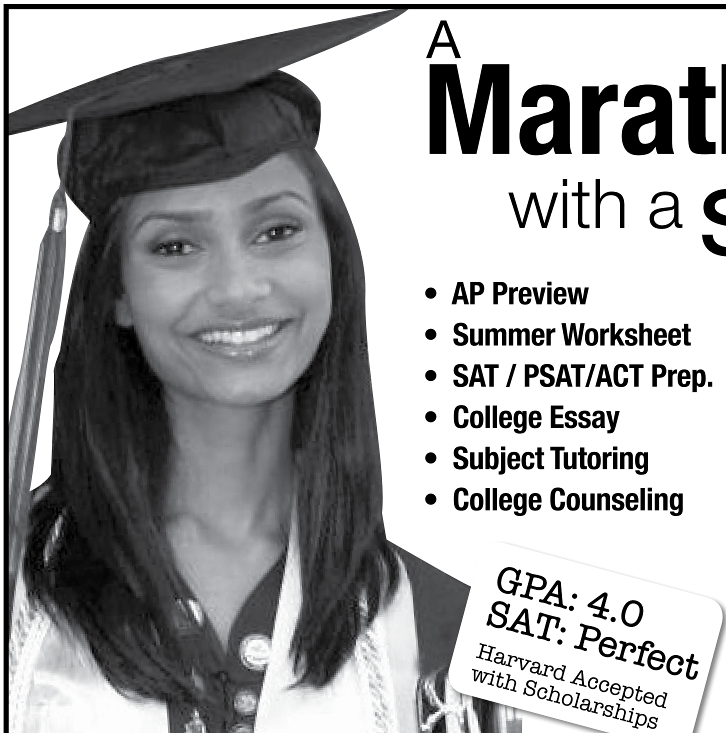

A
Marathon begins with a single step

- AP Preview
- Summer Worksheet
- SAT / PSAT/ACT Prep.
- College Essay
- Subject Tutoring
- College Counseling

10% OFF Tuition C2 education
When you present this coupon.
New Students Only. Offer cannot be combined with any other promotion. Participating centers only.
Expires 11/15/2010

$50 OFF Diagnostic Test C2 education
When you present this coupon.
New Students Only. Offer cannot be combined with any other promotion. Participating centers only.
Expires 11/30/2010

C2 education
be smarter.

1.800.777.7000
www.c2educate.com

Alpharetta | Conyers | Duluth | Dunwoody | East Cobb | Johns Creek | Marietta | Lilburn | Old Alabama
Snellville | Stockbridge | Suwanee | Woodstock | Charlotte, NC | Orlando, FL | Davie, FL

BEST WISHES FROM

THE PALACE INDIAN RESTAURANT & BANQUET HALL

6131 Peachtree Parkway, Norcross, GA 30092

T: 770.840.7770 F: 770.840.9509
Email: akothary@thepalaceatl.com Web: www.thepalaceatl.com

Celebrating Our
Second Anniversary
The Cloves
Indian Restaurant
1300 Peachtree Industrial Blvd. Ste #2210 | Suwanee
678-714-2275 (Located at the Plaza at Suwanee Station)
Weekday lunch: 11:30am-2pm; dinner: 5:30pm-10pm
Weekend lunch: 11:30am-3pm
dinner: Fri. & Sat. 5:30pm-10:30pm, Sun.: 5:30pm-9pm
Closed Monday
Lunch Buffet
$6.99 | $9.99
Weekdays
Weekends
WE DELIVER (min. $25)
visit www.theclovesrestaurant.com
for the latest offers & happenings
take-out • catering • parties
New Chaat Items Available
free
lunch buffet
buy 3 $10 gift certificates, get a lunch buffet free
Dine in only
The Cloves
Suwanee • 678-714-2275
free
lunch buffet
buy 6 lunch buffets at once, get the 7th lunch buffet free
Dine in only
The Cloves
Suwanee • 678-714-2275
1/2 off
dinner entree
buy 1 dinner entree at regular price & 2 nan, get 2nd dinner entree 1/2 off
Dine in or take-out
The Cloves
Suwanee • 678-714-2275
free
appetizer
up to $5 with total order of $30 or more before tax and gratuity
Dinner only - Dine in only
The Cloves
Suwanee • 678-714-2275

UNDER NEW OWNERSHIP!

Endless Pizza, Pasta, Salad & Dessert Buffet ALL DAY, EVERY DAY!

Don't see the pizza you want on the buffet, we'll make it for you!

770-645-1550

10516 Alpharetta Hwy.
Behind the Autozone in Roswell

FREE WIFI!

NOW SERVING BLUE BELL ICE CREAM!

CiCi's Pizza

CATERING AVAILABLE FOR LESS THAN $4 PER PERSON • ASK A MANAGER FOR DETAILS!

CiCi's Pizza

FREE ADULT BUFFET
with the purchase of an Adult Buffet & 2 Soft Drinks

Expires 11/15/10. Coupon required. Not valid with any other offer. Valid only at 10516 Alpharetta Hwy. in Roswell. Limit 1 offer per coupon, per visit.

CiCi's Pizza

$4.49 LARGE
15" 1-TOPPING CARRY-OUT PIZZA

Expires 11/15/10. Coupon required. Not valid with any other offer. Valid only at 10516 Alpharetta Hwy. in Roswell. NO LIMIT.

CiCi's Pizza

2 CAN DINE FOR $9.99
Includes 2 Adult Buffets & 2 Soft Drinks

Expires 11/15/10. Coupon required. Not valid with any other offer. Valid only at 10516 Alpharetta Hwy. in Roswell. Limit 1 offer per coupon, per visit.

We Give You Something to Smile About!

GWINNETT FAMILY DENTAL CARE

Board Certified Oral Surgeon On Staff • New Patients Welcome
Emergency Care Available • Most Insurance Accepted and Filed
Appointments Available Monday-Saturday

3455 Lawrenceville Highway • Lawrenceville, Georgia 30044

770-921-1115

www.yousmiletodayga.com

Jon Klevansky, DMD, PC • Eric M. Staeben, DDS, PC

Grady DENTAL CARE

Excellence in Cosmetic, Restorative and Family Dentistry

Grady Dental Care
10710 Medlock Bridge Road, Suite #101
Johns Creek, Georgia 30097
Phone: 678-957-0770
Fax: 678-957-0778
www.gradydentalcare.com

Sean Grady, DDS

Services we offer:

- Preventative and Restorative Dentistry
- Porcelain Veneers and Crowns
- In-office and take-home whitening
- Root Canal Therapy and Dental Implants
- Cosmetic procedures including Botox and Juvederm

বিদেহী দেবী কল্যাণং বিদেহী বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহী জয়ং দেহী যশো দেহী দ্বিষো জহী।।

মাতৃস্বরূপিণী দেবী দুর্গার পরশসিক্ত
আশীষে ধন্য হোক সবাই

শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা ও শুভ বিজয়ায় সকলকে জানাই
আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

931 Monroe Drive, Suite C-202
Atlanta, GA 30308
(404) 872-2220
(404) 876-7777
www.desispiceatl.com

LUNCH
Monday - Friday
11:30am - 2:30pm
Saturday
12Noon - 2:30pm

Above Midtown Cinema

Dinner
Monday - Thursday
5:30pm - 10:30pm
Friday & Saturday
5:30pm - 11:00pm
Sunday
5:30pm - 10:00pm

Serving Atlanta since 1983 (Formally "Touch Of India Restaurant")
owner - Manab Roy

ALL SUBJECTS TUTORING INC.

WE WELCOME LEARNING

Dr. Mohamad A. Hindawi
Director

3585 Peachtree Ind. Blvd.
Suite 138
Duluth, GA 30096

770-622-4424 (o)
678-472-3602 (c)
www.atl-tutor.com
drmoe@bellsouth.net

STATE FARM INSURANCE

Phone: (770) 998-1464
Fax: (770) 998-1473
glen.monroe.b9vs@statefarm.com

State Farm Insurance Companies
Home Offices: Bloomington, Illinois

GLEN MONROE
Agent

1875 Old Alabama Road
Unit 310
Roswell, GA 30076-2261

Morgan Keegan
FOR ALL YOUR FINANCIAL NEEDS

- Comprehensive financial and retirement planning
- Estate planning services
- College planning
- Money management and asset consulting services
- Stocks, bonds and mutual funds

GLOVER KERBEY WEALTH MANAGEMENT TEAM
GARY GLOVER • PAUL KERBEY
2400 Lakeview Parkway • Suite 200 • Alpharetta • Georgia • 30009
678.566.2551 • amy.weiss@morgankeegan.com • www.gloverkerbey.mkadvisor.com

A Regions Company | Morgan Keegan & Company, Inc. | Member FINRA, SIPC
Not FDIC Insured | May Lose Value | No Bank Guarantee | Not a Deposit | Not Insured by Any Government Agency

Best Wishes for Durga Puja

DARJI, IYER, JOSHI & PATEL, LLP.

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

Bhupen Darji
6121 Oakbrook Parkway
Norcross, GA 30093
Tel: (678) 966-0005
Fax: (678) 969-0016
Email: bhupendra_darji@hotmail.com

Nasima A. Bhuyina

Bangladeshi Boutique
Puja Sale upto 50% discount

Maya CREATIONS
Where Beauty Gets Inspired
Phone: 678.969.9869 www.mayacreations.us

বেঙ্গল ষ্টোর এন্ড হালাল

!!! শুভ দূর্গা পুজা !!! শুভ দূর্গা পূজা !!!

বাংলাদেশ থেকে সরাসরি আমদানিকৃত সর্ববৃহত বাংলাদেশী গ্রোসারী ষ্টোর !!!

পূজা সংখ্যার জন্য আজই আপনার নিকটস্থীয় বেঙ্গল ষ্টোর এন্ড হালাল মিট এ যোগাযোগ করুন !!!

FRESH HILSHA / RUHU / KATLA

Phone No. 770-986-4111; FAX:770-986-0107

WE CARRY ALL THE LATEST BANGLADESHI DRAMAS, BANGLADESHI & INDIAN BANGLA FILMS AND HINDI FILMS

গোবিন্দভোগের চাল পাওয়া যায়

বাংলাদেশী পাইজাম চাল, নাজিরশাইল চাল পাওয়া যায়

CHAMBLEE BRANCH 2493 CHAMBLEE TUCKER RD SUITE # D (CORNER OF BUFORD HWY & CHAMBLEE TUCKER RD) CHAMBLEE, GA 30341	LILBURN BRANCH 950 INDIAN TRAIL RD SUITE # 3-A (CORNER OF INDIAN TRL RD & DICKENS RD) LILBURN, GA, 30047

CHAMBLEE BRANCH
Moving soon to:
2494 Chamblee Tucker Rd
CHAMBLEE, GA 30341
P# 770-986-4111 F# 770-986-0107

HOPE DENTAL GROUP

Family & Cosmetic Dentistry

Call for an appointment
Norcross Mon - Fri 9am-5pm Lawrenceville
770-368-3297 or 678-407-9706

By appointment only
Emergency care walk-ins available

Asha J. Vellanki, D.D.S.

Come visit us at:

4046 Wetherburn Way, Suite 3
Norcross, Georgia 30092
Ph. 770-368-3297
Fx. 770-242-3862

1575 Lawrenceville Hwy, Suite G
Lawrenceville, Georgia 30044
Ph. 678-407-9706
Fx. 678-407-9709

www.ChatPattiAtl.com

CHAT PATTI

Pure Indian Vegetarian Restaurant
Fresh, Hot & Spicy Everyday

We Serve All Kinds of Chaat

Gujarati, Punjabi &
South Indian Cusine
Chaat Specialities

(404) 633-5595
1594-F Woodcliff Dr.
Atlanta, GA 30329

R. K. & ANILA

Enhance Your Image

Digital Banners - Posters - Vehicle Graphics

PRINT N SIGNS

Printing ■ Menus
Graphics Designing ■ Web Designing
Booklets ■ Signs
News Letters ■ Vehicle Graphics
Neon & Electric Signs ■ Digital Printing
Banners ■ Trade Show Displays
Lamination ■ Channel Letters

PRINT N SIGNS

404-296-9141
www.printnsigns.com

2968 North Decatur Rd., Suite C,
Decatur, GA 30033
Fax: (404) 296-9164
E: Mail: pns2000@aol.com

The Largest and Exclusive Appliances
Store in Southeast

220V/110Volt Appliances · TV • VCR · CD Player · Toys · Cameras
Kitchen Appliances · Phones · Stereos · Fax Machines · Microwave Oven
Seiko-Citizen-Casio Watches · American Tourister · Samsonite Luggage
Brand Name Perfumes · Parker-Cross Pens · Rayban Sunglasses
Rice Pearls · Corals · Jade · Calculators · and many more Gift items.

A to Z

ELECTRONICS & GIFTS

WE DO DIGITAL VIDEO CONVERION

220V/110V APPLIANCES

Tel/Fax: (404) 299-9196

1713 Church St., Suite A-1, Decatur, GA 30033
Hours: Tue. To Sun. 11am-8pm | Monday Closed

CHERIANS
INTERNATIONAL GROCERIES
Guaranteed Lowest Prices Everyday
Indo-Pak Groceries · Utensils • Luggage and More
751 Dekalb Industrial Way
Decatur · Georgia 30033
Tel: (404) 299-0842
Fax: (404) 299-8789
2 CONVENIENT LOCATIONS
ALPHARETTA - CUMMING AREA
2255 Peachtree Parkway
Cumming, GA 30041
770-888-4141
SALE
Huge Selection of Indo-Pak-Bangla Groceries, Fresh Vegetables from around the world.
Hard to find Specialties,
Ayurvedic Medicines
Stainless Steel Utensils
Visit us
www.cherians.com
Fresh Vegetables Everyday
Guaranteed Low Prices (*Brand Names Items Only)
We Accept EBT & FOOD STAMPS
We Match Any Prices for Identical Items
(*Brand Names Items Only)

***Krishna* B.F.A**
Freelance Photographer/Artist

CK Pro | KRISH Photography

(404) 759-6260 (C)
(404) 298-1811 (V)

krishpro@hotmail.com
www.Krishnaphoto.com

Shopon/Ripon

BSM

BISMILLAH SUPER MARKET

A TRUSTED HALAL MARKET

4022 Buford Highway
Atlanta, GA 30345
Phone: 404.320.9188
Fax: 404.235.5912

আটলান্টায় সেরা মাছ!

শহরের সবচেয়ে কমদামে
এই প্রবাসে আমাদের কাছে পাবেন বাঙালি
খাদ্যাভ্যাসের সব উপকরণ
বিশেষতঃ দেশী মাছের বিশাল সমারোহ!
চাঁদপর ইলিশ $6.99/LB

মাছ ও মাংস পৃথক মেশিনে কাটা হয়

WHOLE GOAT: $4.39/lb
WHOLE LAMB: $4.59/lb

বিলাল হালাল মিট এন্ড গ্রোসারী

3408 Clairemont Road, NE, Atlanta, GA 30319
(Corner of Buford Highway & Clairmont Road) * (Open Seven Days: 10AM-10PM)
Phone: 404-477-2955

GANESH INDIAN MARKET

10504 Alpharetta Highway
Roswell, GA 30076
Phone: 770-649-7777
Fax: 770-649-7761

Groceries
Fresh Vegetables
Frozen Vegetables
Ready to Eat

Store Hours:
Tues-Sun: 10 a.m. - 9 p.m.

India Plaza
High Quality Indian Super Market

India Plaza is the leading South Asian Spermarket and Grocery store located at the heart of Alpharetta on Windward Parkway. At India Plaza we offer best customer service, best quality groceries, and fresh vegetables. We carry thousands of products from all the leading brands including lentils, snacks, dals, rice, flours, frozen , spices, ready to eat, coffee, tea, and fresh vegetables etc. We also sell a variety of fresh home made products including samosa, kachori, chapathis etc. We have huge collection of Hindi, Telugu, Tamil, Kannada, and Malayalam DVDs for rental

GOKUL SWEETS

SPECIAL ATTRACTION
1. AFLATOON
2. MAVA BADAM
3. MAVA PUFF
4. DRYFRUIT HALWA
5. PISTA GHARI
6. CHANDRA KALA
7. METHI LADDU

OPEN SEVEN DAYS A WEEK
WE SHIP ANYWHERE IN USA

PURE VEG. RESTAURANT

LONG HRS
TUE-SUN: 11AM-10PM
MON:11AM-9PM

SPECIAL SWEETS
1. KAJU KATHLI
2. KAJU PISTA KATHLI
3. MAN PASAND
4. MOHINI ROLL
5. DIL KHUSH
6. KAJU ROLL
7. PISTA ROLL
8. ANJIR ROLL
9. HALWA SUN

ONLY STORE IN ATLANTA OFFERS:
SWEETS, NAMKIN, SNACKS, THALI, NORTH & SOUTH INDIAN DISHES, GUJARATI DISHES, CHINESE DISHES, CHAAT, FRESH FRUIT JUICES, FALOODA, KULFI, AND LOT MORE
EVERYTHING UNDER ONE ROOF

CATERING FOR PARTIES & ALL OCCASIONS

SWEETS
1. PEDA
2. KESARI PEDA
3. BADAM BARFI
4. PISTA BARFI
5. MANGO BARFI
6. CHOCOLATE BARFI
7. COCONUT BARFI
8. FRUIT BARFI
9. MALAI BARFI
10. TRI COLOR BARFI
11. DUDHI HALWA
12. GAJAR HALWA
13. PINEAPPLE HALWA
14. CHIKOO HALWA
15. KALAKAND
16. BOURNVITA KALAKAND
17. AJMERI KALAKAND
18. MOTICHUR LADDU
19. BUNDI LADDU
20. CHURMA LADDU
21. BESAN LADDU
22. KHAJUR ROLL
23. ADADIYA
24. MAESOOR PAK
25. BALU SHAI

SWEETS
26. BOMBAY KARACHI HALWA
27. BADAM HALWA
28. MONTHAR
29. SWEET BUNDI
30. JALEBI (YELLOW)
31. JALEBI (ORANGE)
32. GULAB JAMUN
33. KALA JAMUN
34. SWEET CUTLET
35. SANDESH
36. RASGULLA
37. REGULAR CHAM CHAM
38. PINK CHAM CHAM
39. YELLOW CHAM CHAM
40. MALAI CHAM CHAM
41. MALAI JAM
42. MALAI SANDWICH
43. CHANAR MURKI
44. RAS MALAI
45. RABDI
46. RAS MADHURI
47. DOODH PAPDI
48. PATISA
49. SOHN HALWA

& MANY MORE

SPLENDA SWEETS
1. KALAKAND
2. MANGO BURFI
3. GAJAR HALWA

NAMKEEN
1. FLOWER GATHIA
2. BHAVNADRI GATHIA
3. MARI GATHIA
4. PAPDI
5. SPRINKLE PAPDI (SPICY)
6. CHORA PHARI
7. FINE SEV
8. BIKANERI SEV
9. THICK SEV
10. TIKHA GATHIA
11. REGULAR MIXTURE
12. HOT MIXTURE - BHUSU
13. POHA CHEVDA
14. KHATTA MITHA CHEVDA
15. CORN CHEVDA
16. CHAKRI
17. FARARI CHEVDA (SWEET)
18. FARARI CHEVDA (HOT)
19. SAKKAR PARA
20. NAMAK PARA
21. METHI PARA
22. SALTY CASHEW
23. SPICY CASHEW
24. BLACK PEPPER CASHEW
25. GREEN PEAS
26. REGULAR DALMOTH
27. NIZAM DALMOTH
28. MASALA PEANUTS
29. PEANUT BHUJIA
30. MASALA MOONG
31. MOONG DAL
32. CHANA DAL
33. BHAKARWADI
34. FULWADI
35. RAITA BUNDI
36. MASALA BUNDI
37. REG. BANANA CHIPS
38. HOT BANANA CHIPS
39. BLACK PEPPER BANANA CHIPS
40. SPICY POTATO CHIPS
41. BHEL .... (NAMRA CHEVDA)
42. NAN KHATAI
43. DRYFRUIT KACHORI
44. MORA SATHA (KHAJA)
45. FAFDA
46. PANI PURI
47. KHARI PURI

C-763 DEKALB IND. WAY, DECATUR, GA 30033 * 404-299-2062 / FAX: 404-299-7184

THE PIEDMONT BANK

1035 Old Peachtree Road, N.W.
Lawrenceville, Georgia 30043
678-638-4000

185 Gwinnett Drive, Lawrenceville—678-736-6250
5100 Peachtree Parkway, Norcross—770-246-0011
5496 Chamblee Dunwoody Rd, Dunwoody—770-392-0900

FOUR LOCATIONS TO SERVE YOUR NEEDS

Member FDIC

WWW.PIEDMONTBANKONLINE.COM

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

PLANET Bombay

PLANET BOMBAY

Indian Cuisine with its unique blend of spices and diverse styles

451 Moreland Ave NE,
Atlanta, GA 30307
Phone: (404) 688-0005

CHAPMAN HALL REALTORS

MONIR MEHRAN
Licensed Real Estate Agent

Chapman Hall Realtors
3342 Clairmont Rd # D
Atlanta, GA 30329
Tel : 678-941-5100
Fax: 678-212-4055
www.tyrorealty.com

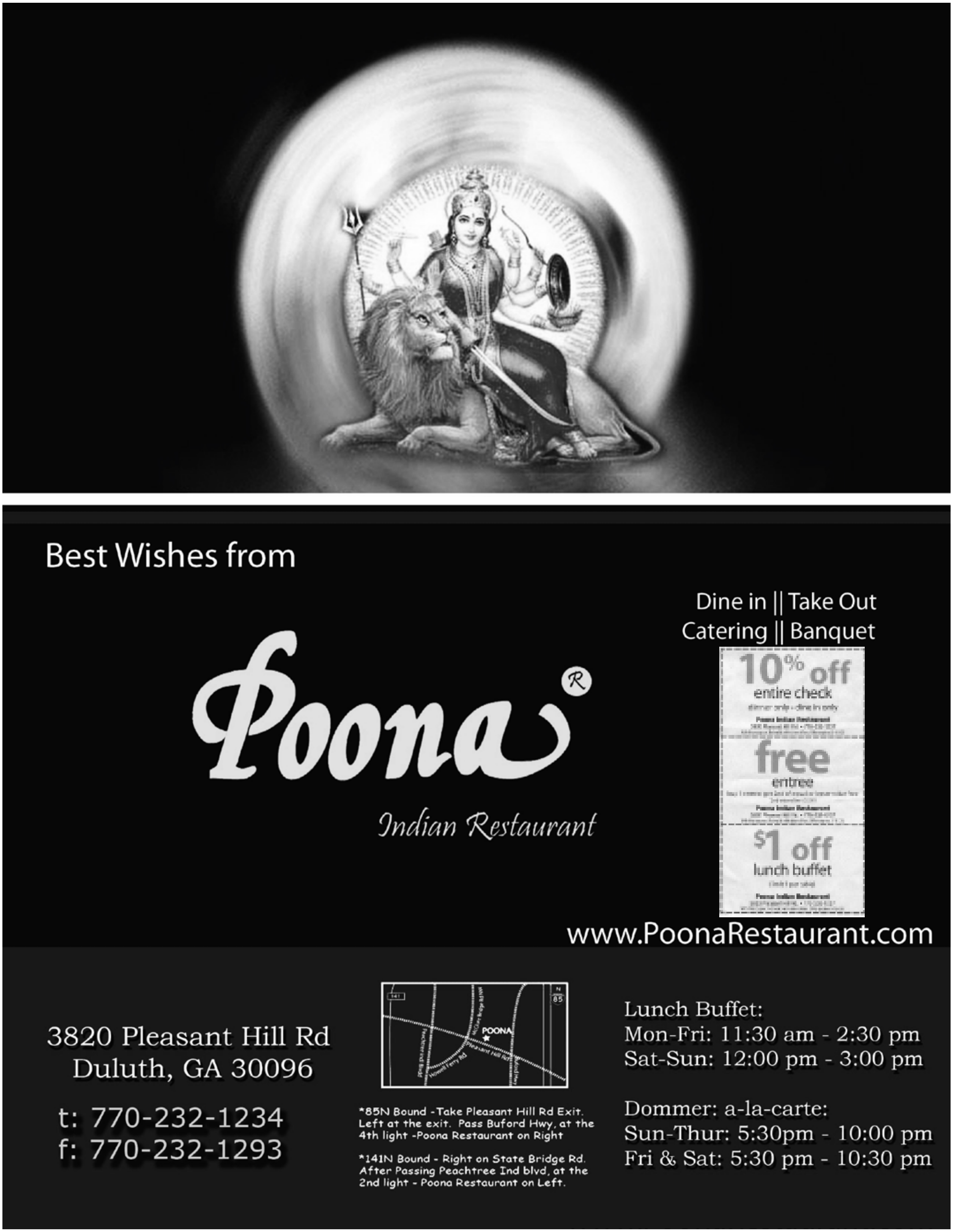
Best Wishes from
Dine in || Take Out
Catering || Banquet
Poona®
Indian Restaurant
10% off
entire check
free
entree
$1 off
lunch buffet
www.PoonaRestaurant.com
3820 Pleasant Hill Rd
Duluth, GA 30096
t: 770-232-1234
f: 770-232-1293
POONA
85
*85N Bound -Take Pleasant Hill Rd Exit. Left at the exit. Pass Buford Hwy, at the 4th light -Poona Restaurant on Right
*141N Bound - Right on State Bridge Rd. After Passing Peachtree Ind blvd, at the 2nd light - Poona Restaurant on Left.
Lunch Buffet:
Mon-Fri: 11:30 am - 2:30 pm
Sat-Sun: 12:00 pm - 3:00 pm
Dommer: a-la-carte:
Sun-Thur: 5:30pm - 10:00 pm
Fri & Sat: 5:30 pm - 10:30 pm

Discount

RATES

without discount

SERVICE.

It's no accident more people trust State Farm to insure their cars.
Call today.

Richard E. Schmidt CPCU, Agent
3340 Sugarloaf Parkway, Suite B
Lawrenceville, GA 30044-5478
Bus: 770-339-7950
richard.schmidt.jm5a@statefarm.com

LIKE A GOOD NEIGHBOR STATE FARM INSURANCE **STATE FARM IS THERE.®**

Providing Insurance and Financial Services

P040034 12/04

State Farm Mutual Automobile Insurance Company (Not in NJ), Bloomington, IL

NOW OPEN

Occasions
EVENT CENTER

passion . vision . dreams

ATLANTA'S FIRST ALL EXCLUSIVE EVENT CENTER

From the management that brought you the previous famous Maharaja Restaurant & Banquet Hall

2101 Northlake Parkway • Tucker, GA 30084
(404) 503-5335 • (770) 723-3728
www.occasionsatlanta.com

Accommodation up to 300+ people.

Pre-Function area for cocktail and hor 'devours

Bridal suite & changing room for the special dulhan

Extravagant Venue For All Occasions

Ample complimentary parking

Belly Dancing

Friday & Saturday:
Belly Dancing
8:00-10:30 p.m

Belly dancing is only performed if there is not a private event

Call for information and timings

From 25 to 2000 people

Cafe Bombay can accommodate you and your guests catering needs for any event. We specialize in weddings, birthdays, conventions, anniversaries, and other private events. We also work with Atlanta venues to offer you an unforgettable event.

For private events and catering services, please contact 404.320.0229

Cafe Bombay

Lunch: Monday-Friday: 11:30am-3:30pm
Saturday & Sunday: 12:00pm-4:00pm

Dinner: Sunday-Thursday: 5:00pm-10:00pm
Friday & Saturday: 5:00-10:30 pm

1622 Woodcliff Drive NE • Atlanta, GA 30329

Tel: (404) 320.0229 • Fax:(404) 320.0125

www.cafebombayatlanta.com • cafebombay@bellsouth.net

© 2009 MehulDesigns

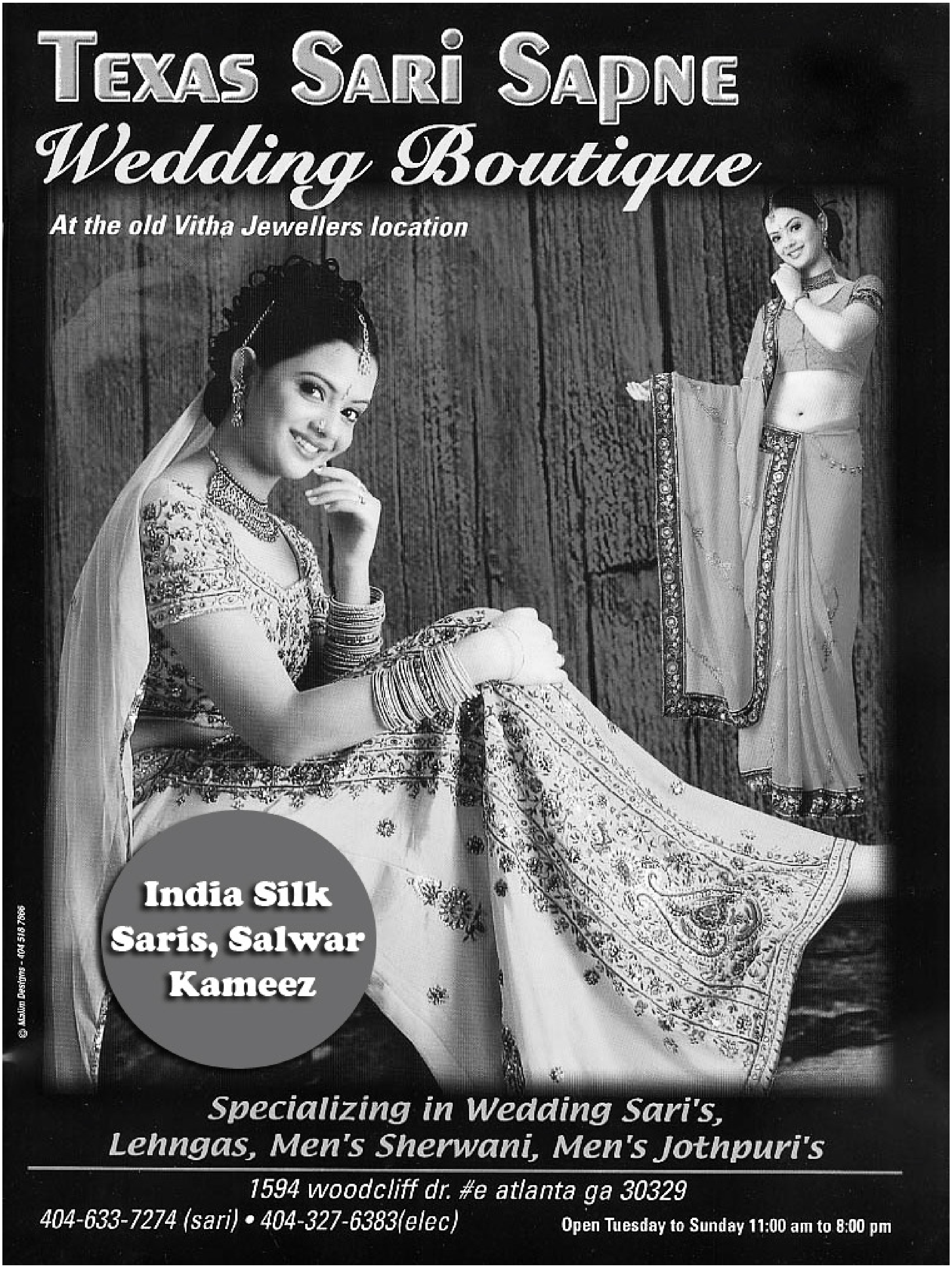

TEXAS SARI SAPNE
Wedding Boutique
At the old Vitha Jewellers location
India Silk Saris, Salwar Kameez
Specializing in Wedding Sari's, Lehngas, Men's Sherwani, Men's Jothpuri's
1594 woodcliff dr. #e atlanta ga 30329
404-633-7274 (sari) • 404-327-6383(elec)
Open Tuesday to Sunday 11:00 am to 8:00 pm

PUJA GREETINGS

নক্‌সী বুটিক

NOKSHI BOUTIQUE

Global Mall, 5675 Jimmy Carter Blvd, Suite 575, Norcross, GA 30071
PH: 770-368-9060, Fax: 770-717-2735, www.nokshiboutique.com

Paying Too Much For Your Life & Health Insurance?

Serving individuals and groups of any size

Check out our new website

Georgia Health Plans.com
Top Georgia Health Plans Around!

ASSURANT Health
HUMANA. *Guidance when you need it most*
BlueCross BlueShield of Georgia
COVENTRY
UnitedHealthcare® Underwritten By Golden Rule
Aetna
KAISER PERMANENTE

Maybe I Can Help!

I Don't Work for an Insurance Company, I work for YOU!

I represent a carefully selected insurance and investment companies and help you in making a decision on which company you should go with.

Rajesh Jyotishi
(770) 451-1932
www.ShalinFinancial.com
RJ@ShalinFinancial.com

New Audio Podcast on iTunes

Money Wise by Rajesh (R. J.) Jyotishi and Jennifer Stucky

Shalin Financial Services, Inc.
SfS *Experience Makes The Difference!*

www.shalinfinancial.com

Securities offered through Resource Horizons Group, L.L.C.Member FINRA/SIPC.Advisory services offered through Resource Horizons Investment Advisory. 1350 Church Street Ext. NE, 3rd Floor, Marietta, GA 30060. Resource Horizon Group, Resource Horizons Investment Advisory and Shalin Financial are seperate companies.

GREATER ATLANTA YAJNA PARIVAR INC.

PRESIDENT: PANDIT BHUPENDRA TRIPATHI (LLB)

Religious Services

Hindu Sanskaras

- Vastu Puja
- Marriage
- Naming Ceremony
- New Business Ceremony
- Bhajans
- Pravachan
- Wedding Anniversary
- Katha
- Birthday
- Funeral

All types of religious work according to tradition

Pandit Giri

Tel: (770) 982-6885

Cell: (678) 665-2301

BAGA 2009-2010 Financials

2009 Beginning Balance	
Checking	$ (1,648.73)
Savings	$ 38,744.40

2010 Beginning Balance	
Checking	$ (1,508.92)
2010 transfer from Bangamela	$ 1,510.00
2010 beginning Balance Total	$ 1.08
2010 CD Savings	$ 61,610.42

2009 Operations	**Income**	**Expenses**
Administrative	$ (11.00)	$ 1,401.78
Saraswati Puja	$ 11,686.00	$ 2,095.28
Kobi Jayanti	$ 3,320.00	$ 2,805.97
Picnic	$ 715.00	$ 594.88
Mahalaya	$ -	$ 1,152.23
Durga Puja	$ 20,773.93	$ 27,958.29
Laxmi Puja	$ 186.00	$ 3,041.86
Pratichi	$ 5,600.00	$ 3,209.87
New Years Eve	$ 375.00	$ 375.00
E-Bagazine	$ 130.04	
Total	**$ 42,774.97**	**$ 42,635.16**

2010 Operations as of September 20th	**Income**	**Expenses**
Administrative	$ -	$ 2,082.06
Saraswati Puja	$ 14,007.00	$ 2,926.12
Kobi Jayanti	$ 4,010.00	$ 2,612.75
Picnic	$ 501.51	$ 551.44
Mahalaya + Durga Puja + Lakshmi Puja	$ 1,361.00	$ 3,399.00
Bengali Drama	$ 2,721.00	$ 2,715.76
Pratichi	$ 2,350.00	$ -
Movie	$ 1,342.00	$ 767.03
E-Bagazine	$ 291.00	$ -
Total	**$ 26,583.51**	**$ 15,054.16**

2009 Checking	
2009 Beginning Balance	$ (1,648.73)
2009 Income from Operations	$ 139.81
2009 Investments to CD	$ -
2009 End Checking Balance	**$ (1,508.92)**

2010 Checking	
2010 Beginning Balance	$ 1.08
2010 Income from Operations Sep 20,2010	$ 11,529.35
2010 Investments to CD	$ -
2010 Checking Balance as of Sep 20, 2010	**$ 11,530.43**

2009 Savings	
Beginning Balance	$ 38,744.40
Investments from Bangamela Income	$ 21,574.00
Interest Income	$ 1,292.02
2009 End Savings Balance	**$ 61,610.42**

2010 Savings	
Beginning Balance	$ 61,610.42
Added Investments	$ -
Interest Income	$ -
2010 Savings Balance as of Sep 20, 2010	**$ 61,610.42**

Bangamela 2009 Income and Expense for 2008-2009

	Tax Year 2008	**Tax Year 2009**	**Total Bangamela 2009**
Bangamela Income	$ 31,300.00	$ 70,955.00	$ 102,255.00
Bangamela Expense	$ 6,903.91	$ 72,267.09	$ 79,171.00
Net Income	$ 24,396.09	$ (1,312.09)	$ 23,084.00

Total Bangamela Income (Amount Transferred to BAGA)	$ 23,084.00
CD#1 Piedmont Bank	$ (19,084.00)
CD# 2 Piedmont Bank	$ (2,490.00)
Capital infusion to EC2009 from Bangamela Income	$ (1,510.00)
End Bangamela 2009 Balance	$ -

2010 Pujo Sponsors:

Gargi Adhikari
Mira Bagchi
Gour & Suchandra Banerjee
Pradip & Mala Basu
Kris & Tandra Bhadra
Dharmajyoti Bhaumik
Dulal & Mukti Bose
Sujit & Nita Bose
Anil & Parnika Chakraberti
Sajal & Chaitali Chattopadhyay
Nirmal & Ashima (Bulu) Das
Dibeyandu & Soma De
Achintya & Gayatri Dey
Sumit & Krishnakoli Dutta
Kiriti & Shanta Gupta
Umashankar & Shukla Mondal
Samar & Ruma Mukhopadhyay
Mridul & Mamata Paul
Surojit & Sarbari Roy
Ashoke & Moitri Sarkar
Niranjan & Kasturi Talukdar

BAGA Committees: previous years

Year	President / Vice President	Secretary/Jt. Secretary	Treasurer
2009	Priyabrata Dutta, Debasree Chatterjee-Dawn (VP), Saswati Banerjee (VP)	Joyita (Bagchi) Hegde	Subhankar Mukherjee
2008	Rabindra Chakraborty, Papiya Dutta (VP)	Mousumi Karanjee	Shubu Mitra
2007	Dibyendu De, Mrs. Shanta Gupta (VP), Mr. Achintya Dey (VP), Mr. Santanu Sinharoy (VP)	Dr. Ranjita Betarbet	Mr. Umashankar Mondal
2006	Kiriti Gupta, Abir Mullick (VP), Anil Chakraberti (VP)	Dibyendu De	Raktim Sen
2005	Mamata Paul, Premanand Goswami (VP), Sabari Roy (VP)	Santanu Sinharoy	Soumen Ghosh
2004	Partho Mukherjee, Mamata Paul (VP)	Moitri Sarker	Sandip Dutta
2003	Shankar Sengupta, Amalendu Sarkar (VP)	Raja Gautam Kar	Sanghamitra Saha
2002	Raktim Sen, Soumitra Chattopadhyay (VP)	Sabari Roy	Arunava Saha
2001	Amiya Ray Chaudhuri, Mridul Kumar Paul (VP)	Amlan Mojumdar	Surajit Roy
2000	Debashis Bhattacharya, (partial term served)	Working Committee: Sumitra Bhattacharya, Shubhra Nag	Timir Pandit
1999	Nita Bose, Shubhra Nag (VP), Maya Biswas (VP)	Ashoke Sarkar, Madhumita Chatterjee, Chaitali Chatterjee, Anjali Roy	Sharmila Chatterjee Sathi Karan
1998	Sreeparna Roy, Sanjukta Haldar (VP)	Lekha Mukherjee, Sabitri Pal	Rajashree Jena
1997	Shailendra Banerjee	Rajashree Jena, Saibal Ghosal, Gouri Banerjee	Timir Pandit
1996	Ashoke Bhattacharya	Sanjoy Maity	Joydip Bandyopadhyay
1995	Manoj Chakraborty		Ashoke Sarkar
1994	Monica Mukherjee	Anjali Roy	Alpana Poddar
1993	Shrimita Ray Chaudhuri	Sumitra Bhattacharya	Manoj Chakraborty
1992	Shubhra Nag	Kasturi Talukdar	Nirmal Das
1991	Kaberi Basu	Partha Bhattacharya	Gautam Goswami
1990	Sumitra Bhattacharya	Uma Mukherjee	Anik Chakraborty
1989	Dipak Bagchi	Dipankar Sarkar	Anita Chakraborty
1988	Niranjan Talukdar	Sujan Mukherjee	Anjan Duttagupta
1987	Alak Biswas	Shrimita Ray Chaudhuri	Dipak Bagchi
1986	Ashim Dutta	Monica Mukherjee	Barun De
1985	Ranjan Duttagupta	Bula Gupta	Soumya Das
1984	Partha Mukherjee	Rabi Basu	Lali Derrick
1983	Samarendra Mitra	Niranjan Talukdar	Samir Mitra
1982	Sabyasachi Gupta, Alak Biswas (VP)	Ashim Roy	Priya Das
1981	Bijan Das	Samarendra Mitra	Partha Mukherjee, Pranab Lahiri
1980	Mohit Sen, Sumitra Bhattacharya (VP)	Jayanta Bhattacharya	Ashim Dutta
1979	Jayanta Bhattacharya	Partha Mukherjee	

Shhh. Sounds like applause

The Coca-Cola Company salutes **BAGA**.

No artificial flavors,
no added preservatives.
Since 1886.

open happiness™

©2010 The Coca-Cola Company. "Coca-Cola," "open happiness" and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

আজ এল
এক নতুন আনন্দ

বাড়ির খবর। বাংলায় LIVE! আমেরিকায় এই প্রথম।

STAR আনন্দ™

এগিয়ে থাকে। এগিয়ে রাখে।

স্টার আনন্দ, বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় ২৪ ঘন্টার নিউজ চ্যানেল
এবার আমেরিকার মাটিতে আপনাদের জন্য LIVE! সকাল থেকে
রাত দেশবিদেশের টাটকা খবর। ঝকঝকে পরিবেশনা।
ভিন্ন স্বাদের রিপোর্টিং। টিভির পর্দায় দেখুন। এগিয়ে থাকুন।

নজর রাখুন... প্রতিপক্ষ প্রতি বুধবার সন্ধে ৭টা
হ্যালো ভিআইপি প্রতি রবিবার সকাল ৯.৩০
স্টার খবর রোজ রাত ৯ টা, ১ ডজন গল্প রোজ রাত ১০টা

and STAR are trademarks owned by STAR Television Productions Limited and are used under licence. © STAR 2005. All rights reserved

STAR Ananda is now available on Channel No: 907 of dish world

Send greetings to your family in India via email:
americarchithi@starnews.co.in

STAR Ananda is brought to you in USA by GEN-I
www.gen-i.us